ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

অক্টোবর ২০১৭ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

নয়া ভারত

দারিদ্র্যমুক্ত গ্রামীণ ভারত নির্মাণের পথে
অমরজিৎ সিন্‌হা

জাতপাতমুক্ত নয়া ভারত গড়ার লক্ষ্যে
অমরজিৎ এস. নারঙ্গ

নয়া ভারতে কৃষির নবরূপ
জগদীপ সাক্সেনা

নয়া ভারত নির্মাণের সংস্কারযজ্ঞ
উন্নত পণ্ডিত

বিশেষ নিবন্ধ

'তিন তালাক' রায় : এ জয় মুসলিম নারীসমাজের
আর. কে. সিন্‌হা

ফোকাস

স্বচ্ছ ভারত : লক্ষ্য পূরণ সুনিশ্চিত
পরমেশ্বরণ আইয়ার

ভারতে বুলেট ট্রেন যাত্রার সূচনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিন্‌জো আবে যৌথভাবে গত ১৪ সেপ্টেম্বর এদেশের প্রথম দ্রুততম গতির রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন আমেদাবাদে। এই ট্রেন চলবে মুম্বাই ও আমেদাবাদের মধ্যে। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী "নতুন ভারত"-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাশক্তির উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষ্যে দেশের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে মোদী বলেন, বুলেট ট্রেন প্রকল্প গতি ও প্রগতির দূত হিসেবে দ্রুত ফল দেবে।

'আমেদাবাদ-মুম্বাই বুলেট ট্রেন' শিরোনামে জনপ্রিয় এই "মুম্বাই-আমেদাবাদ হাই স্পিড রেল" (MAHSR) প্রকল্পটি এক দূরদর্শী প্রকল্প বিশেষ। এদেশের মানুষের যাত্রাপথে নিরাপত্তা, গতি এবং পরিষেবার প্রশ্নে এক নতুন যুগের সূচনা করবে এই প্রকল্প। ভারতীয় রেলওয়ে পরিষেবার ব্যাপ্তি, গতি ও দক্ষতার নিরিখে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম সারিতে জায়গা করে নেবে।

প্রকল্পের খরচ

বড়ো মাপের পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে মোট অর্থলগ্নির উল্লেখযোগ্য পরিমাণের সংস্থান হয় ঋণের মাধ্যমে। আর সেই ঋণের দায় মেটাতেই প্রকল্পপিছু মোট খরচের একটা বড়ো অংশ ব্যয় হয়। এই প্রকল্পে ভারত-জাপান সহযোগিতার অঙ্গ হিসেবে জাপান সরকার ভারতকে নামমাত্র, ০.১ শতাংশ হারে সুদে ৮৮ হাজার কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছে। ঋণ পরিশোধ করার সময়সীমা ৫০ বছর। ঋণ পাওয়ার ১৫ বছর পর থেকে তা শোধ দেওয়া শুরু করতে হবে। এই ঋণে মাসিক সুদের হার দাঁড়াবে, সাত থেকে আট কোটি টাকার মতো মাত্র; কাজেই বলা যেতে পারে, এই ঋণ কার্যত বিনামূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

সাধারণত, এই ধরনের কোনও ঋণ বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ কোনও সংস্থা থেকে নিলে পাঁচ থেকে সাত শতাংশ হারে সুদ দিতে হয় আর ঋণ পরিশোধ করার জন্য পাওয়া যায় মাত্র পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর সময়। যেহেতু এই প্রকল্পের ৮০ শতাংশেরও বেশি তহবিল জোগাবে জাপান সরকার, সেহেতু ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সহায়সম্পদের উপরে কোনও বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করেই প্রায় বিনামূল্যেই দ্রুতগতিসম্পন্ন এই রেল প্রকল্পের জন্য ঋণের সংস্থান করতে চলেছে ভারত। দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবার এতো নমনীয় অনুকূল শর্তে কোনও পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য অর্থের জোগাড়যন্ত্র করা সম্ভবপর হল।

'মেক ইনি ইন্ডিয়া'

এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মকাণ্ডের প্রসার। প্রকল্প শুরু হওয়ার আগেই এই লক্ষ্যপূরণ হবে। দু' দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে MAHSR প্রকল্পটির লক্ষ্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'ট্রান্সফার অব টেকনোলজি' (প্রযুক্তির হস্তান্তর)-এর উদ্দেশ্য সফল করা। DIPP ও Japan External Trade Organization (JETRO)-এর টাস্ক ফোর্স-এর নির্দেশমতো গৃহীত 'কন্‌সেপ্ট পেপার' অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র জন্য সম্ভাব্য 'আইটেম' ও 'সাব-সিস্টেম' চিহ্নিত করতে ভারত ও জাপানের শিল্পমহল, DIPP, NHSRCL ও JETRO-র প্রতিনিধিদের নিয়ে চারটি উপ-দল গঠন করা হয়েছে। দু' দেশের শিল্পমহলের মধ্যে ইতোমধ্যেই সক্রিয় আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে 'rolling stock'-সহ বিবিধ সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য দু' দেশের শিল্পক্ষেত্রের বহু যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠবে। এর ফলে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের সামনে নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ আসবে। পাশাপাশি দেশে কর্মসংস্থানেরও প্রভূত সুযোগ গড়ে উঠবে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-কে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ায় এই প্রকল্পে লগ্নি করা পুঁজির বেশিরভাগটাই ব্যয় ও ব্যবহৃত হবে দেশের মধ্যেই।

এই প্রকল্পের দৌলতে দেশের নির্মাণ শিল্পক্ষেত্রও ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। শুধু বিনিয়োগ বৃদ্ধির অঙ্কেই নয়, সুফললাভের অবকাশ থাকছে নতুন প্রযুক্তি ও কর্মসংস্কৃতির উন্নতির নিরিখেও। নির্মাণকার্য চলাকালীন এই প্রকল্পে প্রায় ২০ হাজার সুদক্ষ কর্মীর নিযুক্তির সুযোগ থাকছে। এই প্রকল্পের জন্য তাদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে; ফলে ভবিষ্যতেও এদেশে আরও এধরনের প্রকল্প গড়ে উঠলে তাদের কর্মনিযুক্তির অবকাশ থাকবে। Ballast-less track, under sea tunnel হল এরকমই কয়েকটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে নির্মাণ দক্ষতায় উন্নতি ঘটবে। বরোদায় 'হাই-স্পিড রেল ট্রেনিং'-এর জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়া হচ্ছে। জাপানের ইনস্টিটিউটগুলির মতোই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও 'সিমুলেটার'-সহ সব ধরনের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম ও সুযোগসুবিধা থাকবে। ২০২০ সালের শেষ নাগাদ এই 'হাই-স্পিড রেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' চালু হয়ে যাবে। এখানে প্রথম তিন বছরে প্রায় চার হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্য দেশের মানবসম্পদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশের এই সব প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীদের কাজে লাগানো হবে এই রেল ব্যবস্থার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সব দায়দায়িত্ব পালনে। ভবিষ্যতে দেশের অন্যত্র দ্রুতগতিসম্পন্ন অনুরূপ রেলপ্রকল্প গড়ার ক্ষেত্রে এই কর্মীবাহিনীই মূল কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি, ভারতীয় রেলের তিনশো জন তরুণ কর্মচারীকে 'হাই-স্পিড ট্র্যাক' প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করাতে জাপানে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদে মানবসম্পদ উন্নয়নের কথাটা মাথায় রেখে জাপান সরকারও সেদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রত্যেক বছর ২০-টি করে আসন ভারতীয় রেলের কর্মরত কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। এর পুরো খরচ বহন করবে জাপান সরকার।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি

দ্রুতগতির রেলের ক্ষেত্রে এবার আমাদের দেশ সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক ('Cutting Edge') প্রযুক্তি পাচ্ছে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই 'Shinkansen Technology' নির্ভরযোগ্যতা ও সুরক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিতে দেরির গড় রেকর্ড এক মিনিটেরও কম আর জীবনহানির হার শূন্য।❑

অক্টোবর, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- দারিদ্র্যমুক্ত গ্রামীণ ভারত নির্মাণের পথে — অমরজিৎ সিন্‌হা — ৫
- জাতপাতমুক্ত নয়া ভারত গড়ার লক্ষ্যে — অমরজিৎ এস. নারঙ্গ — ১০
- নয়া ভারতে কৃষির নবরূপ — জগদীপ সাক্সেনা — ১৪
- নয়া ভারত নির্মাণের সংস্কারযজ্ঞ — উন্নত পণ্ডিত — ১৮
- নয়া ভারতে দক্ষতা ও উদ্যোগের বিকাশ কোন পথে? — অমিতকুমার দ্বিবেদী, সর্বানন ভেলুস্বামী — ২২
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভারত — ভি. শ্রীনিবাস — ২৬

বিশেষ নিবন্ধ

- 'তিন তালাক' রায় : এ জয় মুসলিম নারীসমাজের — আর. কে. সিন্‌হা — ৩০

ফোকাস

- স্বচ্ছ ভারত : লক্ষ্যপূরণ সুনিশ্চিত — পরমেশ্বরণ আইয়ার — ৩৫

অন্যান্য নিবন্ধ

- এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর স্বপ্নে নবচেতনার ভারতবর্ষ — রঙ্গনকান্তি জানা — ৪১

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৪৪
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৪৫
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৪৭
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৬৫
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

এক নয়া দিগন্ত

পাড়ি দিতে হবে হাজারো মাইল পথ। তার মধ্যে সবে দু'চার কদম এগিয়ে শুরুর শুরুটা শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এক নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। সেই আহ্বান গোটা জাতিকেই তরতাজা করে তুলেছে; নব দিগন্তের অভিমুখে পাড়ি জমাতে অতি প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণে। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে, ১৯৪২ সালের আগস্টে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সূচনা হয়। সেসময় ভারত থেকে বিতাড়নের জন্য একটা গোটা জাতিই প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনআন্দোলনে শামিল হয়। অবিস্মরণীয় সেই আন্দোলনের পাঁচত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান। এর পেছনে একটি মূল ভাবনা কাজ করছে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, দুর্নীতি, দারিদ্র্য ইত্যাদির মতো যেসব কুপ্রথা, কদাচার, আর্থ-সামাজিক দুর্বলতা দেশকে হীনবল করে রেখেছে, সামনের দিকে এগোতে না দিয়ে পশ্চাতে টেনে নিয়ে চলেছে, তার অবসানে ফের অনুরূপ একজন আন্দোলনের সূচনা করে গোটা জাতিকে তাতে দুরন্ত উৎসাহে শামিল হতে চাগিয়ে তোলা। গোটা জাতি দেশকে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে আবর্জনার কলুষ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাতের ভেদাভেদ মুক্ত "এক নয়া ভারত" হিসাবে গড়ে তুলতে এক স্বরে শপথ গ্রহণ করেছে।

এই নয়া ভারতের ধ্যানধারণার অনেকগুলো দিক আছে। দেশকে ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে যেসমস্ত অশুভ ব্যাপারস্যাপার, তা নির্মূল করতে সরকার এবং জনসাধারণ, উভয়ের তরফেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমরা যদি এক এক করে এসব অশুভ প্রথা, রেওয়াজ বা পরিস্থিতি নিয়ে ধরে ধরে বিচারবিশ্লেষণ করতে বসি, দেখা যাবে এর অনেকগুলোই দীর্ঘদিন যাবৎ, কিছু ক্ষেত্রে তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, একভাবে চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের সংস্কৃতি বলে, ঈশ্বরের ঠিক পরেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার স্থান। অথচ, এজমালি প্রকাশ্যস্থানগুলি নির্বিচারে নোংরা করার বদ অভ্যাসের জন্য আমরা জাতি হিসাবেই বেশ কুখ্যাত। যদিও নিজেদের বাড়িঘরদোর সব ঝকঝকে তকতকে করে রাখতে চেষ্টার খামতি রাখি না। কিন্তু, একবার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি কি আমাদের সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাতিক নিমেষে উধাও। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, নিজের বাড়ির বর্জ্যসামগ্রী রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা এসব ব্যাপারে আমরা রীতিমতো চৌকস। জাতি হিসাবে আমরা নিঃসন্দেহে অপরিচ্ছন্ন। বিদেশি বিনিয়োগ পেতে আমরা তৎপর, নিজেদেরকে বহির্বিশ্বে এক মর্যাদার আসনে বসানোরও স্বপ্ন দেখি। কিন্তু তার জন্য বাইরের দুনিয়ার সামনে নিজেদের অপরিচ্ছন্ন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠা অপ্রীতিকর ভাবমূর্তি ঝেড়ে ফেলাটা সবচেয়ে আগে জরুরি। শুধু তাই নয়, জাতির এই অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের দৌলতে রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সূত্রে আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও খর্ব হয় বহুলাংশে। কাজেই চাই পরিচ্ছন্ন নির্মল ভারত।

গরিবি, আর একটা অশুভ দিক, যা আমাদের বিকাশের পথের কাঁটা। কারণ, আমাদের জনসংখ্যার এক বিপুল অংশভাক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত, বিশেষত গ্রাম ভারতে। দুর্নীতির নাগপাশ হল আরেকটি বড়ো কারণ, যা আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ঘুণের মতো কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। তাই ভ্রষ্টাচার কমাতে এবং আর্থিক বৃদ্ধির সুফল প্রকৃত হকদারদের হাতে পৌঁছে দিতে সাম্প্রতিককালে বিমুদ্রীকরণ, সরাসরি উপকার হস্তান্তর (DBT), আধার, ভীম অ্যাপের মতো বেশ কিছু পন্থাপদ্ধতির হাত ধরা হয়েছে। এই দিশায় আরও বহু কাজ বাকি। কাজেই দারিদ্র্যমুক্ত ও ভ্রষ্টাচারমুক্ত ভারত।

সন্ত্রাসবাদ হল এমন এক আন্তর্জাতিক অশুভশক্তি, যার দরুন গোটা বিশ্বজুড়ে জীবনহানির ঘটনা ঘটে চলে। এ এক এমন ভয়াবহ ব্যাধি, যা শারীরিক ও মানসিক, দু'ভাবেই মানুষের চরম ক্ষতি করে। নয়া ভারত গড়ে তুলতে হলে মানুষকে সন্ত্রাসবাদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত করা সবিশেষ জরুরি। কাজেই চাই সন্ত্রাসবাদমুক্ত ভারত। সেই ইতিহাসের যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির সাথে জড়িত রয়েছে জাতপাতের ভেদাভেদের অশুভ রীতিরেওয়াজ। অস্পৃশ্যতা বা ছুঁত-অচ্ছুতের বাছবিচার, জাতীয় মূলস্রোতের থেকে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা; তাদেরকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ দিতে, এমনকি সমাজে তাদের প্রাপ্য স্থানটুকু দিতেও অস্বীকার করার দরুন ভারতীয় জনসংখ্যার একটা গোটা অংশের বিকাশ হয়নি যথাযথভাবে। জাতির অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে, এই অশুভ কৃষ্টির বিনাশ ঘটিয়ে নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষজনও যাতে বিকাশের সুফল ভোগ করতে পারেন সেদিকে নজর দিতে হবে। কাজেই চাই জাতপাতের বাছবিচারমুক্ত ভারত। একই কথা খাটে সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গেও। ভারতে চিরকালই বিবিধ ধর্ম ও বিশ্বাসের সহাবস্থান চোখে পড়ে। আমাদের পরম্পরা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে জাতি হিসাবে আমরা চিরদিনই আত্মশ্লাঘা অনুভব করে এসেছি। এখন দেখা যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কলুষিত করে তুলছে জনজীবনকে। এর ফেরে পড়ে জীবনহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি আম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতির বিকাশের জন্য এমন এক সমাজ গড়ে ওঠা দরকার, যেখানে অখণ্ড শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজমান। কাজেই এই সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভারত।

এই সমস্ত লক্ষ্যপূরণে জোরদার তৎপরতার মধ্যেই দেশে মুসলিম মেয়েদের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বিবাহবিচ্ছেদের 'তিন তালাক' প্রথার বিরুদ্ধে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মুসলিম আইনের অলিখিত এই বিধির সূত্রে পুরুষেরা স্রেফ তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করেই তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করার হকদার ছিলেন। এই কুপ্রথা বহু মুসলিম নারীর জীবন আক্ষরিক অর্থেই দুর্বিষহ করে তোলে। এই নিষ্ঠুর রেওয়াজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান মুসলিম নারীসমাজেরই একাংশ। শেষপর্যন্ত শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে। "পরিবর্তনের কাণ্ডারি" হল আরেকটি উদ্যোগ, যা উদ্ভাবনার অনুকূল বাতাবরণের প্রসার ঘটিয়ে সরকার এবং দেশে নতুন শুরু হওয়া শিল্পোদ্যোগের মধ্যে সরাসরি বাতচিতের সুযোগ এনেছে। এই সব নয়া শিল্পোদ্যোগ বা 'Start up'-গুলিকে "২০২২ সালের মধ্যে নয়া ভারত" গড়ে তোলার মিশনে শামিল করতেই এই পদক্ষেপ। কোনও অভিষ্টে পৌঁছাতে হলে তার প্রথম ধাপটা হল, আমি এখন যেখানে রয়েছি, সেখানেই পড়ে থাকব না, এই জরুরি সিদ্ধান্তটা নেওয়া। আর সেই সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। নয়া কদম ফেলাও শুরু হয়ে গেছে, ভারতকে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিশালী ও বলিষ্ঠতর করে গড়ে তুলতে।❑

দারিদ্র্যমুক্ত গ্রামীণ ভারত নির্মাণের পথে

অমরজিৎ সিন্‌হা

রাষ্ট্র তার জনমুখী সরকারি কর্মকাণ্ডের এক বড়ো সংখ্যক কর্মসূচি রূপায়িত করে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মাধ্যমে। তাদের কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, জীবিকার বৈচিত্র্য, সড়ক নির্মাণ, আবাসন, জল সংরক্ষণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি নানা খাতে। মন্ত্রকের তরফে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, দক্ষতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পরিপূরক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের দরিদ্র পরিবারগুলির জীবনযাপনের মানোন্নয়ন সম্ভব।

চলতি বছরে ঊনিশশো বিয়াল্লিশের "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী স্লোগান তুলেছেন, "দারিদ্র্য ভারত ছাড়ো"। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যপূরণে একে এক সামাজিক মিশনের রূপ দেওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। কেউ যদি এই ব্যাপারটা মাথায় রাখেন যে গ্রামীণ ভারতের প্রায় ৮ কোটি ৮৫ লক্ষ পরিবার দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকার, তাহলে নিছক সংখ্যার নিরিখেই এ এক পর্বতপ্রমাণ চ্যালেঞ্জ বিশেষ। তবে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে দেশে গত আড়াই দশক ধরে চালানো গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি এই ভরসাটা অন্তত দেয় যে আমরা সঠিক দিশাতেই পা ফেলে চলেছি।

HSBC-র সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, গ্রামবাসী ৬৯ শতাংশ পরিবার, যারা এক হেক্টর পরিমাণ পর্যন্ত জমির মালিক, অথবা ভূমিহীন, তাদের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে, বেকারত্বের হার কমেছে অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে। খরার প্রাদুর্ভাবকালীন এবং কৃষিপণ্যের দাম যখন তলানিতে, তেমন সঙ্কটের সময়েও গ্রামের দরিদ্রদের জন্য সরকারের তরফে হাতে নেওয়া ব্যবস্থাপত্র যে বেশ কাজে এসেছে, এ তারই প্রমাণ। "দীনদয়াল অন্ত্যোদয় জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন"-এর জাতীয় স্তরের মূল্যায়নে (IRMA, 2017) দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পভুক্ত এলাকায় আয় অন্যান্য এলাকার তুলনায় ২২ শতাংশ বেড়েছে। যেসব জায়গায় এই মিশনের আওতায় মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি সক্রিয়, সেখানে উৎপাদনশীল সম্পদে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বিনিয়োগের অংশভাকও অনেক বেশি। এর থেকে বোঝা যায়, সামাজিক মূলধন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এগিয়ে যেতে হলে মানুষের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও তার বিকাশ ঘটানো একান্ত আবশ্যক।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জনমুখী সরকারি কর্মসূচির এক বৃহৎ উৎস। তাদের কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা, জীবিকার বৈচিত্র্য, সড়ক নির্মাণ, আবাসন, জল সংরক্ষণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি নানা খাতে। মন্ত্রকের তরফে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, দক্ষতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একইসঙ্গে পরিপূরক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেশের দরিদ্র পরিবারগুলির জীবনযাপনের মানোন্নয়ন সম্ভব। বঞ্চিত পরিবারগুলিকে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে বের করে আনার মতো সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে তবেই দারিদ্র্যমুক্ত ভারতের নির্মাণ সম্ভব। আসলে দারিদ্র্যমুক্তির অর্থ হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা, নিকাশী ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন পানীয় জল, পুষ্টি, খাদ্য সুরক্ষা, জীবিকা, আবাসন, লিঙ্গসমতা, সামাজিক সাম্য ও ক্ষমতায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, সম্পদের সুস্থিত ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির যথাযত সংস্থান ও প্রয়োগের মাধ্যমে

[লেখক কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : secyrd@nic.in]

কোনও একজন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা। তথা সর্বোপরি নিজের আয় বাড়ানোর জন্য বহুবিধ সুস্থিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ তার সামনে মেলে ধরা। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক রূপগুলির কথা মাথায় রেখে গ্রামীণ জীবনে যথাযথ রূপান্তরসাধনের মধ্যেই নিহিত দারিদ্র্যমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ার চ্যালেঞ্জ। আর সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের উদ্যোগে অন্ত্যোদয় মিশনের সূচনা। রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক গত আড়াই বছরে এমন কিছু রূপান্তরধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছে, যা অন্ত্যোদয় মিশনের রূপায়ণ পর্ব দ্রুত সম্পন্ন ও সুফললাভকে ত্বরান্বিত করে আমাদের ব্যাপকতর লক্ষ্যপূরণের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

● **মাত্রার ব্যাপকতা :** দশ লক্ষেরও বেশি জনপদ ও গ্রামে অসংখ্য পরিবারের সমন্বয়ে গ্রামীণ ভারত গড়ে উঠেছে। কাজেই এর জন্য কোনও কর্মসূচি হাতে নিতে হলে সেটিও এমন ব্যাপক মাত্রা ও আকারেরই হতে হবে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি অনেকটাই বাড়িয়েছে। ২০১২-'১৩ সালের তুলনায় ২০১৭-'১৮ সালে ব্যয়বরাদ্দ দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ০৫ লক্ষ কোটি টাকায়। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রাজ্যের তরফে বরাদ্দকৃত টাকাও। সাধারণভাবে কেন্দ্রের সাপেক্ষে ৬০ : ৪০ অনুপাতে এবং হিমালয় সন্নিহিত ও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ৯০ : ১০ অনুপাতে রাজ্যগুলি বিভিন্ন কর্মসূচি খাতে অর্থবরাদ্দ করে থাকে। উল্লিখিত সময়কালে চতুর্দশ অর্থ কমিশন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে বার্ষিক ২৫ হাজার থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা অর্থসাহায্য করেছে। ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ৭০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই পরিমাণও বিগত বছরগুলির বহুগুণ বেশি। স্বনিযুক্তি এবং চাকরি পাওয়ার উপযোগী দক্ষতার বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি পশুপালন এবং জীবিকার বহুমুখী বৈচিত্র্যের সুবাদে গ্রামীণ পরিবারগুলি দুটো অতিরিক্ত পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় বার্ষিক ভরতুকির ফলে চাল ও গম সুলভ হওয়ায় দরিদ্র পরিবারগুলির খাদ্য সমস্যা অনেকটা মিটেছে। এই সব সম্পদ যথাযথ ও সুসমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে পারলে এবং এর অপচয় বন্ধ হলে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রায় রূপান্তর আনা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় দরিদ্রদের জন্য এক কোটি আবাসন নির্মাণ, ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে প্রতিটি গ্রামীণ জনপদকে সব মরসুমে যাতায়াত উপযোগী পাকা সড়কে যুক্ত করার কাজ শেষ করা, ২০১৮-'১৯ সালের মধ্যে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বার্ষিক ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ বাবদ প্রদান (যা ২০১৪-'১৫ অর্থবছরে প্রদত্ত ঋণের তিনগুণ)—এই সমস্ত স্বপ্নপূরণই সম্ভব। কারণ, এগুলি বাস্তবায়িত করার মতো সহায়সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে।

● **জল সংরক্ষণ ও জীবিকার নিরাপত্তার ওপর জোর :** একটি গ্রাম যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী কিনা, সেখানে বাসিন্দাদের ভালোভাবে জীবনযাপন উপযোগী পরিবেশ বজায় রয়েছে কিনা, তা বিচারের মাপকাঠি হল সেই গ্রামে কার্যকর জল সংরক্ষণের ওপর কতটা জোর দেওয়া হয়েছে? এজন্যই মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি বা MGNREGS-এর আওতায় অন্তত ৬০ শতাংশ খরচ কৃষি ও কৃষি-সহায়ক ক্ষেত্রে করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী, খরাপীড়িত ১৩-টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাদের নিজের নিজের রাজ্যে জল সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়ার অনুরোধ জানান। এই বৈঠক রাজ্যভিত্তিক জল সংরক্ষণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। রাজস্থানে "মুখ্যমন্ত্রী জল স্বাবলম্বন অভিযান", অন্ধ্রপ্রদেশে "নীরু-চেট্টু", তেলেঙ্গানায় "মিশন কাকাতীয়", মহারাষ্ট্রে "জলযুক্ত শিওয়ার", ঝাড়খণ্ডে ডোবা খননের মতো বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক জল সংরক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে MGNREGS-এর আওতায় ৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ মজুরি দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-'১৬ এবং ২০১৬-'১৭—দু'টি অর্থবছরেই ২৩৫ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই বছরগুলির মোট ব্যয় MGNREGS-এর সূচনাকাল থেকে এযাবৎ সর্বাধিক। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের কল্যাণসাধনমূলক কর্মসূচির আওতায় ছাগল পালনের জন্য এবং পোলট্রি ও ডেয়ারি শেড নির্মাণ, প্রতি পরিবারের জন্য শৌচাগার

নির্মাণ, আবাসনের জন্য ৯০/৯৫ দিনের মজুরি প্রদান, ১১ লক্ষেরও বেশি পুকুর খনন—এই সবকিছুই গ্রামের মানুষের আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাপনের মানোন্নয়নের এক অভাবনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। জলসম্পদ মন্ত্রক ও ভূমিসম্পদ বিভাগের যৌথ অংশীদারিত্বে নতুন এই জল সংরক্ষণ মিশনের নীতিনির্দেশিকা তৈরি হয়েছে। জলসঙ্কটের সমস্যায় নাকাল ২২৬৪-টি ব্লকের সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে বিজ্ঞানসম্মত জল সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে নজর রাখা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মী ও ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেও।

● **নাগরিকদের অংশগ্রহণ :** জল সংরক্ষণ অভিযানে দায়বদ্ধতা বাড়াতে নাগরিক-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছে। পশ্চাদপদ হিসাবে চিহ্নিত ব্লকগুলিতে গোষ্ঠী ও পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। ২৫৬৯-টি পিছিয়ে পড়া ব্লকে নিবিড় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার আওতায় আলাদা আলাদা করে প্রতিটি বঞ্চিত পরিবারের বাড়িতে গিয়ে তাদের মানোন্নয়নের দিশা খোঁজা হচ্ছে; দরিদ্রতম পরিবারগুলির সঙ্গে জোরদার করে তোলা হচ্ছে অংশীদারিত্ব। জনসংযোগের জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে নাগরিক-কেন্দ্রিক অ্যাপগুলিকে। গ্রামীণ রাস্তার হালহকিকত বুঝতে 'মেরি সড়ক অ্যাপ', প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় তৈরি বাড়ির ছবি আপলোড করতে 'আওয়াসসফ্‌ট অ্যাপ' ব্যবহার করা হচ্ছে. জনসচেতনতা আরও বাড়াতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে চলতি বছরের পয়লা থেকে ১৫ অক্টোবর 'গ্রাম সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা পক্ষ' পালন করা হয়েছে। এই সময়ে সব গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি, সেগুলির উপভোক্তাদের বিশদ বিবরণ প্রভৃতি তথ্য পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যে কেউ চাইলেই তা খতিয়ে দেখতে পারতেন। মোবাইল নির্ভর একটি 'জনতা তথ্য ব্যবস্থা'-ও চালু হয়েছে, যেখানে একজন গ্রামবাসী চাইলে তাঁর গ্রামে চালু যে কোনও সরকারি কর্মসূচি খতিয়ে দেখতে পারেন। একইভাবে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে থেকে একটি সামাজিক

নিরীক্ষক দল তৈরি করা হচ্ছে। সিএজি-র দপ্তরের পরামর্শ অনুসারে তাদেরকে সামাজিক নিরীক্ষার মান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলা হবে।

● **সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর এবং আধারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা :** ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরের অ্যাকাউন্টে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। MGNREGS-এর ৯৮ শতাংশ এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ১০০ শতাংশ খরচই সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ৫.৯ কোটিরও বেশি MGNREGS শ্রমিকের আধারভিত্তিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। নির্ধারিত গ্রামে নির্দিষ্ট দিনে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির উপস্থিতি অথবা পোস্ট অফিসে মাইক্রো এটিএম-এর সুবিধা ডিজিট্যাল লেনদেনকে আরও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। এতে শ্রমিক ও পেনশনগ্রহীতাদের কষ্ট কমবে। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির 'রিসোর্স পার্সন'-রা ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি বা 'ব্যাঙ্ক সখী' হিসাবে কাজ শুরু করেছেন। এর অভিজ্ঞতা এখনও পর্যন্ত যথেষ্টই উৎসাহব্যাঞ্জক।

● **মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বচ্ছতা ও কার্যকর নজরদারি :** MGNREGS-এর আওতায় যে ২ কোটি সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলি 'geo tag' করে মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে তার ওপর নজরদারি চালানো যেতে পারে। আরও ভালো হয় যদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার উপভোক্তাদের geo tag করে তাদের পুরোনো বাড়ি এবং অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ উল্লেখ করে নির্মীয়মাণ বাড়ির কাজের অগ্রগতি জানানো যায়। Geo tag করা থাকলে যে কেউ জন পরিসরে এই সম্পদগুলি খতিয়ে দেখতে পারেন। এতে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় সড়ক নির্মাণ, নির্মিত সড়কের দূরত্ব, জনপদ সংযোগের ক্ষেত্রে এর সাফল্য—সবটাই মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে খতিয়ে দেখা হয়। এই সব সড়কের ধারে MGNREGS-এর আওতায় যে গাছ লাগানো হয়, তার ওপরেও নজরদারি চলে এই প্রযুক্তির সাহায্যে। এখন আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হল এই প্রযুক্তির প্রয়োগ সর্বজনীন করে তোলা এবং সব MGNREGS সম্পদ 'তৈরি হবার আগে, তৈরির সময়ে এবং তৈরির পর' তার Geo Tagging করা।

● **মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যাঙ্ক ঋণ :** দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা এবং জাতীয় গ্রামী জীবিকা মিশনের মাধ্যমে

আমরা বুঝেছি গোষ্ঠী গঠন ও চালনার মধ্য দিয়ে কীভাবে প্রভূত সামাজিক মূলধন গড়ে তোলা সম্ভব। এবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ও জীবিকার বৈচিত্র্যসাধনে আরও মনোযোগী হওয়া দরকার। ইতোমধ্যেই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের বিশদ নজরদারির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ দারিদ্র্য দূর করার যে কোনও প্রয়াশেই শেষপর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেওয়া জরুরি। এ পর্যন্ত ৪৩,০০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৮-'১৯ সালের মধ্যে ঋণের এই পরিমাণ ৬০,০০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দক্ষতা উন্নয়ন বাধ্যতামূলক করে তুলতে পারলে এই বিপুল পরিমাণ ব্যাঙ্ক ঋণ ভালোভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত হবে।

● **গতি বৃদ্ধি :** উন্নত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থার ফলে গ্রামে জীবিকার সুযোগ বাড়ে, জীবনযাত্রার ধরন পালটে যায়। বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তো ঘটেই, বাড়ে মজুরি-ভিত্তিক শ্রমিকদের আনাগোনার পরিসর। এজন্যই প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় সড়ক নির্মাণের গতি বাড়ানো হয়েছে। ২০১১-'১৪ সাল সময় পর্বে প্রতিদিন গড়ে ৭০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ হ'ত, ২০১৬-'১৭ সালে তা বেড়ে হয় ১৩০ কিলোমিটার। ইতোমধ্যেই ৮০ শতাংশ জনপদ সড়কপথে সংযুক্ত হয়েছে; আমাদের লক্ষ্য ২০১৯ সালের মার্চে মধ্যে ১০০ শতাংশ জনপদকে সড়কপথে সংযুক্ত করা। বর্জ্য প্লাস্টিক, ফ্লাই অ্যাশ, জিও-টেক্সটাইল, সেল ফিলড কংক্রিট, কোল্ড মিক্স প্রভৃতির ব্যবহারের দৌলতে সড়ক নির্মাণে দূষণমুক্ত উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হচ্ছে সড়কের রক্ষণাবেক্ষণে মধ্যপ্রদেশ চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছে, উত্তরাখণ্ডে গোষ্ঠীভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণের পরীক্ষা সফল হয়েছে। অন্য রাজ্যগুলিতে শীঘ্রই এই পদাঙ্ক অনুসরণ করা হবে।

● **চাহিদামাফিক দক্ষতার বিকাশ :** গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্বের বিপুল সমস্যার মোকাবিলায় চাকরি পেতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং স্বনিযুক্তি বিশেষ সহায়ক। এখন গ্রামে খুচরো ব্যবসা, কৃষি উৎপাদন সংস্থা, শুল্ক ভাড়া কেন্দ্র, গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থা, বয়ন ও হস্তচালিত তাঁত এবং হস্তশিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে। এক্ষেত্রে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কৃষি, পশুপালন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন, বস্ত্রবয়ন-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের দক্ষতা ও কর্মসূচিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে; যাতে করে গ্রামে আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে দেশে অদক্ষ শ্রমের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশি। বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, এই সংখ্যাটি

উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সব কর্মসূচিই ক্ষেত্রীয় দক্ষতা পরিষদ (Sector Skill Council) অনুমোদিত, এগুলির মূল্যায়ন করে শংসাপত্রও দেওয়া হবে। গুণগত ও বিধিগত সামঞ্জস্য যাতে বজায় থাকে, সেজন্য গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক তাদের যাবতীয় চাকরি ও স্বরোজগারিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতায় নিয়ে এসেছে। DDUGKY এবং RSETI কর্মসূচিগুলিকেও আরও উন্নতমানের করে তোলা হচ্ছে।

● **রূপান্তরের লক্ষ্যে উদ্ভাবন** : রাজ্য ও স্থানীয় স্তরের অগ্রাধিকারের দিকে খেয়াল রাখতে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক অত্যন্ত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তামিলনাড়ুর ৮০ শতাংশেরও বেশি গ্রামে চলছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং বর্তমানে বিহার ও ছত্তিশগড়ে MGNREGS এবং 'DAY-NRLM'-এর মাধ্যমে চালানো তরল বর্জ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজীবিকা গ্রামীণ এক্সপ্রেস পরিবহণ ব্যবস্থা, জল সংরক্ষণ মিশন ও গ্রামীণ সড়ক নির্দেশিকা, নির্দিষ্ট অঞ্চলের চাহিদামাফিক বাড়ি তৈরির জন্য এ সংক্রান্ত সমীক্ষা ও এলাকাভিত্তিক প্রযুক্তি প্রয়োগ, MGNREGS শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে Livelihood in Full Employment (LIFE) প্রয়াস—এই সবকিছুই বড়ো মাপের উদ্ভাবনী উদ্যোগের নিদর্শন।

● **তথ্য-প্রমাণভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা** : বৃহৎ কর্মসূচির নজরদারি ও মূল্যায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা দরকার। অত্যন্ত মজবুত ও স্বচ্ছ লেনদেনভিত্তিক পরিচালন তথ্য ব্যবস্থা ছাড়াও সম্পদের গুণমান নির্ধারণে geo tagging, প্রতি বছর ৬০০ জেলায় সরেজমিন নজরদারির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আটটি রাজ্যে বছরে দু'বার করে কাজের মূল্যায়নে অভিন্ন রিভিউ মিশন স্থাপন করা উচিত। এছাড়া DAY-NRLM নিয়ে সম্পন্ন করা IRMA-র সদ্যপ্রকাশিত সমীক্ষার ধাঁচে জাতীয় স্তরে কর্মসূচিগুলির মূল্যায়নে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জ্ঞানের বহুমাত্রিক চাহিদা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের সঙ্গে তাল মেলাতে মন্ত্রকের তরফে মানবসম্পদ বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। এরা তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার ও চ্যালেঞ্জ, অভ্যন্তরীণ অডিট, বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন ও মূল্য শৃঙ্খল, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারের বাইরে থেকে উচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ, গবেষণা ও বিকাশ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।

● **একক লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ** : দারিদ্র্যমুক্তির এই অভিযান, বঞ্চিত পরিবারগুলির কাছে তাদের অসহায়তা থেকে বেরিয়ে আসার এক সামাজিক সুযোগ। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে মাথায় রেখে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মিশন অন্ত্যোদয়েরও সূচনা।❑

Admission going on for (2018-2019) Civil Service Exam Preparation

UPSC/WBCS

Overall Development of an Aspirant is taken care of by the Institute

Bharti IAS Study Family

(Unit of BCC)

● ***One of the Best Civil Service Study Circles in Eastern India*** ●

Civil Service Exam is an exam of Information, Knowledge and Personality.

Classroom Program : GS-I, GS-II, GS-III, GS-IV, Essay Writing, Debate, Topic Presentation, Psychological Support, GS Prelims, Mains cum Personality Development 2018.

50 Mock Tests for Mains 50 & Mock Tests for Prelims for 2018 Civil Service Exam.

Optional : Sociology, History, Economics, Political Science.

Batches start on **15th October 2017** and **31st October 2017.** Weekend classes available for service holders.

Under the Guidance of Dr. Bikram Sarkar (PhD, Rtd IAS), Dr. Nazrul Islam (D.Lit, PhD, Rtd. ADG IPS), Dr. Rajib Das (PhD), Major J.R. Biswas (Rtd. IRPS) and many other well-known professors.

B-13/24(CA), Kalyani, Nadia-741235 (Behind B.T. College). **M : 9022450555, L : 03365550129**

www.bhartiadministrativeservices.com ● E-mail : asknowbharti@gmail.com

জাতপাতমুক্ত নয়া ভারত গড়ার লক্ষ্যে

অমরজিৎ এস. নারঙ্গ

গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য, ভোটার-সহ সব অংশগ্রহণকারীর যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ভোটদাতা নিজের বিবেচনামাফিক ভোট দেবে। জাতপাত, গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক বিচার বা চাপ যেন তাকে বিভ্রান্ত না করতে পারে। আশা করা যায় আমরা ভারতীয়রা পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম হব এবং স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় ও সমদর্শিতার মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ গড়ার কাজে অবদান রাখব।

জাতিভেদের মতো এক বড়ো সামাজিক কুপ্রথা ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও একতার পক্ষে এক বড়ো প্রতিবন্ধক। এখন আমরা দেখতে চাই এক ঐক্যবদ্ধ, মর্যাদাসম্পন্ন ও উন্নত ভারতকে, কিন্তু জাতপাত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভেদকামী শক্তি হিসেবে কাজ করছে; সামাজিক সংঘাত বাধাচ্ছে, শান্তি; ঐক্য ও সুস্থিতির হানি ঘটাচ্ছে; নির্বাচনী ফলাফলকে অসৎ কৌশলে কাজে লাগাচ্ছে এবং সুষ্ঠু আইনি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাঘাত হানছে। জাতপাতের বিষয়টি সাধারণত হিন্দু সমাজের মধ্যেকার সমস্যা। এই সমস্যা এতটাই চরমে উঠেছে যে শিখ, মুসলিম, জৈন, বৌদ্ধ এবং মায় খ্রিষ্টানদের মধ্যেও ফুটে উঠছে তার কিছু কিছু লক্ষণ। রাষ্ট্রনেতা, নীতিপ্রণেতা, বিশেষজ্ঞ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতারা সম্পূর্ণ একমত যে শক্তিশালী, স্বনির্ভর, তথা গরিবি, নিরক্ষরতা ও আধিব্যাধি মুক্ত ভারত গড়া ও বিশ্বে কদর পাওয়ার জন্য জাতপাত হঠানো এখন দস্তুরমতো জরুরি। এজন্য, জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা, এর উদ্ভবের কারণ, জাতপাতের রমরমা ও তার বর্তমান ভূমিকা জানা বোঝা দরকার।

জাতপাত প্রথা

জাতিপ্রথার সঠিক সংজ্ঞা, এর গোড়াপত্তন ও বিভিন্ন যুগে ভূমিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত মহলে মতভেদের কোনও ইয়ত্তা নেই। মূলগত দিক থেকে, একে সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণিকাঠামোর এক আরোপিত বা জন্মগত প্রথা বলা যেতে পারে। এটা সামাজিক স্তর পরম্পরা প্রথার এক ধরন বিশেষ। জাতের আচার-অনুষ্ঠানে শুদ্ধতা বজায় রাখার ভাবনা প্রতিফলিত হয় খাওয়াদাওয়া এবং অশুচিতা নিয়ে হরেক বিধিনিষেধ আরোপের মাধ্যমে। বিয়েশাদি চলে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে। সেই সঙ্গে চলে আসছে পুরুষানুক্রমে রুজিরোজগারের একই ধাঁচ। অনেক সময় বর্ণাশ্রমকে জাতপাত প্রথার মূল বলে ধরা হলেও, ধর্মশাস্ত্রে এর হদিশ মেলে না। গবেষকদের মতে, বিবর্তনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌত প্রক্রিয়ায় হাজার দুয়েক বছর আগে জাতপাত প্রথার গোড়াপত্তন। ভারতের জনজীবনে এটা কখনই এক স্থায়ী বা আঁটোসাটো ব্যাপার ছিল না, এর ক্রমবিকাশ ঘটছে সামাজিক-রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে। ইংরেজ রাজত্বের আগে, কড়াকড়ি তো নয়ই, জাতপাত ছিল বেশ ঢিলেঢালা।

ঔপনিবেশিক জমানায় জাতপাত

বেশ কিছুকাল যাবৎ জাতপাত বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতি হলেও, একে ভারতীয় সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক মূল হিসেবে গণ্য করা শুরু ইংরেজ রাজত্বকালে। ১৮৭১-এ প্রথম জনগণনায় জাতপাত প্রথার বিষয়ে তত্ত্বতালাশের সূচনা। নীরজা জয়াল (২০০৬) বলেছেন, এই আদমশুমারিতে জাতের শ্রেণিবিভাগ এযাবৎ অজানা ধারায়

[লেখক নয়াদিল্লিস্থিত 'ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়'-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ই-মেল : asnarang7@hotmail.com]

জাতপাতের পরিচয় স্থায়ীভাবে শনাক্ত করে দিল। এরপর, বিশেষত ১৯০১ ও ১৯১১-র সেন্সাসে জাতের শ্রেণিভাগ অনুসারে লোকসংখ্যা গণনার ফলে, জাতপাতের পরিচয় সমাজে গেড়ে বসে।

ইংরেজরা জাতপাত প্রথাকে কাজে লাগাল, 'বিভাজন ও শাসন নীতি' বা ডিভাইড অ্যান্ড রুলের এক হাতিয়ার হিসেবে। শাসকশ্রেণি কঠোরভাবে এ প্রথাকে বলবৎ করে। সরকারি কাজকর্মে তারা জাতপাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পুলিশ ও সেনার মতো কিছু চাকরিতে কয়েকটি জাত অগ্রাধিকার পায়। আবার কিছু কিছু জাতের গায়ে দেগে দেওয়া হয় দুর্বৃত্ত বা অপরাধপ্রবণের ছাপ। কিছু জাতকে নিজেদের কাছে টানতে, ইংরেজ শাসক পাস করে কয়েকটি আইনকানুন। শ্রীনিবাসের কথায়, এর চটজলদি ফল হিসেবে জাতপাত মাথাচাড়া দেয় ও বিভিন্ন জাতের মধ্যে বাড়ে রেষারেষি। কারণ আঞ্চলিকতার গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে জাতের কলেবর বড়ো হয় এবং ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে কিছু সুযোগসুবিধা বাগিয়ে নেওয়ার জন্য গজিয়ে ওঠে জাতপাতভিত্তিক সংগঠন (অ্যাসোসিয়েশন)। নীরজা জয়াল লিখেছেন, জাতপাতের ধ্বজাধারীরা তাই আর প্রথাগত কোনও ধারার অংশ থাকল না, তারা ঢুকল রাজনীতি এবং জাতীয় আন্দোলনেও। জাতীয় নেতারা ভেদাভেদ কমানো এবং সামাজিক ন্যায়ের ইস্যুটি জাতীয় সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালালেও, খুব একটা সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি।

স্বাধীন ভারতে জাতপাত

আগেই বলা হয়েছে, বিদেশি শাসনকালে জাতভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি নিজেদের পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সংগঠিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার সময় এদের মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে ছিল বেশ সোচ্চার। সংবিধান রচয়িতারা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন সমানাধিকার, সমতা, সমদর্শী ও নীতিনিষ্ঠ সমাজ গঠনে। সমতা, মুক্তি ও স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার মারফত, বৈষম্য, কোনও ধরনের বাধানিষেধ, বিশেষত অস্পৃশ্যতাকে হাতিয়ার করাকে রদ করার জন্য ১৯৫০-এ সংবিধানে জাতপাত প্রথা

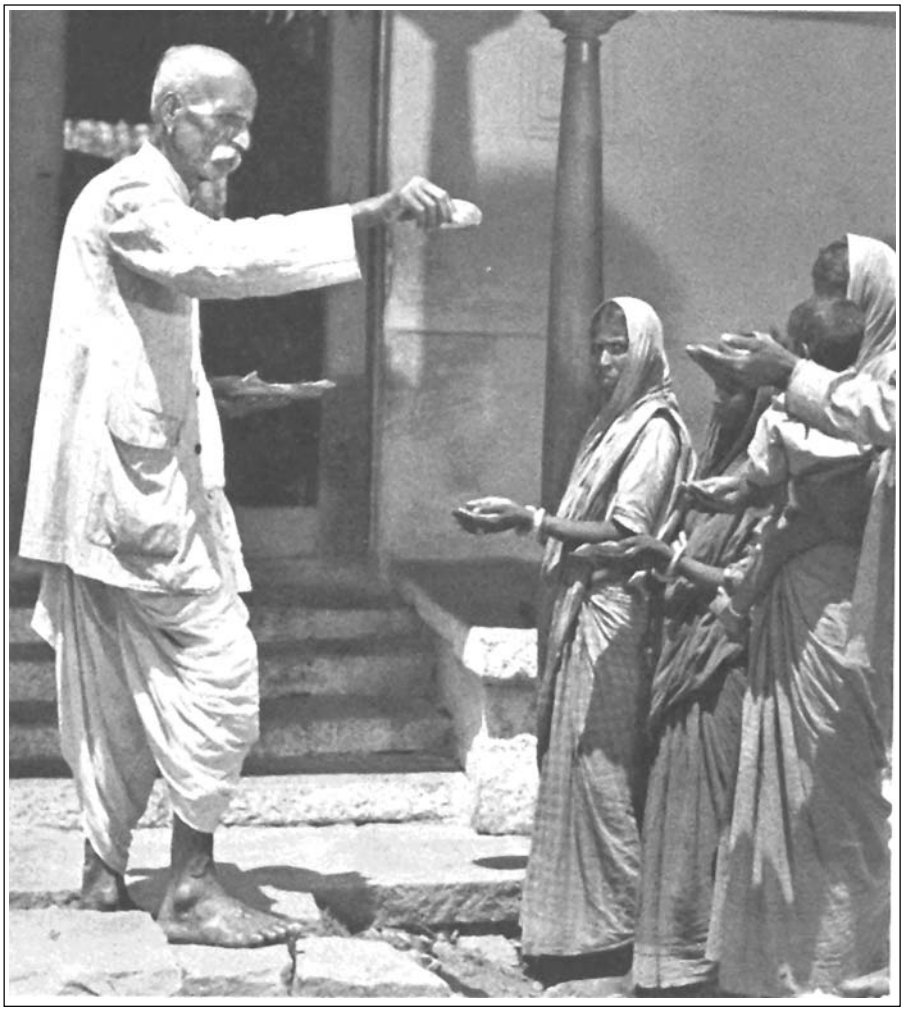

উঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে, কিছু শ্রেণির মানুষকে বহুদিনকার বঞ্চনা থেকে রেহাই দিতে, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধান নেয় কয়েকটি সদর্থক ব্যবস্থা। আশা করা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং রূপান্তরের দৌলতে যথাসময়ে সামাজিক সংহতি আসবে।

স্বাধীনতার সাত দশককালে, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতপাতের দাপট ক্রমে কমে আসছে। রাজনীতিতে কিন্তু তা জাঁকিয়ে বসছে। গজাচ্ছে জাতভিত্তিক নিত্যনতুন সংগঠন। বাড়ছে জাতপাতের মেরুকরণ, হিংসা এবং সংরক্ষণ নিয়ে পারস্পরিক সংঘাত। দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বুনোটে জাতপাত সেঁধিয়েছে হদ্দমুদ্দ। সব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারভিত্তিক গণতন্ত্র চালু হওয়ায়, অর্থনৈতিক কর্মসূচি, পারফরম্যান্স বা ভাবাদর্শের রাজনীতি বুঝতে অপরাগ ও রাজনৈতিক বিষয়ে কম সচেতন নিরক্ষরদের জাতপাত, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে একজোট করাটা রাজনীতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতপাত প্রথা তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নিয়েছে এক বড়ো ভূমিকা। এটা আবার জাতপাতকে বেশি করে আশকারা দিয়েছে।

জাতপাত প্রথা

জাতপাত শব্দটি, সাধারণভাবে অন্য জাতের ও সার্বিকভাবে সমাজের লোকজনের ক্ষতি করে নিজের জাত বা উপ-জাত গোষ্ঠীর মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফায়দা বাড়ানোর প্রবণতা বোঝায়। নিজের জাতের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্যের এ এক ভাবাদর্শও বটে। ফলে এর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আশায় নিজের জাতের প্রতি নির্বিচার বা অন্ধ বশ্যতার উদ্ভব হয়। মাঝেমধ্যে এর দরুন বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা মাথা চাড়া দেয়। সমর্থন জোটানোর প্রচেষ্টায়,

রাজনীতিকরা জাতের প্রতি আনুগত্যকে স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে লাগায়। উন্নয়ন চুলোয় যাক, তাদের অনেকের কাছে গণতন্ত্র ও ভোট হল নিছক ক্ষমতালাভ ও ছড়ি ঘোরানোর উপায়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোট প্রভাবিত করা ছাড়া, চাপ দিয়ে সুযোগসুবিধা হাসিল করতেও জাতকে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে। কোটা বা সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে চাপ দেওয়া হচ্ছে এর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর দরুন অনেক সময় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ হিংসার পথ নেয়, চলে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর। কল্যাণ ও উন্নয়নের বদলে টাকাপয়সা খরচ হয় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে। এদিক দিয়ে, জাতপাতের রাজনীতি সৃষ্টি করছে এক নতুন জোট বা যূথ। এই যূথবদ্ধতা জাতপাতকে দিয়ে নতুন ও লোকায়ত ভূমিকা পালন করাচ্ছে। ওয়েইনার (২০০৬)-এর কথায়, হেঁয়ালি মনে হলেও, জাতপাত ব্যক্তির জীবন চালনায় কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে, এটা রাজনৈতিক আইডেনটিটি বা পরিচয় এবং নানাবিধ সমাজের এক প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান রূপে প্রকট হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে জাতভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোস্টেল, আবাসন সোসাইটি ইত্যাদি। হ্যাঁ, এগুলির কিছু কিছু বঞ্চিত শ্রেণিকে সমাজের মূল অংশে নিয়ে আসা ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে বইকি! সাধারণভাবে, জাতপাত সমাজে অনৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং আধুনিক ভারত গঠন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে মস্ত ব্যাঘাত।

"ইংরেজরা জাতপাত প্রথাকে কাজে লাগাল, 'বিভাজন ও শাসন নীতি' বা ডিভাইড অ্যান্ড রুলের এক হাতিয়ার হিসেবে। শাসকশ্রেণি কঠোরভাবে এ প্রথাকে বলবৎ করে। সরকারি কাজকর্মে তারা জাতপাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। পুলিশ ও সেনার মতো কিছু চাকরিতে কয়েকটি জাত অগ্রাধিকার পায়। আবার কিছু কিছু জাতের গায়ে দেগে দেওয়া হয় দুর্বৃত্ত বা অপরাধপ্রবণের ছাপ। কিছু জাতকে নিজেদের কাছে টানতে, ইংরেজ শাসক পাস করে কয়েকটি আইনকানুন।"

জাতপাত রদ করা জরুরি

আগেই বলেছি, জাতপাত প্রথা আমাদের সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ঘুণের মতো কুরে কুরে খাচ্ছে। সামাজিক পরিসরে অবশ্য এর প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষয়ে আসছে। জীবনযাত্রা ও কাজকর্মের আধুনিক ধরনধারণ বহু আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা, রেওয়াজকে বাতিলের দলে ফেলে দিয়েছে। এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া মায় ভিন জাতে বিয়েশাদিও আর তেমন গুরুতর ব্যতীক্রম নয়, বিশেষত অধিকাংশ শহরাঞ্চলে। বরং, উচ্চশিক্ষিত লোকজন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে, বিশেষত বড়ো শহরনগরে, জাতপাতের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আচার-রেওয়াজ নিয়ে তো এখন চলে ঠাট্টা তামাশার ধূম।

গত কয়েক বছরে, বিশেষত লোকসভা ভোটে আর এক ইতিবাচক দিক হচ্ছে জাতপাতের ইস্যু হটে গেছে পিছনের সারিতে। দলগুলি বড়ো ইস্যু হিসেবে তুলে ধরছে উন্নয়ন, দুর্নীতি, পারফর্ম্যান্স বা সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান, প্রশাসন ইত্যাদি। নির্বাচনী প্রচারে ও ভোট কুড়োতে জাতপাত সর্বস্ব রাজনীতি করার দল বা গোষ্ঠীর অবশ্য অভাব নেই। জাতপাত ভিত্তিক সমর্থন জোটাতে তারা তৎপর। একদিকে, উন্নয়ন ও প্রশাসনের ইস্যু ভোটে বেশ বড়ো পরিসর দখল করলেও, রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা কমেছে সীমিতভাবে, বিশেষত রাজ্য ও অন্য স্তরের নির্বাচনে। এখন তাই চাই জাতপাত দূর করা বা কমপক্ষে শুরুতে তার লাগাম টানা।

জাতপাতের দাপট কমানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র প্রথাগত সাক্ষরতা বা স্কুল শিক্ষা বোঝায় না। জাতপাত প্রথার সঙ্গে জড়িত অমূলক কথাবার্তার বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা ছড়িয়ে দেওয়াও শিক্ষার আওতায় পড়ে। এই নিবন্ধের গোড়ায় বলেছি, অনেক সময় জাতপাতকে ধর্ম বা ধর্মীয় চর্চার অঙ্গে রূপে গণ্য করা হয়, যা কিনা সত্যি নয়। জাতের দ্বারা তাদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি ভোটারদের গোচরে আনা দরকার।

মানুষকে বোঝাতে হবে যে জাতপাতের রাজনীতির দরুন উন্নয়নের সুফল সমাজ তো বটেই, জাত বিশেষও পাচ্ছে না। স্কুলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলো করার জন্য শিক্ষকরা যেন পড়ুয়াদের উৎসাহ দেন।

আদ্যিকালের বাঁধন থেকে সমাজকে বের করে আনতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অসমতা হঠানো আবশ্যক। কোনও জাতকে অস্পৃশ্য বা হীন বলে গণ্য করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাদের একত্র করতে নেতাদের কাজে লাগাতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক অসমতার মিলমিশ ঘটে থাকে। যেমন, অধিকাংশ তপশিলি জাতি গরিব ও বঞ্চিত। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সংঘবদ্ধ হতে এটা এক ন্যায্য কারণ। বৈষম্য বা অসমতার শিকার হলে তার বিরুদ্ধে কোনও গোষ্ঠীর যৌথভাবে রুখে দাঁড়ানোর যুক্তি আছে। নেতারা তাদের প্রচ্ছন্ন বা কায়েমি স্বার্থের জন্য ব্যবহার করলেও সেই যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে সুশীল বা নাগরিক সমাজের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। নাগরিক সমাজ জাত, ধর্ম নির্বিশেষে ভোটারদের সচেতন ও একত্রিত করবে। উন্নয়নের আবশ্যিকতা, নির্বাচনে জাতপাত ও ধর্মের অপব্যবহার এবং সামাজিক অনৈক্য ও সংঘাতে তার নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে ভোটারদের ওয়াকিবহাল করা নাগরিক সমাজের কর্তব্য। বিভিন্ন জাতের মধ্যে পৃথকীকরণের মনগড়া কাহিনী ভাঙ্গতে ভিন জাতে বিয়ে, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া এবং তার আয়োজনেও নাগরিক সমাজ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

আর নির্বাচন কমিশনের আছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আগেই উল্লেখ করেছি জাতপাতের সবচেয়ে, বড় হেতু হল ভোটের রাজনীতি। জাতপাতকে কাজে লাগানো দমন করার সুলুকসন্ধান করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। সরকারের টাকায় ভোটের খরচপাতি, নির্বাচনী আচরণ বিধির কড়া প্রয়োগ, ভোটারদের শিক্ষাদান এহেন কিছু উপায়।

> ***"জাতপাতের দাপট কমানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র প্রথাগত সাক্ষরতা বা স্কুল শিক্ষা বোঝায় না। জাতপাত প্রথার সঙ্গে জড়িত অমূলক কথাবার্তার বিষয় সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা ছড়িয়ে দেওয়াও শিক্ষার আওতায় পড়ে। এই নিবন্ধের গোড়ায় বলেছি, অনেক সময় জাতপাতকে ধর্ম বা ধর্মীয় চর্চার অঙ্গে রূপে গণ্য করা হয়, যা কিনা সত্যি নয়। জাতের দ্বারা তাদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি ভোটারদের গোচরে আনা দরকার। মানুষকে বোঝাতে হবে যে জাতপাতের রাজনীতির দরুন উন্নয়নের সুফল সমাজ তো বটেই, জাত বিশেষও পাচ্ছে না।"***

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সহমত। ভোটে জাতপাতের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রায় সব রাজনৈতিক দল সোচ্চার হলেও, প্রার্থী মনোনয়ন ও ভোটারদের সমর্থন জোগাড়ের সময় দেখা যায় তারা হাত মেলাচ্ছে জাতপাতের মুরুব্বিদের সঙ্গে। নির্বাচনে অধুনা ভোটাররা জাতপাত এড়িয়ে সরকারের পারফরম্যান্স, অর্থাৎ সাফল্য-ব্যর্থতা, নেতৃত্ব ও উন্নয়নের ইস্যুকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এই প্রবণতাকে জোরদার করা দরকার। রাজনৈতিক দলগুলির উচিত, আপাত ফায়দা লোটার রাজনীতির ঊর্ধে ওঠা। তাদের ভাবতে হবে দেশ গড়ার দীর্ঘমেয়াদি কাজের কথা। দলগুলি তো দাবি করে থাকে যে দেশ গঠনে কাজে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতন্ত্র মানে ভোটে নিছক হারজিত নয়। এটা তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো।

গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য, ভোটার-সহ সব অংশগ্রহণকারীর যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ভোটদাতা নিজের বিবেচনামাফিক ভোট দেবে। জাতপাত, গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক বিচার বা চাপ যেন তাকে বিভ্রান্ত না করতে পারে। আশা করা যায় আমরা ভারতীয়রা পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম হব এবং স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায় ও সমদর্শিতার মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ গড়ার কাজে অবদান রাখব। এর ফলে তৈরি হবে এমন এক সমাজ যেখানে সবার নাগালে থাকবে রুজিরোজগার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ।

এহেন ভারতেরই কথা চিন্তা করেছিলেন আমাদের সংবিধান রচয়িতারা এবং স্বাধীনতার ৭০ বছর পর আমরা এখনও তাকিয়ে আছি সেজন্য। ❑

উল্লেখপঞ্জী :

- Beteille, Andre (2012), "India's destiny not cast in stone" *The Hindu* February 1.
- Jayal, Neerja Gopal (2006), *Representing India : Ethnic Diversity and the Governance of Public Institutions,* Hampshire : Palgrave.
- Palshikar, Suhash and Suri K.C. (2014) "India's 2014 Elections" *Economic and Political Weekly,* Vol XLIX No. 39 September 27.
- Weiner, Myron, (2002) "The Struggle for Equality : Caste in Indian Politics" in Kohli Atul (Ed.) *The Success of India's Democracy,* Delhi : Foundation Books.

নয়া ভারতে কৃষির নবরূপ

জগদীপ সাক্সেনা

ইদানীং নীতি নির্ধারকরা জোর দিচ্ছেন কীভাবে কৃষকদের আয় বাড়িয়ে তাদের সার্বিক কল্যাণ করা যায় সেই দিকটির ওপর। প্রথম ধাপেই ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের নতুন নামকরণ করা হয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক। এরপর থেকে বিভিন্ন সংস্কার, নীতি ও পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য কীভাবে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বাড়ানো যায়। অর্থাৎ, নতুন ভিসনের অভিমুখ হল কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করে তাদের এবং অ-কৃষি পেশাগুলির কর্মীদের আয়ের মধ্যে সমতা আনা।

সরকারের এক মহৎ ও উচ্চাভিলাষী ভিসনের নামকরণ হয়েছে 'নব ভারত' যার উদ্দেশ্য দেশকে সমৃদ্ধ, সুস্থ, শিক্ষিত, স্বচ্ছ ও সবুজে রূপান্তরিত করা। অবশ্য কৃষি-প্রভাবিত আমাদের অর্থনীতিতে এই সব লক্ষ্যপূরণে কৃষিক্ষেত্রটির কথাই সবার আগে ভাবা দরকার। দেশের সমগ্র কর্মরত মানুষের ৫৫ শতাংশের জীবন-জীবিকা কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং জাতীয় জি. ডি. পি.-র প্রায় ১৪ শতাংশই কৃষির অবদান। এই প্রেক্ষিতেই বর্তমান সরকার কৃষির ওপর উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং বিগত তিন বছরে এই ক্ষেত্রটিতে একাধিক সংস্কার এনেছে। অপিচ স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নতুন প্রকল্প ও পদক্ষেপগুলির সহায়তা ও অর্থ জোগানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে নিয়মিতভাবে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ওই বরাদ্দের পরিমাণ চলতি ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে ১.৮৭ ট্রিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তী বাজেট বরাদ্দের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে ২৪ শতাংশ বেশি। এসবের এবং আমাদের পরিশ্রমী কৃষক, উদ্ভাবনশীল বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের সম্মিলিত অবদানে ২০১৬-'১৭ সালে ২৭৪ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের এক সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ফেলেছি আমরা। এছাড়া ২০১১-'১৪ সালের সময় পর্বের তুলনায় ২০১৪-'১৭-তে মাছচাষ ও দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১৭ শতাংশের উচ্চহার বজায় রেখে। কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশ হার ২০১৬-'১৭-তে ছিল ৪.৪ শতাংশ, যা কিনা ২০২২ সালের অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের জন্য আরও বাড়িয়ে ১০.৪ শতাংশ করা দরকার।

[লেখক নয়াদিল্লিস্থ ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা (ICAR)-এর প্রাক্তন সম্পাদক। ই-মেল : jgdsaxena@gmail.com]

অভিনব কর্মসূচি ও কৌশলগত পদক্ষেপ

কৃষি ও কৃষকদের সমৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক 'নব ভারত'-এর লক্ষ্যপূরণের স্বার্থে একটি সাত দফা রণকৌশল হাতে নিয়েছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনাটি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির চারখণ্ডব্যাপী প্রতিবেদনের অংশবিশেষ। এই কমিটি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিভিন্ন পন্থাপদ্ধতিও বিশদভাবে যাচাই করেছিল। কৌশলগত পরিকল্পনাটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল কীভাবে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলির গড় আয় ২০১৫-'১৬ সালের ৯৬ হাজার ৭০৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০২২-'২৩-এ ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০০ টাকা করা যায়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল যে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য আলোচ্য সময়ে ভারতের দরকার সরকারি ও বেসরকারি ক্রমপুঞ্জিত ১.৪৮৬ ট্রিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ (২০০৪-'০৫-এর মূল্যস্তর বজায় রেখে)। আরও যেসব বিষয় পরিকল্পনাটিতে সার্বিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে শস্যের ফলন বৃদ্ধি, চাষাবাদের খরচ হ্রাস, ফসল কাটার পরবর্তী স্তরে অপচয় রোধ এবং কৃষি বাজারের সংস্কার। এজন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে খামার পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণের দ্বারা কৃষিসামগ্রীর মূল্য সংযোজন, শস্য বিমার সাহায্যে ঝুঁকি লাঘব, বিপর্যয়জনিত ত্রাণব্যবস্থা এবং উদ্যানপালন ও ডেয়ারি উৎপাদনের মতো উচ্চমূল্যের ক্ষেত্রগুলির বিকাশসাধন।

'প্রতি বিন্দুতে আরও শস্য'—সরকারি প্রয়াসে পরিচালিত এই মিশনটির লক্ষ্য হল জলের সুদক্ষ ব্যবহার ও সেচব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। মিশনটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে ক্ষুদ্র সেচ প্রকৌশল অবলম্বন করে সেচ এলাকা সম্প্রসারিত করার দিকটি। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা (PMKSY) রূপায়িত হবার দরুন ক্ষুদ্রসেচের আওতাধীন এলাকার বিস্তার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ২০১৩-'১৪ সালে ৪.৩ লক্ষ হেক্টর থেকে ২০১৬-'১৭-তে ৮.৩ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী তার এবারের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বিষয়টির উল্লেখ করে জানান PMKSY-এর আওতাধীন ৩০-টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৫০-টিতে জোরকদমে কাজ চলেছে। কৃষিকাজের খরচ হ্রাস করতে সক্রিয় রয়েছে সরকারের অভিনব মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কর্মসূচি বা Soil Health Card System (SHCS)। কেন না সুষম রাসায়নিক সার ব্যবহার করে খরচ কমানো এবং সুস্থায়ী ব্যবস্থার দ্বারা মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কর্মসূচিটির সার্থকতা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। দেশজুড়ে কৃষি পর্যায়ভুক্ত মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করার ভিত্তিতে এ পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছে ৭.১ কোটিরও বেশি SHCS কার্ড। পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার (PKVY) উদ্দেশ্য হল জৈবচাষ এলাকার সম্প্রসারণ করা। কারণ দেখা গিয়েছে জৈব চাষ প্রথা তুলনামূলকভাবে স্বল্প ব্যয়ে ফসলের বেশি দাম পাবার কারণে কৃষকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ এনে দেয়। কৃষকরা যাতে

কৃষক কল্যাণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের তিন (২০১৭-'১৯) বছরব্যাপী পথনির্দেশের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

- ✶ কৃষিবীজ গ্রাম প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামের সংখ্যা দ্বিগুণ সম্প্রসারিত হয়ে ৬০ হাজারে পৌঁছোবে এবং পঞ্চায়েত স্তরে গঠিত হবে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট।
- ✶ দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় উদ্যোগীদের দ্বারা গঠন করা হবে ১ হাজারটি ক্ষুদ্রায়তন মৃত্তিকা পরীক্ষাগার।
- ✶ ন্যাবার্ডের সাহায্যে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি ডেডিকেটেড Corpus বা ভাণ্ডার-তহবিল চালু করা হবে এবং ৪.৮ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাকে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।
- ✶ ধানচাষের পতিত এলাকার সদ্ব্যবহার করে ডাল ও তৈলবীজের চাষ হবে। এভাবে বার্ষিক ১০ লক্ষ হেক্টর হারে শস্য-নিবিড়তা বাড়িয়ে ২০২০ নাগাদ তা ৩০ লক্ষ হেক্টর করা হবে।
- ✶ ফসল কাটার পরবর্তী ধাপের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হবে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার হিমঘর, ১ হাজার বোঝাই কেন্দ্র এবং ১৫০-টি শস্য পক্কতা চেম্বার।
- ✶ সাড়ে তিনশো কৃষক-উৎপাদক সংস্থা বা Farmer-Producer Organizations-এর সাহায্য নিয়ে ২.৫ লক্ষ হেক্টর এলাকায় জৈবচাষের প্রসার ঘটবে।
- ✶ e-NAM প্ল্যাটফর্মের অন্তর্ভুক্ত হবে দেশের ৫৮৫-টি কৃষি বাজার।
- ✶ স্বল্পমেয়াদি ঋণের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির অবস্থিতি ৪৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৮-'১৯-এ করা হবে ৫০ শতাংশ।
- ✶ প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ও আবহাওয়াভিত্তিক শস্যবিমা প্রকল্পের আওতায় মোট চাষ এলাকার পরিমাণ চলতি ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৭-'১৮ ও ২০১৮-'১৯-এ করা হবে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ৫০ শতাংশ।
- ✶ ২০১৮-এর মার্চের মধ্যে দুগ্ধ সংগ্রহযোগ্য গ্রামের সংখ্যা ১৬ হাজার থেকে ৫০ হাজারে বাড়িয়ে সামগ্রিক দুগ্ধ সংগ্রহ পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে তোলা হবে।
- ✶ নীল বিপ্লবকে সুস্থায়ী করার লক্ষ্যে মৎস্যচাষকে উৎসাহিত করা হবে।
- ✶ জাতীয় ডেয়ারি উন্নয়ন পর্ষদের ধাঁচে একটি জাতীয় পশুসম্পদ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হবে।
- ✶ ফলন বৃদ্ধি এবং শস্যকে বহুমুখী পীড়ন-সহনশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে গবেষণা ও বিকাশ (R&D) পরিচালিত হবে।
- ✶ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের (প্রোটিন, দস্তা, ভিটামিন-এ এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট) জৈব-পোক্তকরণ নিয়ে গবেষণা ও বিকাশ (R&D) পরিচালিত হবে।
- ✶ গবাদি পশুর জন্য থার্মো-সহনশীল টিকা প্রবর্তিত হবে।

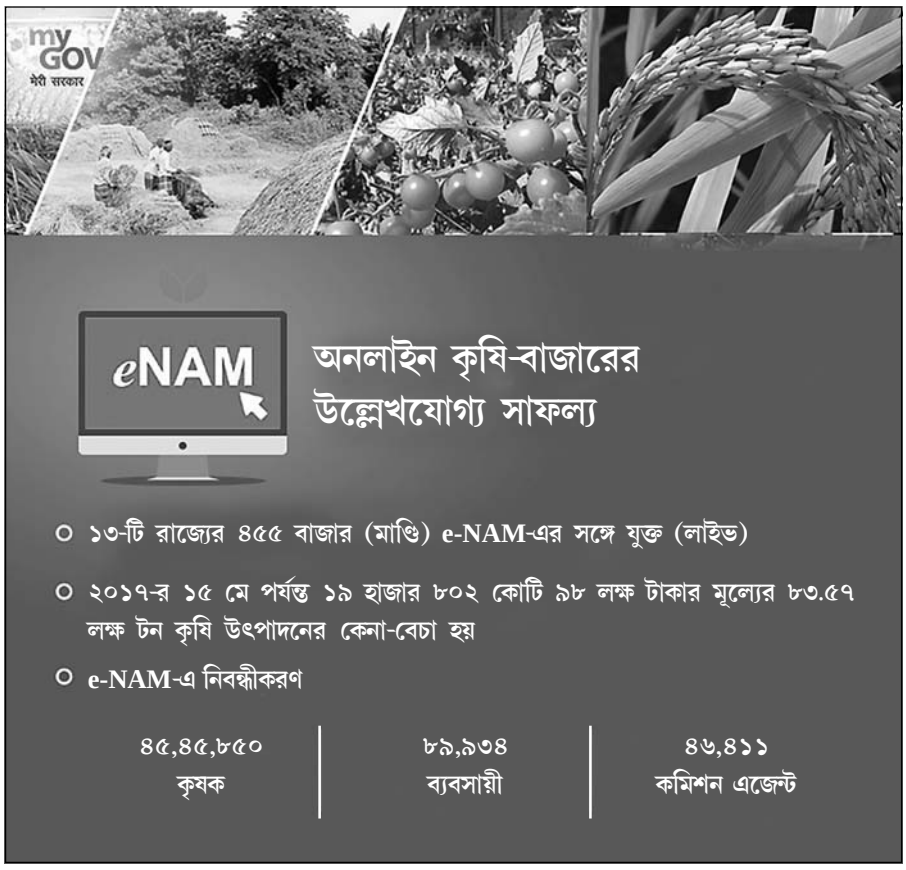

ক্লাস্টার গঠন করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জৈব চাষে অগ্রণী হন সেজন্য তাদের মধ্যে প্রচার-অভিযান শুরু হয়েছে। সরকারি আর্থিক সাহায্যে ইতোমধ্যেই গঠিত হয়েছে ৯১০০-টি ক্লাস্টার এবং একই সঙ্গে উৎসাহিত করা হচ্ছে সম্ভাবনাময় বাজারে প্রেরণের জন্য জৈব পদ্ধতিজাত ফসলের সংগ্রহ ও তার পরিবহণ ব্যবস্থাকে।

সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা পরিচালিত হচ্ছে, কৃষিজীবীদের জীবন-জীবিকা ও সুস্থায়ী আয় সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। কর্মসূচিটিতে খুব কম প্রিমিয়ামের বিনিময়ে 'এক মরশুম এক হার' ভিত্তিতে সকল ধরনের খাদ্যশস্য, তৈলবীজ ও বার্ষিক অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে বিমা কভারেজের সুযোগ রয়েছে। বীজ রোপণ থেকে শুরু করে খেতের ফসল ফলা অবধি শস্যবৃত্তের সকল ঝুঁকিকে এবং ফসল কাটার পরবর্তী ধাপের ক্ষয়ক্ষতিকে এই বিমার আওতাধীন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫.৭৫ কোটি কৃষক এই বিমার সুযোগ নিয়েছেন এবং আরও বহু সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ এর ছত্রচ্ছায়ায় আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বিমাকৃত এলাকা যাতে ২০১৬-'১৭-এর ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-'১৮-তে ৪০ শতাংশে পৌঁছোয়। এই কর্মসূচি নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক এবং কৃষিতে বিনিয়োগের বহর বাড়ার সহায়ক। বাজারে বেশি দাম পাওয়াটাই হল কৃষকদের আয়বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত। সমস্যাটির সমাধানে ১৩-টি রাজ্যের ৪১০-এর বেশি মাণ্ডিকে বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধার্থে অভিন্ন ই-প্ল্যাটফর্মের দ্বারা সুসংবদ্ধ করা হয়েছে। অভিনব এই কর্মসূচিকে e-NAM (জাতীয় কৃষি বাজার) বলা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬৯-টি কৃষিপণ্য বাণিজ্যযোগ্য মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং e-NAM প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লক্ষের বেশি কৃষক। অভাবের তাড়নায় যৎসামান্য মূল্যে বিক্রি করা-সহ দালাল-ফড়েদের উৎপাত রোধ করার ফলে এই সংস্কার কৃষকদের আয় বাড়ানোর পথ সুগম করেছে। আর একটি ইতিবাচক প্রভাব হল কৃষিজাত সামগ্রীর পাইকারি মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে শস্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে কৃষকদের আয়ও বাড়বে ৯.১ শতাংশ হারে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার :

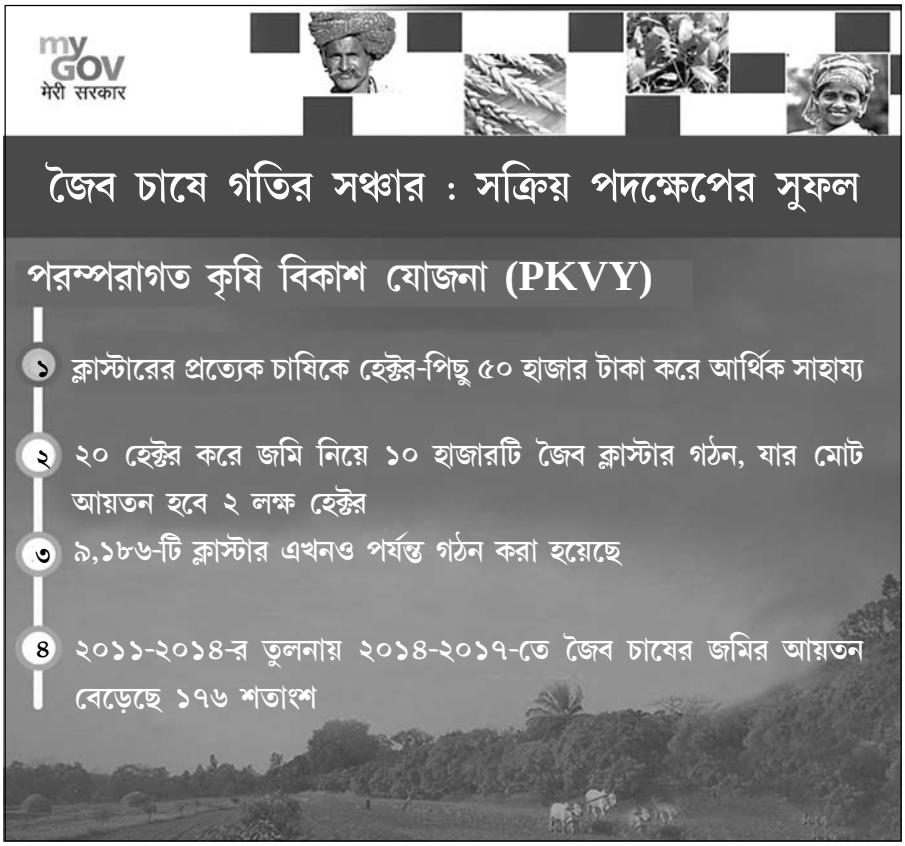

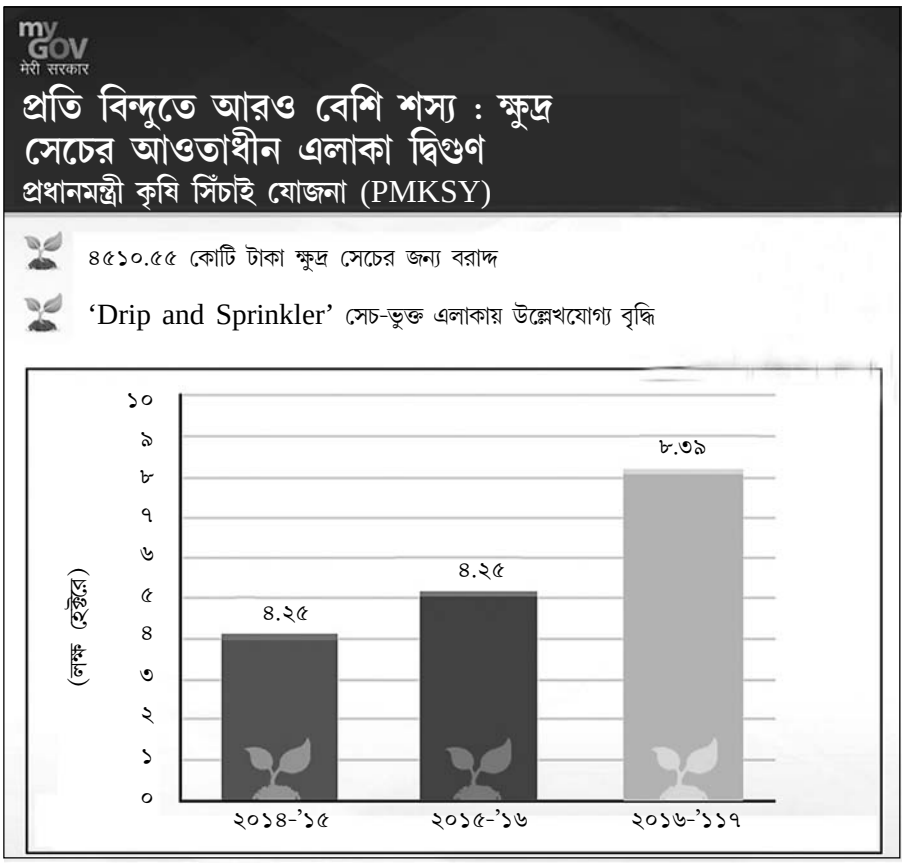

কৃষকদের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলে পেতে গেলে আলোচ্য কর্মসূচিগুলির রূপায়ণ অবশ্যই সময়সীমা বেঁধে সম্পন্ন করতে হবে।

বাড়তি লাভের লক্ষ্যে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়টি নিয়ে নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক এক পলিসি-প্রতিবেদনে ক্ষেত্রীয় স্তরের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চাষ এলাকার প্রতিটি ইউনিটে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষিজীবীদের আরও বেশি আয়ের সুযোগ করে দিতে ওই প্রতিবেদনে সেচের বিস্তার ও নতুন প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রসারণ কৌশল এখন আরও বেশি উদ্যমশীল হয়েছে। সরবরাহ করা হচ্ছে সুলভ মূল্যের বীজ এবং এসবের ফলে অধিকতর ফলনশীল নতুন ও উন্নত জাতের শস্যচাষে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। এই উদ্যমশীলতাকে এক নতুন উচ্চমাত্রায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের শীর্ষ গবেষণা সংস্থা বলে পরিচিত ICAR বা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ বিগত তিন বছরে ৬০০-টি উন্নত মানের শস্যপ্রজাতি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া ফলন বাড়াতে ক্ষেত্রীয় স্তরে আরও নতুন কয়েকটি কৃষি প্রযুক্তির সপক্ষে প্রচার চালানোর আবশ্যকতা রয়েছে। যেসব প্রকৌশলের অতীব সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার কয়েকটি হল Precision বা সূক্ষ্মতাসম্পন্ন চাষাবাদ, সুসংবদ্ধ কৃষিকাজ, সম্পদ সংরক্ষণভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সংরক্ষিত চাষ পদ্ধতি। একইভাবে লেজার ল্যান্ড লেভেলার, সূক্ষ্ম রোপক যন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োগ এবং System of Rice Intensification বা নিবিড় ধানচাষ পদ্ধতির মতো কয়েকটি সর্বাধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেও কৃষিক্ষেত্রের বিনিয়োগ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে এবং কৃষকদের আয়ও বাড়তে পারে।

কর্ষণযোগ্য জমির প্রতি ইউনিটে আয় বৃদ্ধির আর একটি প্রযুক্তি-নির্ভর পন্থা হল শস্য নিবিড়তার বিস্তৃতি। সেচ ব্যবস্থা ও নতুন প্রকৌশলের প্রসারের ফলে কৃষকরা এখন প্রধান দুই চাষ মরশুম (খারিফ ও রবি) শেষ হবার পরে স্বল্পমেয়াদি ফসলের আবাদ করার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করতে হয় যে কৃষিকে লাভজনক করে তুলতে সূচনা হয়েছে সুসংবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা মডেলের। এমনকি কঠিন ও প্রতিকূল আবহাওয়ার বছরগুলিতেও ওই মডেল অনুসরণ করে স্থিতিশীল আয়ের সংস্থান হতে পারে। উচ্চমূল্যের শস্যের (ফলমূল, শাকসবজি, আঁশ বা ফাইবার, মশলাপতি, ভেষজ গাছপালা) চাষের ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটাতে পারলেও কৃষকদের আয় বাড়ানোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষকের স্বার্থে বিস্তৃতিকরণের সম্ভাবনা রয়েছে বনাঞ্চল পত্তন, কৃষিজ সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতেও। কৃষকদের আয় ও জীবন-জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির স্বার্থেই নীতি আয়োগের উল্লেখিত পলিসি-প্রতিবেদনে কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষদের অন্য পেশায় সরিয়ে আনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, দক্ষতা বিকাশে সরকারের সাম্প্রতিক কয়েকটি পদক্ষেপ কৃষিজীবী মানুষদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, যাতে করে তারা বিভিন্ন সহজাত বা অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিতেও বর্ধিত আয়ের সুযোগ নিতে পারেন।

নতুন ভিসন

অতীতে সরকারের ভিসন বা কৌশলে প্রাধান্য পেয়েছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়টি। ইদানীং নীতি নির্ধারকরা জোর দিচ্ছেন কীভাবে কৃষকদের আয় বাড়িয়ে তাদের সার্বিক কল্যাণ করা যায় সেই দিকটির ওপর। প্রথম ধাপেই ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের নতুন নামকরণ করা হয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক। এরপর থেকে বিভিন্ন সংস্কার, নীতি ও পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য কীভাবে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বাড়ানো যায়। অর্থাৎ, নতুন ভিসনের অভিমুখ হল কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করে তাদের এবং অ-কৃষি পেশাগুলির কর্মীদের আয়ের মধ্যে সমতা আনা। 'নতুন ভারত'-এর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য পুনর্গঠিত ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রটিও এখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নয়া ভারত নির্মাণের সংস্কারযজ্ঞ

উন্নত পণ্ডিত

শুধুমাত্র সরকার বা সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে নয়া ভারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এ কাজে সামিল হতে হবে দেশের প্রতিটি নাগরিককে।—প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

আগামী ২০২২-এ স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করবে ভারত। সদর্থক পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দেশ গড়ার কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার সময় এখন।

নতুন ভারত বলতে বোঝায় এমন এক ভারত যা নাগরিকদের কর্মোদ্যোগী হতে বলে, সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নত দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে সাহস জোগায়। সর্বাত্মক উন্নয়ন আগামী ভারতের মূলমন্ত্র। 'দেশের উন্নয়নে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা আছে'—একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। সকলের যৌথ প্রয়াসে জন্ম নেবে নতুন ভারত। আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা। ঐক্যের আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যাবে দেশ।

উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে পথনির্দেশ দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত নীতি আয়োগ বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের উদ্যোগপতিদের সঙ্গে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের পারস্পরিক মত ও ভাবনার আদানপ্রদানের ব্যবস্থায় প্রয়াসী। 'পরিবর্তনের কাণ্ডারি'দের আলোচনার মঞ্চ তৈরি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পথে এগোনো নতুন ভারতের স্বপ্নকে সাকার করার প্রকৃষ্টতম পন্থা—এই ভাবনা নিয়ে চলতে চায় নীতি আয়োগ। সরকারের শীর্ষ নীতি নির্ধারকরা বিভিন্ন মহলের প্রস্তাবনা এবং বক্তব্য শুনেছেন। সমস্ত বিষয়ে একটি সার্বিক চিত্র সামনে থাকলে সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে যুক্তিযুক্তভাবে কাজে লাগানো তাদের পক্ষে সহজ হবে। এভাবে তৈরি হতে পারে আরও সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনমূলক আলোচনার পরিসর, অনুসন্ধিৎসার প্রবণতা। আমাদের যুবসমাজ তা হলে নিজেদের পছন্দের দেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার

সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের দিশায় চলেছে সরকার। প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দিতে নানা ধরনের উদ্যোগ চোখে পড়ছে। কার্যত কোনও উপযোগিতা নেই এমন বারোশোর মতো আইন রদ করা হয়েছে। সকলের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে হাতে নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। সরকার পরিচালনার প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতার বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে। সরকারের ই-বাজার বা Government e-Marketplace (Gem)-এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ। প্রতিটি রাজ্যকে সামাজিক উন্নয়নের কাজে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলছে জোরকদমে। লিঙ্গসাম্য, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, যোগাযোগ ও যাতায়াত, আর্থিক ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন—সব বিষয়েই বড়ো ধরনের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হচ্ছে এবং হবে।

আগামী দিনে উদ্ভাবনমূলক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে ১০ লক্ষ শিশু ও যুবাদের মধ্যে থাকা সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চায় ভারত। উদ্ভাবন উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই ধারণা নিয়ে চলেছেন। জাতির জন্য কাজ করার আনন্দ অনুভব করুক সকলে, এমনটাই চেয়েছিলেন তিনি। তাই স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়ে উঠেছিল জন আন্দোলন। ঠিক সেভাবেই, ভারতের উন্নয়নের কর্মসূচিকেও জন আন্দোলনে পরিণত করা দরকার। যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে দেশের সামনে থাকা সব সমস্যা দূর হয়ে যেতে পারে। এজন্যই সরকার হাতে নিয়েছে অটল উদ্ভাবন মিশন, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া-র মতো কর্মসূচি। নীতি আয়োগের নেতৃত্বে 'পরিবর্তনের

[লেখক ভারত সরকারের আওতাধীন নীতি আয়োগের 'অটল উদ্ভাবন মিশন'-এর সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : pandit.unnat@nic.in]

কাণ্ডারি' বা 'Champions of Change' এবং ডিজিটাল অর্থনীতি উন্নয়নের পালে হাওয়া লাগাবে।

অটল উদ্ভাবন মিশন (Atal Innovation Mission, AIM)

উদ্ভাবন, উদ্যোগ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে দেশের প্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে AIM।

"শিশুদের ভাবনাচিন্তায় শামিল হতে শেখাতে হবে। কী নিয়ে চিন্তা করা দরকার, শেখাতে হবে তাও।" কিন্তু আমরা শেষমেশ অন্য নিদান দিয়ে থাকি। "বাইরে নয়। কথা বোলো না। এদিক-ওদিক যেও না। এটা কোরও না, ওটা কোরও না।" এসব আমরা বলি নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে। তার কিছুটা দরকারও রয়েছে। কিন্তু নিষেধের বাড়াবাড়ি শিশুর মনে ভীতি, একচোখামি, জানার ইচ্ছা তথা স্বনির্ভরতার অভাব তৈরি করতে পারে। এতে বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা কমে যাওয়া, সবার সঙ্গে মেলামেশার ইচ্ছা চলে যাওয়া, এসব সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। বই পড়ার অভ্যাসও এজন্য কমতে পারে। ফলে কোনও কাজে ছোটোদের উৎসাহিত বা উদ্যোগী করা ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমরা বড়োরা এটা ভুলে যাই যে, যতটুকু আমরা নিজেরা শিখেছি, তার বেশিরভাগই অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়-প্রসূত।

আদর্শ শিক্ষক, তার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে বার করে আনতে কতগুলি বিষয়ের ওপর জোর দেন। (ক) শিক্ষার্থীর মনে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার উন্মেষ, (খ) নিরাপত্তার বোধ এবং (গ) যেকোনও পরিস্থিতিতে শান্তভাবে সবকিছু ভেবে দেখার অভ্যাস।

শিক্ষার্থীদের ঝোঁক যে দিকেই থাক না কেন, তাদের মধ্যে সঠিক বিষয়ে সঠিক পন্থায় ভাবনাচিন্তা ও বিচার করার ক্ষমতা গড়ে তোলা শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য।

"সাধারণভাবে একটি শিশু দিনভর অতি সাধারণ নানা প্রশ্ন করে থাকে, যার অনেকগুলি হয়তো নিছক ছেলেমানুষি। কিন্তু স্কুলে বেশ কিছু দিন কাটানোর পর বছর ১০-১২ বয়স

হয়ে গেলে সে এটাই ঠিক মনে করতে থাকে যে বড়োদের কাছে চিন্তাপ্রসূত প্রশ্ন রাখা অপেক্ষা যেকোনও বিষয়ে ঠিকঠাক উত্তর পেয়ে যাওয়া বেশি দরকার।"

ছোটোদের মধ্যে বড়ো কাজের ধারণা ও উদ্যোগ

একটি জায়গায় মাইন পোঁতা আছে। যন্ত্রপাতি ছাড়া, সেইসব মাইন সরানোর কাজ ভয়ানক বিপজ্জনক। তা পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষও বটে। প্রথমত, মাইন ভর্তি জমির সব গাছপালা, ঘাস উপড়ে ফেলতে হবে। মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্য নিতে হবে। মাইন বা বিস্ফোরক মিললে তা সাবধানে সরিয়ে নিষ্ক্রিয় করতে হবে।

ছত্তিশগড়ের হাথবান্ধ-এর সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার কাজ

উদ্ভাবনই জীবন। উদ্ভাবনহীনতা নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর—প্রধানমন্ত্রী

দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল মাইন চিহ্নিত করার এমন এক যন্ত্র বানাতে যা শব্দ-প্রযুক্তি নির্ভর। বিস্ফোরকের উপস্থিতিতে শব্দের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন সংবেদী যন্ত্রাংশে ধরে বিপদসঙ্কেত বাজানোর যন্ত্র তৈরি হয়ে গেল। এই যন্ত্র আবার নিয়ন্ত্রণ করা যায় দূরসংবেদী ব্যবস্থার মাধ্যমে। এজন্য স্মার্টফোনই যথেষ্ট। যেভাবে মাইন খোঁজার কাজ চলে, তার চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক দ্রুত। এই যন্ত্রে লাগে ৯ ভোল্টের একটি ব্যাটারি। ৫ মিনিটের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ জুড়ে তা তৈরি করে ফেলা সম্ভব।

দৃষ্টিশক্তি যাদের খুবই কম, তারা পথ চলার সময় দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ ধরনের লাঠি ব্যবহার করেন। সেই যন্ত্র কিন্তু সবসময় ঠিকভাবে কাজ করে না। দৃষ্টিহীনদের আরও নিরাপত্তার জন্য দরকার আরও কার্যকর অথচ সহজ প্রযুক্তি নির্ভর কোনও যন্ত্র।

এগিয়ে এল বেঙ্গালুরুর উত্তারাহাল্লির সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী তরঙ্গ (Ultrasound Waves)-কে কাজে লাগিয়ে তারা এমন যন্ত্র বানালো যা হাতে পরে নেওয়া যায়। এই যন্ত্র রাস্তায় সামনে থাকা যেকোনও বস্তু সম্পর্কে দৃষ্টিহীনদের আরও সঠিকভাবে জানিয়ে দিতে সক্ষম। এ যন্ত্র তৈরির জন্য তারা ব্যবহার করেছে AIM-এর আওতায় থাকা পরীক্ষাগারকে।

বড়ো বড়ো দপ্তরে, বহুতলে রাখা হয় বিশাল মাপের সব অগ্নি নির্বাপকযন্ত্র। আগুনের ব্যাপকতা বেশি হলে দমকলই ভরসা। সেখানেও সমস্যা। যানজট, সরু রাস্তা এসব কারণে অনেক সময়েই ঠিক সময় পৌঁছতে পারেন না দমকলকর্মীরা। কম খরচে, কার্যকর সমাধান দরকার নয় কি?

চণ্ডীগড়ের সেক্টর 37B-এর Government Senior Secondary স্কুলের শিক্ষার্থীরা দূরসংবেদনের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গভিত্তিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র তৈরির কথা ভেবেছে। কাজের জন্য তারাও ব্যবহার করেছে অটল উদ্ভাবন মিশনের আওতায় থাকা পরীক্ষাগারকে।

এরা আগুন নেভানোর জন্য তৈরি করেছে রোবট। এই রোবট কাজে লাগায় শব্দ প্রযুক্তিকে। তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় দূরসংবেদনের মাধ্যমে। অগ্নি নির্বাপক এই রোবট ওজনে হালকা হওয়ায় সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

রাস্তায় জল জমা একটা বিরক্তিকর সমস্যা। বৃষ্টির দিনে অনেক সময়েই স্কুলে যেতে পারে না আহমেদাবাদের Best High School-এর শিক্ষার্থীরা। তাদের স্কুলে যাওয়ার রাস্তাগুলো নিচু হওয়ায় প্রায়শই বর্ষায় জল দাঁড়িয়ে যায়। সাধারণ মানুষও দুর্ভোগে পড়েন।

স্কুলের শিক্ষার্থীরা গেল অটল উদ্ভাবন মিশনের আওতায় থাকা পরীক্ষাগার, Atal Tinkering Lab-এ।

তারা বানালো এমন এক যন্ত্র, যা সহজেই কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে বৃষ্টিতে কতটা জল জমেছে তা মাপতে সক্ষম। সেই তথ্য পুরনিগম বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলে, পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবস্থা তৈরি করেছে অসমের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, রেলওয়েজ মালিগাঁও-এর শিক্ষার্থীরাও। তারা রাস্তায় জমা জল কতটা, সে সংক্রান্ত খবরাখবর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষজনের কাছে মোবাইল-এ SMS-এর মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। শহরের কাছে বনজঙ্গল থেকে হঠাৎ লোকালয়ে ঢুকে পড়া হিংস্র প্রাণী সম্পর্কে সাবধান করার ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছে তারা। বনদপ্তরের সাহায্য নিয়ে তা অনায়াসে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তারক্ষায় কাজে লাগানো যায়।

ছোটো ছোটো প্রয়াস। কিন্তু মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের বিষয়ে এসব থেকে ভরসা পাওয়া যায় অনেকখানি। ড. এ. পি. জে. আবদুল কালাম তার সারা জীবন ধরে কাজ করে গেছেন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে। তিনি দেশের ছাত্র ও যুবসমাজকে এই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন আমরণ। নিজেকে শিক্ষক হিসেবে ভাবতে এবং এই পরিচয়েই পরিচিত হতে চাইতেন।

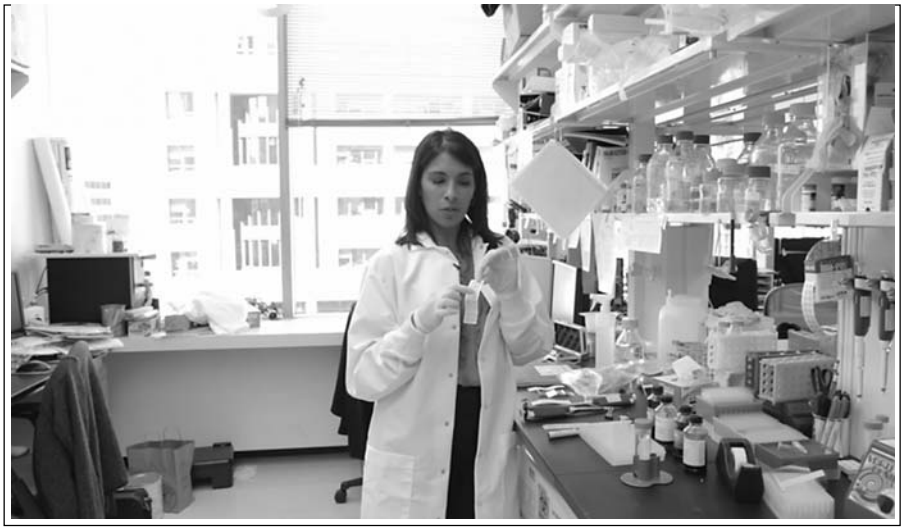

একবিংশ শতকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ছাত্র ও যুবসমাজকেই যে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে একথা বলে গেছেন বার বার। তার কথা অনুপ্রাণিত করে দেশের যুবাদের।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিন্তনক্ষমতা বাড়াতে তাদের গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন দিশায় ভাবতে ও ভাবাতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। নিজেদের পারিপার্শ্বিক এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে প্রয়াসী হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে হবে তাদের। ভুলভ্রান্তি এবং ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন কিছু করে দেখানোর জেদ গড়ে তুলতে হবে তাদের মধ্যে। আগামীদিনে দেশের স্থপতিরা যাতে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও মতামত জানাতে কুণ্ঠিত বা নিরুৎসাহিত বোধ না করে তা দেখতে হবে আমাদের। ড. কালাম ছাত্র-ছাত্রীদের বলতেন প্রত্যেকের সামনেই একটা বড়ো লক্ষ্য থাকা উচিত। ক্ষুদ্র স্বার্থে পরিচালিত হওয়া অপরাধ—এমনটাই ছিল তাঁর মত।

ছাত্র-ছাত্রী এবং যুবক-যুবতীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা এবং নতুন কিছু করে দেখানোর আগ্রহ জাগিয়ে তুললে উদ্ভাবনক্ষেত্রে জোয়ার আসতে বাধ্য। তথ্য ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদানপ্রদান তাদের উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গণিত কিভাবে তৃণমূল স্তরের সমস্যা সমাধানে কাজে লাগতে পারে, তা বুঝতে হবে যুবাদের। ড. কালাম সমস্যার সামনে মাথা না নুইয়ে তাকে জয় করার অঙ্গীকার নেওয়ার কথা বলতেন। শুধু নতুন প্রজন্মই নয়, শিক্ষক এবং অভিভাবকদেরও নতুন নতুন বিষয় শেখার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে। যদি কেউ ভাবেন, যা জেনেছি তাই যথেষ্ট, তবে তিনি আসলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

আসলে আমরা প্রত্যেকেই শিশুরই মতো। ছোটোরা নিজেদের সাফল্যের কথা সতীর্থ কিংবা শিক্ষকের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে আনন্দ পায়। স্বীকৃতি চায় সকলেই। শিশুরা শিক্ষক বা অভিভাবকের প্রশংসা পেলে সেই আনন্দ তাদের আরও নতুন কিছু করে দেখাতে আগ্রহী করে তোলে। বড়োদের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীলও হয়ে ওঠে। ঠিকই একই কথা খাটে বড়োদের ক্ষেত্রেও। তারাও তাদের কর্মজগতে স্বীকৃতি ও সম্মান চান। স্টিভ জোবস, বিল গেটস, মাইকেল ডেল-এর মতো উদ্যোগপতিরা হঠাৎ করে তৈরি হননি। শিক্ষার্থীদের মাথায় এই সহজ কথাটা ঢোকানো জরুরি, যেকোনও ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ প্রথমে কিন্তু একেবারে নবাগত এবং অনভিজ্ঞ অবস্থাতেই কাজ শুরু করেছেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজেদের দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে তারা সকলের সম্মানের পাত্র হয়ে উঠেছেন। নিজেদের ভুলভ্রান্তি থেকে ক্রমাগত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই তারা এতদূর এগিয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।

ATL বা Atal Tinkering Lab কর্মসূচির লক্ষ্য হল ছোটোদের মনে অজানাকে জানার ইচ্ছা, সৃজনশীলতা এবং কল্পনার শক্তি জাগিয়ে তোলা। বিভিন্ন জটিল সমস্যার

সমাধানে চিন্তাভাবনার শক্তিকে প্রয়োগ করে নিজেদের বুদ্ধিকে শাণিত করে তোলার এটি একটি মঞ্চ। Science, Technology, Engineering, Mathematics—STEM-এ, শিক্ষাক্ষেত্রে হাতেকলমে বিষয়টি খেলাচ্ছলে বোঝার সুযোগ এনে দিয়েছে এই মঞ্চ।

বাস্তব জীবনে সামনে আসা সমস্যার সমাধানে STEM-কে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন নতুন নতুন উদ্যোগের সম্ভাবনার দরজাও খুলে দিতে পারে। বর্তমানে দেশের ৩৩-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ATL-এ কাজ করার সুযোগ মেলে। এর আওতায় আছে ৯৪১-টি বিদ্যালয়। এই বছরেই আরও ১৩০০ ATL তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তা সম্পন্ন হলে দেশের সব জেলাতেই শিক্ষার্থীরা এই সব পরীক্ষাগারের সুযোগ পাবে। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দেশের সব অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের কাছেই এই সুযোগ পৌঁছে দিতে চায় সরকার।

এই উদ্যোগকে আরও সফল করে তুলতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এতে সামিল করা হবে শিক্ষকদেরও। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের পরিবেশ গড়ে তুলে "সৃজনশীল ভারত-উদ্ভাবক ভারত"-এর দিকে এগোনোর যাত্রা শুরু হয়েছে। এর ফলে উদ্যোগক্ষেত্রে জোয়ার আসবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে এই দেশ।

আগামী ভারতের যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীরা এই দেশকে গড়ে তুলুক এমনভাবে, যাতে ভারতীয় নাগরিকত্ব গর্বিত করতে পারে সকলকে। ব্যাপকতর এবং গভীরতর সংস্কারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে যাক আমাদের ভারত। উদ্ভাবন-ভিত্তিক সদর্থক পরিবর্তনের যে অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দেশজুড়ে তা সফল হোক, সার্থক হোক।❑

তথ্য সূত্র :

নীতি আয়োগ আয়োজিত দু'টি 'Champions of Change' কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের ছবি ও বক্তব্যের অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়েছে এই নিবন্ধে।

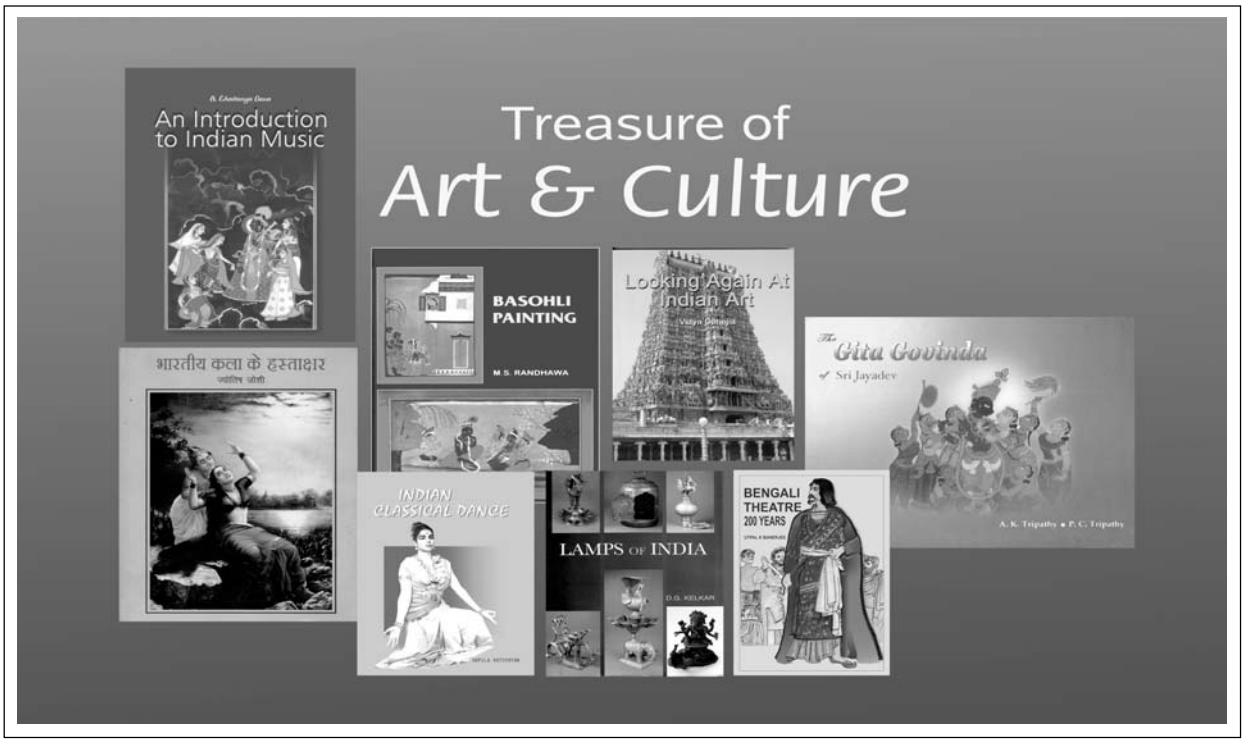

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নয়া ভারতে দক্ষতা ও উদ্যোগের বিকাশ কোন পথে?

অমিতকুমার দ্বিবেদী, সর্বানন ভেলুস্বামী

*মেধাস্বত্ব এবং নতুন উদ্যোগ বা **Start-up**-এর ক্ষেত্রে ভারত তেমন একটা সাফল্য পায়নি। গবেষণা পরিকাঠামো এবং উদ্যোগের প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে অর্থের জোগান নেই। উদ্যোগ বাড়াতে দক্ষতার বিকাশই একমাত্র পথ। দক্ষ কর্মী তৈরির পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা, তা চালিয়ে যাওয়া, এজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সংস্থান, গুণমানসম্পন্ন প্রশিক্ষক জোগাড় করা, এ সবই সরকারের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ।*

বর্তমান বিশ্বে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিরিখে সর্বাগ্রগণ্য দেশগুলির অন্যতম হল ভারত। বিগত দু' দশক যাবৎ এদেশের GDP বৃদ্ধির হার গড়ে সাত শতাংশের ওপরে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে নব্য শিল্পায়িত দেশ হিসেবে ভারত আজ চিহ্নিত। দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ বয়সে নবীন। জনবিন্যাসগত এই সুবিধা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার কিন্তু এখনও হয়নি। শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য গ্রাম থেকে শহর এলাকায় মানুষের পাড়ি জমানোর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক। এর পরেই রয়েছে শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রের স্থান। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৫০ শতাংশ স্বনিযুক্ত। এর ৯৩ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ASSOCHAM-এর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, কর্মক্ষেত্রে এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যায় মানুষের যোগদান—এসব কিছু বিচার করলে ২০২০ নাগাদ দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে সতেরো কোটিতে। কাজেই, আমাদের কর্মক্ষমতায় ভরপুর নতুন প্রজন্মের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এখনই করা না গেলে এক অপার সম্ভাবনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে এবং জনবিন্যাসগত সুবিধা জনবিন্যাসপ্রসূত বিপর্যয়ে পরিণত হতে দেরি লাগবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য নবীন প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করে তোলার কাজ চালাতে হবে একই সঙ্গে।

দক্ষতার ঘাটতি

গুণগত দিক থেকে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগের অভাব যুবক-যুবতীদের মধ্যে নিয়োগযোগ্যতার অভাব তৈরি করছে। কাজের সুযোগের অপ্রতুলতা চাকরির বাজারে তৈরি করেছে তীব্র প্রতিযোগিতা। বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণে অর্থের অভাব প্রকট। ফলে বেড়েছে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা। এদের বেশিরভাগই কাজ করে চলেছেন নিরাপত্তাহীন পরিবেশের মধ্যে। স্কুলছুট এবং কলেজছুটের হার বেশি থেকে যাওয়া এবং যুবসমাজকে কর্মোদ্যোগী করে তোলার চেষ্টার অভাবে বেকারি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ভারত সরকার কর্মসংস্থান এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাড়াতে জানিয়েছে অঙ্গীকারের কথা। বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবসমাজে নিয়োগযোগ্যতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থানে গতি আনা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তা সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সেভাবে বাড়েনি এবং তা বাড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলি

[অমিতকুমার দ্বিবেদী Faculty, Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad (Gujarat)। ই-মেল : akdwivedi@ediindia.org। সর্বানন ভেলুস্বামী ওই একই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সহায়ক। ই-মেল : saravanan@ediindia.org]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। Ernst and Young[১] সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে দেশের কর্মীদের ১০ শতাংশ মাত্র দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির সুফল পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে চালু ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ, গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করার পাশাপাশি একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান আগামী বছরগুলিতে সরকারের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, এ কথা বলা হয়েছে সমীক্ষায়।

যোগ্য শ্রমশক্তি গড়তে

ASSOCHAM-TISS-এর একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মেধাস্বত্ব এবং নতুন উদ্যোগ বা Start-up-এর ক্ষেত্রে ভারত তেমন একটা সাফল্য পায়নি। গবেষণা পরিকাঠামো এবং উদ্যোগের প্রসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে অর্থের জোগান নেই।[২] উদ্যোগ বাড়াতে দক্ষতার বিকাশই একমাত্র পথ। দক্ষ কর্মী তৈরির পাশাপাশি চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা, তা চালিয়ে যাওয়া, এজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর সংস্থান, গুণমানসম্পন্ন প্রশিক্ষক জোগাড় করা, এ সবই সরকারের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এজন্য সংশ্লিষ্ট মহলের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে সম্পদের যুক্তিযুক্ত ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে বলে ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

দক্ষ ভারত কর্মসূচি (Skill India Programme)

দক্ষতা বিকাশ এবং উদ্যোগের উন্নয়নে ভারত সরকার একটি নতুন মন্ত্রক (MSDE) গড়েছে। গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের কর্মী তৈরি করা এবং নিয়োগযোগ্যতা বাড়ানো তার লক্ষ্য। শ্রম বাজারের চাহিদা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে দেশের মানুষকে আরও বেশি সংখ্যায় কাজের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় নীতি বা National Policy on Skill Development। এর উদ্দেশ্য, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য দেশকে আরও উপযোগী করে তোলা।

সারণি-১	
শ্রমশক্তি	**দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে**
১. নতুন (প্রথমবারের শ্রমিক)	প্রায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ (প্রতি বছর)
২. সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক	২ কোটি ৬০ লক্ষ
৩. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক	৪৩ কোটি ৩০ লক্ষ
৪. ২০২২ নাগাদ প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্য	৫০ কোটি
৫. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (NSDC)-র বর্তমান সামর্থ্য	প্রতি বছর ৩১ লক্ষ
*২০০৪-'০৫ সালের হিসেব	
সূত্র : দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি (২০১৫)	

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা (PMKVY)। একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনক্ষেত্রকে মাথায় রেখে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করার সংস্থান রয়েছে এতে। প্রশিক্ষণের শেষে দেওয়া হয় শংসাপত্র। কোনও শ্রমিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগেই কতটা দক্ষ বা ওয়াকিবহাল তাও খতিয়ে দেখা হয় এখানে (RPL)। এই কর্মসূচির আওতায় PMKVY কেন্দ্রগুলিতে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যারা ইতোমধ্যেই কর্মরত এবং যারা কাজের বাজারে ঢুকতে চাইছেন, তারা সকলেই দক্ষ ভারত কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র, উভয়কে নিয়েই কাজ করে দক্ষ ভারত কর্মসূচি।

সারণি-১ থেকেই স্পষ্ট দক্ষ ভারত কর্মসূচির কাজ কতটা বিপুল। বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজে দক্ষ বিপুল সংখ্যক শ্রমিক তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে এখানে।

PMKVY-এর আওতায় প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম বা NSDC-র মাধ্যমে। উদ্যোগ, অর্থসংস্থান, আনুষঙ্গিক দক্ষতা (Soft Skill) প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও প্রয়াসী হতে বলা হয়েছে।[৩]

উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development) তৈরি হয়েছে শিল্পোদ্যোগে গতি আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে। উদ্যোগ তথা দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ,

প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ-সহ বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

উদ্যোগবান্ধব পরিবেশ

স্টার্ট আপ-এ ছাত্র-ছাত্রীদের সামিল করতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কেন্দ্র তৈরি করছে। সেখানে প্রয়োজনীয় দিশানির্দেশ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হচ্ছে।[৪] বিভিন্ন রাজ্যের সরকার বড়ো বড়ো শহরগুলির পাশাপাশি অন্য শহরগুলিতেও স্টার্ট আপ হাব তৈরিতে উদ্যোগী। এখানে নতুন উদ্যোগপতিদের উদ্ভাবনমূলক বাণিজ্য নিদর্শ (Model) সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক এই সব প্রয়াসে সামিল সব পক্ষকে এক ছাতার তলায় এনে ই-হাব তৈরি করতে চায়। কাজেই, এটা স্পষ্ট যে, নবীন প্রজন্মকে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগে সামিল করে অর্থনৈতিক প্রগতির পালে হাওয়া লাগাতে সরকার সচেষ্ট।

Indian School of Entrepreneurship and Enterprise Development ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সমীক্ষা চালিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৮৭ শতাংশই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে উদ্যোগপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং ৯০ শতাংশ মনে করে যে, এদেশে নতুন লাভজনক উদ্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আরও দেখা গেছে আর্থিক দিক থেকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের ৪৯ শতাংশ উদ্যোগপতি হতে চান। এই অনুপাত আর্থিক স্বচ্ছলদের সংশ্লিষ্ট অনুপাতের চেয়ে বেশি (Business Standard, 2013)। কাজেই দেশের যুবসমাজের মধ্যে বাণিজ্যিক উদ্যোগে সামিল হওয়ার ইচ্ছা বাড়ছে, এটা স্পষ্ট।

নতুন ভারতের এই স্বপ্নকে সাকার করতে উদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতার প্রসার একান্ত জরুরি। এটাও স্পষ্ট যে, ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমে জ্ঞান ও তথ্য-নির্ভর হয়ে উঠছে। আজকের দুনিয়ায় কর্মজগতে সাফল্যের জন্য নতুন ধরনের দক্ষতা এবং মনোভাব জরুরি। দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার। তবেই প্রতিযোগিতার বাজারে উন্নত মানব মূলধন জোগানো সম্ভব হবে।

কর্মশালা	ব্যবসার সম্ভাবনা অনুধাবন, পরিবেশগত সুযোগসুবিধার বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া, মানব-মূলধনের যথাযথ ব্যবহারের জন্য কর্মীদের সঠিকভাবে তৈরি করে নেওয়া
আলোচনা সূত্র	মেধাস্বত্ত্ব নিয়মাবলী, বাণিজ্য আইন, বিজ্ঞাপণ

উদ্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত দক্ষতার বিকাশ

একজন উদ্যোগপতি তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যাচাই এবং সম্ভাবনার দিশা খুঁজতে ব্যস্ত থাকেন। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে উদ্ভাবনমূলক প্রয়াসের মাধ্যমে বাজারে নতুন ধরনের পণ্য বা পরিষেবা এনে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করা তার লক্ষ্য। তাদের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তাভাবনা একান্ত জরুরি। এভাবে তারা মানুষের চাহিদার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনতে পারেন। হঠাৎ সামনে চলে আসা সমস্যার সমাধানে তাদের দড় হতে হবে। নেতৃত্বদানের ক্ষমতা থাকতে হবে। এজন্য চাই ধৈর্য্য এবং হার না মানার মানসিকতা। তবেই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা সম্ভব।

কাজেই, উদ্যোগ বিষয়ক দক্ষতা হল সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের কাজে পরিপূর্ণ দক্ষতার সমাহার। জনসংযোগ, যোগাযোগ, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া, যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, গ্রহণযোগ্য দৃঢ় ব্যক্তিত্ব—সবই এর মধ্যে পড়ে। এই সব দক্ষতা শাণিত হয় যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। আমেদাবাদের উদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থা বা The Entrepreneurship Development Institute of India যুবাদের পাশাপাশি শিশুদের মধ্যেই এই সব কুশলতার উন্মেষ ঘটাতে উদ্যোগী। ছোট্ট বয়স থেকেই খেলাচ্ছলে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, নতুন চিন্তা, সমস্যার মোকাবিলা, যোগাযোগ এবং দলগত প্রয়াসে শিশুদের অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা হলে আগামী দিনে সফল ও দক্ষ উদ্যোগপতি পেতে পারে দেশ।[৫] ভারতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ লক্ষ। ছাত্র-ছাত্রী ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ।[৬] কাজেই ছোটো বয়স থেকে সঠিক দিশায় চালিত হলে আমাদের ছেলে-মেয়েরা ভবিষ্যতে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

উদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতা

উদ্যোগপতিদের আনুষঙ্গিক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে আসা যাক। দলবদ্ধভাবে কাজ করা, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব—এসবই সফল উদ্যোগপতি হয়ে ওঠার আবশ্যিক শর্ত। যে ধরনের ব্যবসাই হোক না কেন, এই বিষয়গুলি জরুরি। মূল বিষয়গুলির পাশাপাশি আনুষঙ্গিক সব ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে নবীন

উদ্যোগপতিদের। নতুন উদ্যোগপতিদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আবশ্যিক কতগুলি বিষয় হল : দক্ষতাভিত্তিক বাণিজ্যিক নিদর্শ নির্মাণ, পরিকল্পনা, বাজার যাচাই, পরিকল্পনা পেশ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট করা, স্থানীয় প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার, হিসেবনিকেশ সম্পর্কে ফলিত জ্ঞান। এই বিষয়গুলির পাশাপাশি নবীন উদ্ভাবক এবং উদ্যোগপতিদের বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা এবং আলোচনায় সামিল হওয়াও জরুরি।

দক্ষ উদ্যোগপতি তৈরি করার লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাবনা এবং ভবিষ্যতের দিশা

- লিঙ্গসাম্যের দিকে এগোনো। মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা। আঞ্চলিক এবং জাতিগত বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- প্রান্তিক মানুষের মধ্যে শিক্ষার কম হার এক বড়ো সমস্যা। মহিলারা যাতে এসব ক্ষেত্রে আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসেন সেজন্য তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- প্রশিক্ষণ এমন হতে হবে যাতে সব ধরনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা মানুষই উপকৃত হন। এজন্য সময়সূচির নমনীয়তা, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, স্থানীয় ঘটনাবলীর উদাহরণ ও উল্লেখ বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে।
- যে বিশেষজ্ঞরা প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন, তারা পাঠক্রম এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন-লাইন ব্যবস্থাপনায় সামিল হতে পারেন। তাহলে, অন্য নানা প্রতিষ্ঠানও এই সব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজেদের কেন্দ্রে উদ্যোগ-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারে।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নানা ধরনের উদাহরণ তালিকা তৈরি করা দরকার। জাতীয় দক্ষতা বিষয়ক কর্মসূচি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের সময়ে সময়ে হালনাগাদ জরুরি।
- উদ্যোগক্ষেত্রে গতি আনতে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রয়োজন। এতে বিভিন্ন মহলের মধ্যে অংশীদারিত্বের মনোভাব বাড়বে।
- তথ্য ও জ্ঞান-কুশলতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করতে যোগ্য অংশীদারের সহায়তা জরুরি। দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিগুলির সুবিধা, উদ্দেশ্য এবং সীমাবদ্ধতা—সব দিকগুলিই স্পষ্ট হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক এবং জনবিন্যাসগত দৃষ্টিকোণ থেকে গোটা বিষয়টি বিচার করে দেখতে হবে।
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি এবং সুযোগ কাজে লাগানো দরকার।
- উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে যাতে এধরনের কর্মকাণ্ড দ্রুত প্রসারলাভ করে।

পরিশেষে

নতুন ভারতে দক্ষতাভিত্তিক উদ্যোগ এবং স্টার্ট আপ-এর সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে, ছাত্রাবস্থা থেকেই যাদের মধ্যে এধরনের ক্ষমতা এবং প্রবণতার উদ্ভাস পরিলক্ষিত, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ঝুঁকি নেওয়া এবং যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে হবে তাদের। মাধ্যমিক স্তরে পাঠরত অবস্থা থেকেই এধরনের বিচক্ষণতার প্রশিক্ষণ শুরু হতে পারে। এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকেই। তবেই নতুন চেহারায় মাথা তুলে দাঁড়াবে নতুন ভারত।❑

পাদটীকা :

(১) See, 'Knowledge paper on skill development in India : Learner first' by Ernst and Young. Accessible at http://www.ey.com/in/en/industries/india-sectors/education/knowledge-paper-on-skill-development-in-india---where-are-we-on-skills

(২) See, ASSOCHAM Website. Accessible at https://assocham.org/newsdetail.php?id=4887

(৩) See, PMKVY website. Accessible at http://www.skilldevelopment.gov.in/pmkvy.html

(৪) See, The Entrepreneur : Sept 7 2017. Titled, 'Encouraging entrepreneurship as a career option among youth' Accessible at https://www.entrepreneur.com/article/250369

(৫) Global Entrepreneurship Monitor (GEM) India Report 2015/16

(৬) Census 2011 data

উল্লেখপঞ্জি :

- Business Standard. (2013, November 13). Entrepreneurship emerges as a preferred career option among Indian students : Study. Retrieved September 5, 2017, from http://www.business-standard.com/article/companies/entrepreneurship-emerges-as-a-preferred-career-option-among-indian-students-study-113112800661_1.html
- Jolad, S. (2017, September 5). *Can India reap the demographic devidend in higher education?* Retrieved September 6, 2017, from Ideas For India : http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article=Can-India-reap-the-demographic-dividend-in-higher-education

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভারত

ভি. শ্রীনিবাস

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনওরকম সহনশীলতা না দেখানো এবং 'ন্যূনতম আয়তনের সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন' নীতির ফলে সাম্প্রতিককালে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা অনেক সরল হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতকে দিশা দেখাচ্ছে এই জটিলতামুক্ত স্বচ্ছ তথা স্মার্ট প্রশাসন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের অন্যতম হাতিয়ার হল তার শক্তপোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো। এই কাঠামো যে কার্যকরী, সময়ের সাথে সাথে তারও প্রমাণ ইতোমধ্যেই মিলেছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতকে দিশা দেখাচ্ছে স্মার্ট প্রশাসন। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে এক সফরকালে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "দুর্নীতি আর কালো টাকা ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে।" সেরাজ্যের এক স্বনির্ভর গোষ্ঠী, "সখীমণ্ডল"-কে কয়েকটি স্মার্ট ফোন উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী; তারপর তার মন্তব্য, স্মার্ট ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে গ্রামবাসীদের জ্ঞানগম্যি দেখে তিনি বস্তুতই বেশ তাজ্জব।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনওরকম সহনশীলতা না দেখানো এবং 'ন্যূনতম আয়তনের সরকার, সর্বাধিক প্রশাসন' নীতির ফলে সাম্প্রতিককালে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা অনেক সরল হয়েছে। সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সময়ে কোনও সরকারি আধিকারিককে দিয়ে প্রত্যয়নের রীতির অবসান, সরকারি দপ্তরগুলিতে নিচু পদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ প্রথা তুলে দেওয়া, পঞ্চাশের বেশি বয়সি অদক্ষ ও সত্যনিষ্ঠতার প্রতি সন্দেহের অবকাশ আছে এমন সরকারি কর্মীদের বাধ্যতামূলক অবসর; এই লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উদাহরণ। এছাড়া কালো টাকার উপর রাশ টানতে ও দুর্নীতি রোধে সরকার বড়ো অঙ্কের নোটের বিমুদ্রীকরণ ঘটিয়েছে। কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান জারি রাখতে গঠিত হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। কয়লা খাদানগুলির বাধ্যতামূলক অনলাইন নিলাম চালু করেছে সরকার। ইউরোপের নানা দেশ এবং অন্যত্র কর ফাঁকির যে স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠেছে, তার অবসান ঘটাতে সরকার জি-২০ দেশগোষ্ঠীর বৈঠকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছে। সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারত বলেছে, কালো টাকা ও কর ফাঁকির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দুই দেশের জন্যই 'অভিন্ন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র'।

দুর্নীতি রোধে ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের অন্যতম হাতিয়ার হল তার শক্তপোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো। এই কাঠামো যে কার্যকরী, সময়ের সাথে সাথে তারও প্রমাণ ইতোমধ্যেই মিলেছে। এর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন; কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল; বিচারক (অনুসন্ধান) আইন; লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন ২০১৩; কোনও দুর্নীতি/অবৈধ বা অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বিষয়ে তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেন এমন ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য ২০১১ সালে লাগু হওয়া "Whistle Blowers Protection Act, 2011"; অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন; বেনামি লেনদেন প্রতিরোধ আইন প্রভৃতি। প্রত্যেক

[লেখক রাজস্থান কর পর্ষদের চেয়ারম্যান; একই সাথে রাজস্থান রাজস্ব পর্ষদের চেয়ারম্যানের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত। ই-মেল : vsrinivas@nic.in]

সরকারি কর্মীকে তার সম্পত্তির হিসাব বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও প্রত্যেকবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে প্রার্থীপদের মনোনয়নপত্র পেশের সময়ে সম্পত্তির হিসাব দাখিল করতে বাধ্য থাকেন।

প্রশাসনকে আরও 'স্মার্ট' করে তুলতে

২০১৪ সালে স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশে ভাষণে "প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজন"-র কথা ঘোষণা করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের সমস্ত পরিবারকে সামগ্রিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থায় সামিল করতে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির দিশায় এক জাতীয় মিশন আকারে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "গরিব মানুষজন যাতে স্বচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারেন, দেশের অর্থনৈতিক সম্পদকে সেই কাজেই লাগানো উচিত। এখান থেকেই সূচনা হবে পরিবর্তনের।" দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতির লড়াইয়ে সামনের সারিতে রয়েছে 'প্রশাসনকে স্মার্ট করে তোলার' এই প্রয়াস। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এই বিপ্লব এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্যের কাহিনী বয়ান করে যার সুফল পেয়েছেন লক্ষ লক্ষ ভারতীয়। সাবেক ব্যবস্থাতেও যে অভাবী মানুষজনকে ভরতুকি দেওয়া হ'ত না এমনটা কিন্তু নয়; তবে সাবেক পদ্ধতিতে দেওয়া ভরতুকিতে যত মানুষ উপকৃত হতেন, এই "অধিকতর স্মার্ট প্রশাসনিক মডেলে" সমপরিমাণ ভরতুকির সুবাদে আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

''প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা'', ওভারড্রাফটের সুবিধাযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সকলের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। এই প্রকল্পের সুবাদে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অভাবী মানুষজনের মধ্যেও সঞ্চয়ের মানসিকতার প্রসার ঘটাতে মাঠে নামতে যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছে। ফলত, গ্রামীণ ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ভরতুকি এবং বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও পরিষেবা নির্দিষ্ট হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে ২০১৬ সালে অর্থ বিল হিসাবে আধার আইন জারি করা হয়। আধার, অভিন্ন পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা (Unique

Identification Number) প্রকল্পের আইনি প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ভারতের সংগঠিত সরকারি অর্থভাণ্ডার (Consolidated Fund) থেকে অর্থ ব্যয় করে যত রকম সরকারি ভরতুকি, সুবিধা ও পরিষেবা দেওয়া হয়, তা যাতে সুনির্দিষ্ট প্রাপকের কাছেই পৌঁছয়, কোনও রকম নয়ছয় বা বেআইনি কাজের অবকাশ না থাকে, আধারের মাধ্যমে তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৬ সালে সরকারের তৃতীয় বৃহৎ পদক্ষেপ হল, BHIM (Bharat Interface for Money) মোবাইল অ্যাপ চালু করা। 'ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন' এটি উদ্ভাবন করেছে মানুষকে নগদবিহীন লেনদেনে উৎসাহিত করতে। BHIM অ্যাপের সাহায্যে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরাসরি ই-পেমেন্ট করা যায়। এই অ্যাপ ব্যবহারকারীরা দু'টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে টাকাপয়সা লেনদেন করতে পারেন এবং যে কোনও মোবাইলে এই অ্যাপ ব্যবহার করা যায়। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, আধার আইন এবং BHIM অ্যাপ একত্রে এমন এক স্বচ্ছ সরকারি ব্যবস্থা গড়ে তুলছে যার ফলে যাবতীয় ভরতুকি, নির্দিষ্ট হকদারের কাছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই JAM (জনধন-আধার-মোবাইল) প্রযুক্তি ত্রয়ী Unified Payments Interface (UPI)-এর মাধ্যমে টাকাপয়সার লেনদেন বা মোবাইল ব্যাঙ্কিংকে ই-মেল পাঠানোর মতোই সহজ করে তুলেছে। National Electronics Transfer of Funds (NEFT), Real Time Gross Settlements (RTGS), Immediate Payment Service (IMPS), Electronic Clearing System (ECS) প্রভৃতি এখন দ্রুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের মূল ধারার কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হয়ে উঠছে।

প্রতিরোধমূলক নজরদারির ওপর জোর

সাংসদ শ্রী কে. সান্থানামের নেতৃত্বে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন (CVC) গঠন করা হয়। সান্থানাম কমিটি দুর্নীতির চারটি মূল কারণ চিহ্নিত করে। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা; যতটা সাধ্য তার থেকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ডে সরকারের জড়িত থাকা, সরকারি কর্মীদের ক্ষমতা ব্যবহারে ব্যক্তিগত মতামত ফলানোর সুযোগ; এবং জটিল পন্থাপদ্ধতি। সান্থানাম কমিটির সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত একটি প্রস্তাবের সুবাদে ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে শীর্ষস্থানীয় সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৯৭ সালে জৈন হাওয়ালা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা দেওয়া হয় এই কমিশনকে। ২০০৩ সালে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন আইনের আওতায় সংস্থার গঠনতন্ত্রে রদবদল ঘটানো হয়। সরকারি কর্মচারী ও নিগমের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ রয়েছে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ মোতাবেক তা তদন্ত করে দেখার ভার ন্যস্ত হয় কমিশনের উপরে।

সরকারি প্রশাসনে স্বচ্ছতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন। দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে বেশ কিছু বন্দোবস্ত ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে। Government E-Market (GEM) ব্যবস্থাপত্র চালুর ফলে অনলাইন দরপত্র ও অনলাইন ক্রয়ের দৌলতে সরকারি দপ্তরগুলির মালপত্র কেনাকাটার ক্ষেত্রে বেনিয়ম কমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এসেছে। কমিশন ছাত্র ও যুবাদের নৈতিকতার পাঠ পড়াতে উদ্যোগ নিচ্ছে; এছাড়াও ভিজিল্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ পালন, পদ্ধতি সরলীকরণের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের মর্জিমাফিক কাজের সুযোগ বন্ধ করা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর এবং দোষ প্রমাণিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নাগরিকদের ও সংগঠনগুলিকে স্বেচ্ছায় ই-শপথ গ্রহণে উৎসাহ দিয়ে কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে এক গণ-আন্দোলনের চেহারা দিতে চাইছে। স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং নাগরিককেন্দ্রিক প্রশাসন গড়ে তুলতে সংগঠনগুলির জন্য চালু করা হয়েছে সততা-সূচক (Integrity Index)।

অডিট ও অ্যাকাউন্টস ব্যবস্থার মজবুতীকরণ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে শামিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অব ইন্ডিয়া (CAG)। CAG সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে অডিট ও অ্যাকাউন্টস বা হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত পদ্ধতি খতিয়ে দেখে অর্থনৈতিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনে বড়ো ভূমিকা নেয়। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে গৃহীত বড়ো মাপের পরিবর্তনের কয়েকটি নিদর্শন হল, সাধারণ বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেট মিশিয়ে দেওয়া, পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয়ের সংযুক্তি, অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়া, সর্বোপরি পণ্য ও পরিষেবা কর চালু প্রভৃতি। শহর এলাকায় পুরসভার মতো

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের তৃতীয় স্তর। বার্ষিক প্রায় ১৪ লক্ষ কোটির মতো বিপুল অঙ্কের টাকা বিভিন্ন সূত্রে এদের হাতে আসে। কিন্তু নিম্নমানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় জেরবার এসব প্রতিষ্ঠান; তাছাড়াও দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একেই অগুণতি, তাছাড়াও এদের হাতে আসা অর্থের পরিমাণ এত বেশি ও এত বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে সংস্থাগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছে যে, CAG এদের অডিট করার কাজটি বেশ ঝঞ্ঝাটঝামেলার বলে মনে করে; কাজেই এদের ক্ষেত্রে অডিট করার সময় বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত এবং ঝুঁকির দিকগুলি মাথায় রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মতামত দিয়েছে। রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের বিষয়টি CAG অনুধাবন করেছে, যার মধ্যে পড়ছে সমান্তরাল অর্থনীতি ও কালো টাকার দৌলতে তথা ট্রান্সফার প্রাইসিং, অ্যাকোমোডেশন বিল ইত্যাদির সূত্রে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জসমূহ। কর রিটার্ন ফাইল দাখিল, কর নির্ধারণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ক্রমপ্রসারের জেরে বিপুল পরিমাণ ডিজিট্যাল তথ্য সামলানোর হ্যাপা—সবকিছুর বিষয়েই CAG যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

প্রশাসনে স্বচ্ছতা

২০০৫ সালের তথ্যের অধিকার আইন ভারতে গণতন্ত্রের শিকড়কে আরও গভীরে প্রোথিত করে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অংশগ্রহণকে সুদৃঢ় করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োগ কেবল নাগরিকদের কোনও তথ্য জানবার অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা নাগরিকদের প্রশ্ন তোলার অধিকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। পুরোপুরি স্বচ্ছ ও ঝুটঝামেলাবিহীন প্রক্রিয়ায় তথা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে তথ্যের নাগাল পাওয়া যায়, সেই উদ্যোগ নিতে হবে। রূপায়ণের এক দশক পরে আজ সারা দেশ, তথ্যের অধিকার আইনের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা বুঝতে পারছে। দেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রভাবে অনেক উন্নতি হয়েছে। তথ্য বিনিময়ের ফলে আজ নাগরিকরাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছেন, যার দৌলতে সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে।

লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন, ২০১৩

কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স আইন, ২০১৩-এ কিছু সংশোধন এনেছে লোকপাল ও লোকায়ুক্ত আইন, ২০১৩। এর জেরে গ্রুপ 'বি', 'সি' ও 'ডি' স্তরের কোনও সরকারি

আধিকারিক বা কর্মীর বিরুদ্ধে লোকপাল অভিযোগ পাঠালে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন তার প্রাথমিক তদন্ত করে দেখবে। গ্রুপ 'এ' পদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে কমিশনে একটি পৃথক তদন্ত নির্দেশনালয় (Directorate of Inquiry) গঠন করবে। গ্রুপ 'এ' ও 'বি' পদমর্যাদাভুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে লোকপালের পাঠানো অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট কমিশনকে পাঠাতে হবে লোকপালের কাছে। লোকপালের সুপারিশ অনুযায়ী গ্রুপ 'সি' ও 'ডি' স্তরের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত চালানো এবং তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বও কমিশনের ওপরই ন্যস্ত।

দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ সংশোধন

দুর্নীতি মোকাবিলা সংক্রান্ত আইনগুলি সংশোধন ও সংহত করে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ তৈরি করা হয়েছে। সরকারি কাজে আইনসঙ্গত পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কোনও সুবিধা নিলে শাস্তিবিধানের সংস্থান রয়েছে এই আইনে। এর তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে সিবিআই ও রাজ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে। তবে এর পাশাপাশি সরকার বলছে, সরকারি কর্মচারীরা তাদের দায়িত্ব পালনে কতখানি দায়বদ্ধ থাকবেন, তা এমন বাস্তবসম্মত নিক্তিতে স্থির করা হয়েছে, যাতে করে সরকারি কর্মীরা নিরপেক্ষভাবে সৎ সিদ্ধান্ত নিতে দোনামোনা না করেন। সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে রদবদল ঘটাতে একটি সংশোধনী বিলের প্রস্তাব করেছে। যাতে করে অপরাধমূলক অসদাচরণের সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা যায়; যাতে কেউ আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পদের অধিকারী হলে সম্পত্তির ভোগদখলকেই একমাত্রা মাপকাঠি না ধরে সেই সম্পত্তির মালিকানা পেতে সে কতটা ইচ্ছুক ছিল তাও তদন্ত করে প্রমাণ করা হয়। এতে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পদের অভিযোগ প্রমাণের পরিধি আরও বেড়েছে।

প্রতিবাদীদের আরও আঁটোসাটো সুরক্ষা দিতে

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদীদের বিধিবদ্ধ নিরাপত্তা দিতে ২০১০ সালের আগস্টে লোকসভায় Public Interest Disclosures and Protection to Persons making the Disclosures Bill, 2011 পেশ করা হয়। Whistle Blowers Protection Bill, 2011 শিরোনামে ২০১১-র ডিসেম্বরে লোকসভায় এবং ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজ্যসভায় পাস হয় বিলটি। ২০১৪ সালের ৯ মে তারিখে রাষ্ট্রপতি এই বিলে স্বাক্ষর করেন। দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও সুরক্ষা ব্যাহত হতে পারে, এমন তথ্য ফাঁসের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচকে আরও শক্তিশালী করতে ২০১৫ সালে এই আইনে আরও ২১-টি সংশোধনী যোগ করা হয়।

বেনামি লেনদেন বন্ধ করতে

বেনামি লেনদেন (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৮, প্রায় ২৮ বছর ধরে খাতায়-কলমে থাকলেও অন্তর্নিহিত কিছু ত্রুটির জন্য বাস্তবে এটি কার্যকর করা যায়নি। বেআইনি লেনদেন বন্ধ করতে সঠিকভাবে আইনটি রূপায়ণের লক্ষ্যে সংশোধনী এনে উল্লিখিত আইনটি "বেনামি লেনদেন (প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন, ২০১৬" শিরোনামে পাস করানো হয়। সংশোধিত এই আইন আয়কর কর্তৃপক্ষকে বেনামি সম্পত্তি ক্রোক ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে। বেনামি লেনদেনের দায়ে আদালতে কোনও ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে এই আইনের আওতায় তার ন্যূনতম এক বছর থেকে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং বেনামি সম্পত্তির বাজার দরের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। ২০১৬ সালের পয়লা নভেম্বর থেকে দেশে বেনামি লেনদেন (প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন, ২০১৬ কার্যকর হয়েছে। এযাবৎ এই আইনের আওতায় বহু বেনামি লেনদেন চিহ্নিত করা গেছে।

শেষে বলি, দুর্নীতি ও কালো টাকার বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ জারি রয়েছে। স্মার্ট প্রশাসনকে সামনে রেখে এই প্রয়াস ইতিবাচক ফল দিচ্ছে।❑

‘তিন তালাক’ রায় : এ জয় মুসলিম নারীসমাজের

আর. কে. সিন্‌হা

বহু গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তিন তালাকের সপক্ষে ধর্মীয় ধুয়ো তুলে এবারও আদালতে জোরালো সওয়াল করে। কিন্তু ন্যায়বিচারের দেবী এদফায় অনড় ছিলেন; সুপ্রিম কোর্ট এমন এক যুগান্তকারী রায় দেয়, যা মুসলমান নারীসমাজের কাছে এক নবজীবনলাভের বার্তা বয়ে এনেছে। মামলা চলাকালীন একটা প্রশ্ন মানুষের মনে বারংবার এসেছে। এবার কি তিন তালাক ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে মানবতার জয় হবে; নাকি ফের একবার গোঁড়া মুসলিম মৌলবাদ নিজের ক্ষমতা জাহিরে সফল হবে?

বিশ্বের যে কোনও সমাজ ও ধর্মের মধ্যেই আজও বিবিধ কুপ্রথার অস্তিত্ব কম-বেশি রয়েই গেছে। তর্কসাপেক্ষ হলেও, মুসলমান ধর্মে একসাথে তিনবার “তালাক” শব্দটি উচ্চারণ করেই পুরুষদের একতরফা বিবাহবিচ্ছেদের যে বিশেষাধিকার স্বীকৃত; তার নির্বিচার অবৈধ প্রয়োগ যে নানা যুগে, নানা দেশে মুসলমান মেয়েদের জীবনকে দুর্বিষহ নরক করে তুলেছে তা নিয়ে বিশেষ দ্বিমত নেই। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ভারতে এই কুপ্রথা এই সেদিন পর্যন্ত বৈধ ছিল। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাকিস্তান-সহ বিশ্বের বহু “মুসলিম দেশ”ই কিন্তু বহু আগেই “তিন তালাক”কে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। অবশেষে চলতি বছরে ভারতীয় মুসলমান নারীসমাজকে ‘‘তিন তালাক’’-এর বিভীষিকামুক্ত করতে এক ঐতিহাসিক রায়দানের মাধ্যমে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত এই রায়ে ছয় মাসের মধ্যে কেন্দ্রকে সংসদে তিন তালাক নিয়ে একটি আইন তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরও জানিয়েছে, উল্লিখিত ছয় মাস সময় পর্বে, অর্থাৎ, কেন্দ্র আইন তৈরি না করা পর্যন্ত তিন তালাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। আর এই কড়ার করা ছয় মাসের সময় পর্বের মধ্যে যদি কেন্দ্র আইনটি প্রণয়ন করে লাগু করতে অপারগ হয়, তবে সুপ্রিম কোর্টের এই “তিন তালাক সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে” তারপরও।

তিন তালাক সংক্রান্ত এই মামলা চলছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জে. এস. খেহরের (সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন) নেতৃত্বাধীন পাঁচ জন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। এর মধ্যে তিন জন বিচারপতি তিন তালাক রদ করার বিষয়ে সহমত পোষণ করেন। বলা যেতে পারে, সংশ্লিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এই ইতিহাসের সাথে জড়িত রয়েছে এক সাধারণ, তবুও অনন্যসাধারণ মুসলমান মহিলার নাম। শাহবানু। ১৯৮৫ সালে ৬২ বছরের বৃদ্ধা, পাঁচ সন্তানের জননী শাহবানু তিনি তালাকের মাধ্যমে (১৯৭৮ সালে) বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ আদায়ের দাবিতে আদালতের দারস্থ হওয়ার হিম্মত দেখান। শীর্ষ আদালত সেই মামলা গ্রহণ করে ও শাহবানুর সপক্ষে রায় দিয়ে তার প্রাক্তন স্বামী মহম্মদ আহমেদ খানকে নির্দেশ দেয় শাহবানুকে ভরণপোষণ দিতে। গোঁড়া মুসলমান সমাজ ও ভোটের কারবারি রাজনৈতিক নেতাদের প্রবল চাপের মুখে আদালতের এই রায়ের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংসদ “Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986” পাস করে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের উল্লিখিত রায় দুর্বল হয়ে পড়ে; তথা কেবলমাত্র (মুসলিম আইন অনুযায়ী) “ইদাহ্” পর্ব চলাকালীন (তিন তালাকের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের পর নব্বই দিন পর্যন্ত) মুসলিম

[লেখক রাজ্যসভার সদস্য এবং ‘হিন্দুস্থান সমাচার নিউজ এজেন্সি’র চেয়ারম্যান। ই-মেল : rkishore.sinha@sansad.nic.in]

নারীরা প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ পাওয়ার হকদার হন। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির "রাজনৈতিক দায়" বিষয়ে শীর্ষ আদালত বিলক্ষণ অবগত। কাজেই এবার তিন তালাক প্রথা তুলে দিতে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে চূড়ান্ত রায়দানের পথে হাঁটেননি অভিজ্ঞায় ঋদ্ধ বিচারপতিরা। বরং সে দায় চাপিয়ে দিয়েছেন সংসদের উপর। তবে সংসদের কাছে তিন তালাক ইস্যুতে তারা নিজেরা কী আশা করেন, তা বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের এই রায়ের মাধ্যমে।

রায়দানে যে সুচিন্তিত প্যাঁচপয়জার শীর্ষ আদালত ব্যবহার করেছে, তাতে বলা যেতে পারে মোটের উপর এবার তিন তালাকের অন্যায্য প্রয়োগের হাত থেকে জাতি নিশ্চিতভাবে নিস্তার পেতে চলেছে। আদালতের হস্তক্ষেপ তো রয়েইছে; পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাতাবরণও এবার অনুকূল। স্মরণ করা যেতে পারে, গত বছরই স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশে লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তিন তালাকের মতো অমানবিক প্রথা তুলে দিতে আইন আনা হবে বলে মুসলমান নারীসমাজকে আশ্বাস দেন।

মানবতার জয় : গোঁড়ামির হার

সঠিক অর্থেই কথায় বলে "কানুন অন্ধ"। তাই তো আদালতে ন্যায়ের দেবীমূর্তির চিত্রকল্পের চোখে সর্বদাই কালো রঙের পট্টি বাঁধা থাকে। এর নিহিতার্থ সহজেই অনুমেয়, কানুন সবার জন্য সমান। ন্যায়ের দেবী তার তরাজুতে সবার জন্য চুলচেরা ন্যায়বিচার চান বলেই চোখ খুলে পক্ষপাতের সম্ভাবনা এড়িয়ে চলেন। তিন তালাক মামলার শুনানি চলাকালীনও বহু গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তিন তালাক প্রথা বজায় রাখার সপক্ষে ধর্মীয় ধুয়ো তুলে আদালতে জোরালো সওয়াল করে। কিন্তু ন্যায়বিচারের দেবী এদফায় অনড় ছিলেন; সুপ্রিম কোর্ট এমন এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক রায় দেয়, যা এক কথায় মুসলমান নারীসমাজের কাছেও এক নতুন জীবনলাভের বার্তা বয়ে এনেছে। এই রায়দানের পর্বের আগে, মামলা চলাকালীন একটা প্রশ্ন মানুষের মনে বারংবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। এবার কি তবে তিন

তালাক ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে মানবতার জয় হবে; নাকি ফের একবার গোঁড়া মুসলিম মৌলবাদ নিজের ক্ষমতা জাহির করতে সফল হবে।

সাংবিধানিক বেঞ্চের পাঁচজনের মধ্যে তিন বিচারপতি, বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, বিচারপতি আর. এফ, নরিম্যান এবং বিচারপতি ইউ. ইউ. ললিত তিন তালাককে অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহর এবং বিচারপতি এস. আব্দুল নাজীর অভিমত পোষণ করেছেন যে এই প্রথা মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের অঙ্গ; কাজেই তাতে আদালতের হস্তক্ষেপ অভিপ্রেত নয়। যাইহোক প্রথমোক্ত তিন বিচারপতি, বিচারপতি খেহর ও বিচারপতি নাজীরের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। তিন বিচারপতিই তিন তালাককে সংবিধানের ধারা ১৪ (সমতার অধিকার)-এর মূলভাবনার পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেন।

এই সিদ্ধান্তের দরুন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তিন তালাক প্রথাকে আদালত "অসাংবিধানিক" তকমা দিয়ে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একই সঙ্গে আদালত আরও যে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্নটি তুলেছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; বিশ্বের বহু মুসলিম দেশই যখন ইতোমধ্যেই তিন তালাক প্রথাকে আইন করে তুলে দিয়েছে; তখন ভারতে তা রদ করতে অসুবিধাটা কীসের? কাজেই আদালত সোজাসাপ্টা ভাষায় সংসদকে নির্দেশ দিয়েছে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই ইস্যুতে আইন তৈরি করতে।

তিন তালাক এক 'কুৎসিত প্রথা'

সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহর এবং বিচারপতি এস. আব্দুল নাজীর "তিন তালাক"কে মুসলমানদের মৌলিক অধিকারের অঙ্গ হিসাবে আখ্যা দিয়ে বিচারব্যবস্থার তাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় বলে জানিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও দুই বিচারপতি কিন্তু এ নিয়ে কোনওরকম দ্বিমত প্রকাশ করেননি যে, "তিন তালাক" এক অতি কুৎসিত প্রথা; তথা আইন প্রণয়ন করে ইস্যুটির সমাধানের প্রতি সরকারের যথাযথ নজর দেওয়া উচিত। সুতরাং এ নিয়ে আর কোনও দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই; কেন্দ্রীয় সরকারকে এখন মুসলমান সমাজের মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য এক বলিষ্ঠ আইন আনতেই হবে।

ভারতে মুসলমান মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার হাল-হকিকত সম্পর্কে কেউ যদি সঠিকভাবে জানতে বুঝতে চান, তাকে একটি উপন্যাস পড়তেই হবে। আবদুল্লা বিসমিল্লার লেখা এই উপন্যাসের নাম "ঝিনিঝিনিবিনি চাদরিয়া"। উপন্যাসে এমন কয়েকটি মুসলমান পরিবারের কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে যেসব

পরিবারে মেয়েদের নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণির জীব হিসাবে গণ্য করা হয়। উপন্যাসের এক জায়গায় এসে একটি চরিত্রের মুখে লেখক যে সংলাপ বসিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। উপন্যাসের চরিত্রটি বলছে, "সর্বোপরি সমাজে মহিলাদের আমরা কী মর্যাদা দিচ্ছি? সমাজে তাদের কাজটা কী? তারা (অর্থাৎ, নারীরা) আছে কেবল রান্নাবান্না, আমাদের সঙ্গে শোওয়া (অর্থাৎ, যৌনতার প্রয়োজনে) আর বাচ্চার জন্ম দিতে; সেটাই সব, বাকি কিছু নেই। এর একটি কাজেও যদি তারা অসফল হয়; একটি মাত্র শব্দই কেবল তিন বার উচ্চারিত হবে, "তালাক, তালাক, তালাক"।

মুসলমান মহিলাদের প্রকৃত শত্রু কে?

এই নিষ্করুণ নির্মম কুপ্রথার হাত থেকে মুসলমান মেয়েদের আজাদ করতে "তিন তালাক"-এর বিরুদ্ধে যখন জোরদার প্রচারাভিযানের সূচনা হয়; বহু মুসলিম রাজনৈতিক নেতাই এগিয়ে এসে বিরোধিতায় সোচ্চার হন। যারা কিনা এযাবৎ নিজেদের মুসলিম সমাজের আদি ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী হিসাবে দাবি জানিয়ে এসেছেন। যাই হোক, গণমাধ্যমে বিভিন্ন আলোচনাসভা ও বিতর্কে অংশ নিয়ে এইসব রাজনীতির কারবারিরাই তিন তালাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায় সরকারকে সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন। বহু মোল্লা, মৌলবী ও উলেমাকে ঘন ঘন এইসব বিতর্কে অংশ নিতে দেখা গেলেও, কোনও টিভি চ্যানেলেই এক বারের জন্যও একজনও মুসলমান মহিলাকে নিজের বক্তব্য রাখতে ডাকা হয়নি। এই চলতি একুশ শতকেও এই ঢোলশোহরত করে স্বঘোষিত মুসলমান নেতারা চান মুসলমান নারীসমাজ সেই মধ্যযুগের রীতিরেওয়াজ ও কায়দাকানুনই অনুসরণ করে চলবেন। এইসব রাজনীতিকরা নির্লজ্জের মতো সরকারের প্রগতিশীল মনোভাবের বিরোধিতা করে চলেন।

এদের সবার সামনে এই মুহূর্তে একটা নিতান্ত জরুরি প্রশ্ন রাখা দরকার। তিন তালাকের সপক্ষে গলাবাজি করা এবং গোমাংস ভক্ষণের বিষয়ে সরকারের নীতির বিরুদ্ধাচারণ করা ছাড়া, নিজের সমাজ বা কৌমের হিতার্থে এরা আজ পর্যন্ত ঠিক করেছেনটা কী? তিন তালাকের বিষয়টি যখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বিষয় ছিল, আমার সাথে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন পর্ষদের (Muslim Personal Law Board) একজন সদস্যের সাক্ষাৎ হয়। তাকে আমি নিজে থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল, তিন তালাক প্রথার পরিবর্তন ঘটলে তোমাদের ঘরের মেয়ে ও মহিলাদেরই ক্ষমতায়ন ঘটবে; হিন্দুদের এতে লাভই বা কী আর ক্ষতিই বা কী?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল, যখন বিশ্বের বহু মুসলিম রাষ্ট্রই নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে তিন তালাক প্রথার অবসান ঘটানোর পরও ইসলাম ধর্মের অবমাননা হয়নি, তখন এখানে (অর্থাৎ, ভারতে) এই অতি সেকেলে ও নিষ্ঠুর রেওয়াজের বন্ধ হলে ইসলামের

মতো এত প্রাচীন ও মহান ধর্ম একেবারে রসাতলে যাবে বা মুসলমানদের ব্যক্তিগত অধিকারের উপর আঘাত হানা হবে বলে কী করে তোমাদের মনে হচ্ছে? ল' বোর্ডের সেই সদস্যের কাছে আমার প্রশ্নের আদৌ কোনও জবাব ছিল না। কারণ, এর কোনও জবাব হয়ই না। কাজেই এই সম্প্রদায় এখনও যদি মধ্যযুগের অন্ধকারেই রয়ে যায়, তবে তার জন্য সম্পূর্ণত দায়ি মুসলিম সমাজের এই সমস্ত তথাকথিত মাতব্বরেরাই।

এখানে একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কোরান' বা 'হাদীস', এই দুইয়ের কোনওটিতেই কিন্তু 'তালাক'-এর সংস্থান নেই। শুধু তাই নয়, কোরানের এক জায়গায় স্পষ্ট করে বিবৃত করা আছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে সব জিনিস অত্যন্ত অপছন্দ করেন, সেই তালিকায় একেবারে শীর্ষে আছে "তালাক"। না তো রসুল, আর না অন্য কোনও নবি তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন। হ্যাঁ, যদি তাদের মধ্যে কারও নিজের কোনও স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ ঘটেছে, তারা সেই স্ত্রীকে স্রেফ অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে সেক্ষেত্রেও আগের মতোই সবরকমের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থাপত্র থাকত তাদের জন্য। সবরকম খেয়াল রাখা হ'ত তাদের প্রতি। যত্নআত্তির কোনও ঘাটতি রাখা হ'ত না।

অথচ আজকের দিনে আমরা কী দেখছি না, বিবাহবিচ্ছেদ ও খোরপোশ সম্পর্কে যথাযথ বলিষ্ঠ কানুনি সংস্থানের অনুপস্থিতি হেতু মুসলমান সমাজের মহিলারা অবর্ণনীয় নিম্নমানের জীবন কাটাতে বাধ্য হন। একথা বলতে দ্বিধা নেই, মুসলিম সমাজ তাদের নিজেদের ঘরের মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণের মনোভাব নিয়ে চলে। কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। মুসলিম পুরুষদের অনেকেই এখনও তিন তালাকের সপক্ষে ঝুঁকে থাকলেও গোটা মুসলিম মহিলাসমাজ কিন্তু পুরোপুরি এর বিরুদ্ধে।

"ভারতীয় মুসলিম মহিলা আন্দোলন" (BMMA) এব্যাপারে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে যে, ভারতের ৯২ দশমিক ১ শতাংশ মুসলিম মহিলা মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ তালাক দেওয়ার প্রথার বিলুপ্তি ঘটুক বলে কায়মনোবাক্যে কামনা করেন। কাজেই শীর্ষ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায় তাদের সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করতে চলেছে। যদিও সে স্বপ্ন পুরোপুরি পূরণ হতে তাদের এখনও আরও কিছুদিন, এব্যাপারে কেন্দ্রের সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট রায় রয়েছে, তাই সরকারকে মুসলিম নারীসমাজের সুরক্ষাকবচ হিসাবে, এক কঠোর আইন আনতেই হবে। যে আইন আখেরে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যাপক কাজে আসবে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, সরকার কেন আরও ছয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? আগামী নভেম্বর মাসেই তো সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে শুরু হচ্ছে। মোদী সরকার যে মহিলাদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর, তার প্রমাণ রাখতে সেই শীতকালীন অধিবেশনেই কেন তিন তালাক সংক্রান্ত বিল এনে তা পাস করানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে না? ❑

WBCS-এ অ্যাকাডেমিকের আবার দুর্দান্ত রেজাল্ট

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসটি সমুদ্রের মত। এই পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কি পড়ব এবং কতটা পড়ব এই বিষয়টি জানা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। এখানকার স্যারদের পরামর্শে বিষয়টি হয়ে উঠেছে জলবৎ।

Souvik Ghosh, Executive (Rank-1) WBCS - 2015

সাফল্যের জন্য দরকার পজিটিভ অ্যাটিটিউড

সর্বদা পজিটিভ চিন্তাভাবনা রাখতে হবে। একটা ন্যানো সেকেন্ডও ভাবা যাবে না যে আমি পারব না। লেখার মধ্যে মৌলিকত্ব নিয়ে আসতে হবে। দুর্বলতার জায়গাগুলি ইমপ্রুভ করতে হবে। আমার এই সাফল্যের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন-এর অবদান অনস্বীকার্য। শুধু কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পথে চলার ফসল আমার সাফল্য।

Sk. Wasim Reja, WBCS Executive -2016

আমার এই সাফল্যের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস সমুদ্রের মতো। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঠিক গাইডেন্সের ফলে এই বিশাল সিলেবাস আয়ত্ত করতে পেরেছি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য আজ আমি ডব্লুবিসিএস অফিসার হতে পেরেছি। অ্যাকাডেমিকের স্ট্র্যাটেজী এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি পার্সোনাল অ্যাটেনশনই হল আমার সাফল্যের চাবিকাঠি।

Pijush Khan, ADSR (Gr.A), (WBCS - 2016)

সাফল্যের একমাত্রে শর্ত হল দৃঢ়চেতা মানসিকতা

শুধুমাত্র পরিশ্রম সাফল্য এনে দিতে পারে না, সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সময় মাফিক রূপায়নই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটা যতটা সহজ ততটা কঠিন। এক্সিকিউটিভে যাওয়ার জন্য প্রথম থেকেই মানসিক প্রস্তুতি দরকার। ধৈয্য হারালে চলবে না। গ্রুপ স্টাডি করা যেতে পারে তবে সেটা যেন সর্বনাশ ডেকে না আনে।

Krishanu Roy, WBCS (Executive) -2016

I am very thankful to Academic Association for guiding me to overcome the fear regarding the interview.

First thing first, I owe my success to Almighty God and my parents to give their support, a positive environment and also have faith in me. To crack WBCS the most important thing is to know about the trend and changing pattern of exam.

Md. Jawed, ADSR (Gr.A), WBCS-2015

Read to Learn, Not to Pass Time

একটি ছোট্ট পদক্ষেপে হাজার মাইলের যাত্রা শুরু হয়। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তোমাদের শুধু সেই ছোট পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে না, বরং তোমার সম্পূর্ণ যাত্রাপথকে সুগম করে দেবে। এই বারই শেষ বার ধরে নিয়ে প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পড়াশুনাকে ভালোবাসতে পারলে সাফল্য আসবেই।

Md. Warshid Khan, CTO (Gr. A) WBCS - 2016

Thanks to Samim Sir for his continuous support

I am proud to be a part of Academic Association. I personally want to give thanks to Samim Sir for his continuous support as a mentor throughout the journey. Thank you Academic Association.

Dr. Dipanjan Jana
Food and Supplies Services (Gr. A), WBCS-2016

থাকতে হবে বীর যোদ্ধার মানসিকতা

আমি মনে করি যে কোন গ্র্যাজুয়েট ছেলে বা মেয়ে ডব্লুবিসিএস পেতে পারে। সিলেবাস দেখে ঘাবড়ে না গিয়ে, বীরের মত যুদ্ধ করার মানসিকতা থাকলেই ডব্লুবিসিএস জলভাত। আমি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Arijit Dwari, ADSR (Gr. A), WBCS-2016

WBCS -2018 ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে

Academic Association
53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in
9038786000
9674478600
9674478644

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

স্বচ্ছ ভারত : লক্ষ্যপূরণ সুনিশ্চিত

পরমেশ্বরণ আইয়ার

স্বাধীনতার সত্তর বছর পেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর নির্মল ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। ক্ষমতায় এসেই নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের সময় সীমার মধ্যে দেশকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজমুক্ত করতে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী; যা কিনা সেসময় আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই অসম্ভব ঠেকেছিল। এটা ঠিকই যে সেই লক্ষ্য পূরণে আমাদের এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে এযাবৎ কাজের যে পরিমাণ অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, তাতে লক্ষ্য পূরণ সুনিশ্চিত।

গান্ধীজী স্বপ্ন দেখেছিলেন এক আবর্জনামুক্ত স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার। আগামী ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর 'জাতির জনক' মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী। আর সেই পুণ্য তিথি আসার আগেই যদি আমরা উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করার অভ্যাস বর্জিত এক নির্মল ভারত গড়ে তুলতে পারি, তবে জাতির জনকের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী পালনের তার থেকে ভালো পথ আর কিছু হতে পারে কি? এরকম একটা চিন্তা নিয়েই প্রধানমন্ত্রী বিগত ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে জাতির উদ্দেশে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করার অভ্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান জানান। হয়তো তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে গোটা বিশ্বের মধ্যেই এক রাষ্ট্রপ্রধানের তরফে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তথা সোচ্চার ঘোষণার খেতাব দেওয়াই যেতে পারে। এর আগেও যে দেশে এই লক্ষ্যে কাজ হয়নি তা নয়; তবে এভাবে (প্রশাসনের) সর্বোচ্চ স্তর থেকে "স্যানিটেশন" নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তৎপরতা চোখে পড়েনি। বিষয়টিকে জাতীয় নীতি ও বিকাশের সাথে একাত্ম করে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা হয়নি।

ভারতে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ দীর্ঘকালের। আর এর দরুনই প্রত্যেক বছর এক লক্ষেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয় পেটের সংক্রামক রোগব্যাধির সূত্রে। অথচ এসব রোগই কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি সমীক্ষায় এই তথ্য সামনে এসেছে যে, ভারতীয় শিশুদের মধ্যে মোটের উপর ৪০ শতাংশেরই সঠিক বাড়বৃদ্ধি হয় না। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবই প্রাথমিকভাবে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ি। তাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে; হিসাব করে দেখা গেছে তা আমাদের দেশের GDP বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মোটের উপর ৬ শতাংশের সমান। মহিলাদের নিরাপত্তা ও মানসম্ভ্রমের প্রশ্নেও উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজ প্রায়শই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করেন, এই সমস্যার সমাধানে এক দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়াটা নিতান্তই জরুরি। এবং সেই কাজটাও সম্পন্ন করতে হবে মিশনের আকারে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। একুশ শতকের ভারত বিশ্বের মধ্যে এক অর্থনৈতিক "সুপার পাওয়ার" হয়ে ওঠার পথে; কাজেই সেই ভারতে জায়গায় জায়গায় নোংরা-আবর্জনা জমে থাকা ও উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজের কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। কাজেই তিনি তার রাজনৈতিক পুঁজিকেই স্যানিটেশন বন্দোবস্ত ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে লাগাতে মনস্থ করেন। আর তাকে এক জাতীয় অগ্রাধিকারের তকমা দেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অগ্রগতি

স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM) কর্মসূচি প্রায় তিন বছর ধরে চলছে। মিশনের সার্বিক অগ্রগতি এক কথায় বেশ ভালোই। কিছু কিছু রাজ্য অন্যদের তুলনায় বেশি ভালো

[লেখক কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের সচিব। ই-মেল : param.iyer@gov.in]

কাজ করেছে। মিশনের শুরুতে গ্রামাঞ্চলে ৩৯ শতাংশ এলাকা স্যানিটেশনের আওতায়ভুক্ত ছিল। প্রায় তিন বছরের মধ্যেই তা বেড়ে হয়েছে ৬৮ শতাংশ। ইতোমধ্যেই গ্রাম ভারতে ২৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস বর্জন করেছেন। গোটা ভারতজুড়ে ১৯৩-টি জেলা ও প্রায় ২ লক্ষ ৩৫ হাজার গ্রামকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন (Open Defecation Free, ODF) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সিকিম, হিমাচলপ্রদেশ, কেরালা, হরিয়ানা ও উত্তরাখণ্ড—দেশের এই পাঁচ রাজ্য ODF-র তকমা পেয়েছে। তবে সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হল, পবিত্র গঙ্গানদী তটের ৪ হাজারেরও বেশি গ্রামকে ইতোমধ্যেই পুরোপুরি উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজবিহীন করে তোলা গেছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন কী অর্থে অভিনব?

সারা বিশ্বের মধ্যেই স্বচ্ছ ভারত মিশন এক অভিনব কর্মসূচি। গোটা বিশ্বে এযাবৎ যত স্যানিটেশন উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে, কাজের সুযোগ ও পরিধির নিরিখে তা এই মিশনের ধারে কাছে আসে না। ৫৫০ মিলিয়ন গ্রামীণ ভারতবাসীকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস ত্যাগ করানো চাট্টিখানি কথা নয়। রকমারি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা করতে গিয়ে। সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো ভৌত পরিকাঠামো গড়ে তোলাটা এক ব্যাপার; আর মানুষের আজন্মলালিত অভ্যাসের পরিবর্তন, বিশেষ করে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজের মতো শতাব্দী প্রাচীন সাবেক রীতির বিরুদ্ধে এক জন- আন্দোলনের অনুরূপ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বেচ্ছায় শামিল করানোটা একেবারেই অন্য কথা। স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার বিষয়টি; কেবল পরিকাঠামো গড়ে তোলাটাই এখানে শেষ কথা নয়। সে কারণেই এর আগে বিভিন্ন সময়ে হাতে নেওয়া স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির তুলনায় একাধিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই তা অভিনব।

"সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো ভৌত পরিকাঠামো গড়ে তোলাটা এক ব্যাপার; আর মানুষের আজন্মলালিত অভ্যাসের পরিবর্তন, বিশেষ করে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজের মতো শতাব্দী প্রাচীন সাবেক রীতির বিরুদ্ধে এক জন-আন্দোলনের অনুরূপ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বেচ্ছায় শামিল করানোটা একেবারেই অন্য কথা। স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার বিষয়টি; কেবল পরিকাঠামো গড়ে তোলাটাই এখানে শেষ কথা নয়। সে কারণেই এর আগে বিভিন্ন সময়ে হাতে নেওয়া স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির তুলনায় একাধিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেই তা অভিনব।"

একেবারে প্রথমেই যে মূল ফারাকটির কথা বলতে হয়, তা হল, তথ্যের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন করে তুলে তাদের অভ্যাসের পরিবর্তনের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। কেবল কতগুলো শৌচাগার গড়ে তোলা হল, সেই পরিসংখ্যান থেকে আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে মূল লক্ষ্যে, অর্থাৎ, কতগুলো গ্রামকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের পুরোপুরি রেওয়াজবিহীন করে তোলা গেল, তাকেই পাখির চোখ করে এগোনো হয়েছে। গোটা কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে সামাজিক জনগোষ্ঠীকে। তারাই নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে এই স্বচ্ছতা বিপ্লবকে। বাচ্চারা, মহিলারা, বয়স্ক নাগরিকেরা, এমন কী ভিন্নভাবে সক্ষম বা প্রতিবন্ধী নাগরিকেরাও সেরা স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ন হিসাবে উঠে এসেছেন। নিজ নিজ জনগোষ্ঠীকে এরাই স্বচ্ছতার পাঠ পড়িয়ে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজের ভয়ঙ্কর কুফলগুলির বিরুদ্ধে সবাই মিলে দল বেঁধে লড়াইয়ে শামিল হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রী ৬ হাজার মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের এক বিশেষ জমায়েতে এরকমই দশ জন অনুপ্রেরণাদায়ী মহিলাকে "স্বচ্ছতা চ্যাম্পিয়ন" পুরস্কারে ভূষিত করেন।

এই মিশনে যোগ দিয়েছেন এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা স্যানিটেশন বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজটা করেন; সোজা কথায়

মানুষকে নিজের বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করতে ও তা নিয়মিত ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে থাকেন। এদের বলা হচ্ছে স্বচ্ছগ্রহী। এদেরকে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা প্রসারের কাজ করার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক (MDWS) এই প্রশিক্ষণের পরিধি ও গুণমান বাড়াতে "ভার্চুয়াল ক্লাসরুম" চালাচ্ছে। স্যানিটেশন বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে সচেতন করতে এবং মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে কোথায় কখন কোন হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে এই ক্লাসরুম মারফত একজন প্রশিক্ষক দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহু সংখ্যক স্বচ্ছগ্রহীর সাথে একই সময়ে আলাপ-আলোচনা চালান, মতামত বিনিময় করেন। গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে স্যানিটেশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তাদের মধ্যে সাবেক রীতিতে শৌচকর্মের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে গোটা জনগোষ্ঠীর মধ্যেই শৌচাগার গড়ে তোলার চাহিদা বাড়ানোটা এদের কাজ। পরিবর্তে তারা নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। বর্তমানে গোটা দেশে এরকম স্বচ্ছগ্রহীর সংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশি। আর সেই সংখ্যাটা রোজই বাড়ছে। স্বচ্ছ ভারত মিশনের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি গ্রামে অন্তত এক জন করে স্বচ্ছগ্রহীর উপস্থিতি। স্বচ্ছ ভারত মিশনকে এক জন-আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক এবং রাজ্যগুলি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তৃণমূল স্তরের প্রতিষ্ঠান, অ-সরকারি প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কর্পোরেট জগৎ ও নাগরিক সমাজকে এই কর্মকাণ্ডে শামিল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বার্তাকে আরও সোচ্চারভাবে ছড়িয়ে দিতে ও তার আবেদনকে আরও ব্যাপকতর রূপ দিতে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ও পত্রপত্রিকাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। হিন্দি চলচ্চিত্রের তারকা এবং নামী ক্রিকেটারদেরও একাজে শামিল করা হয়েছে। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন "দরওয়াজা বন্ধ" শিরোনামের

সূত্র : @SwachhBharat [Twitter]

এক বিজ্ঞাপনে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম বিষয়ক এই বিজ্ঞাপনটি টেলিভিশন, রেডিওতে এবং গোটা দেশজুড়ে বড়ো বড়ো হোর্ডিং মারফত প্রচার করা হচ্ছে। হিন্দি ছবির আরেক নামী অভিনেতা অক্ষয় কুমার তো "টয়লেট— এক প্রেম কথা" নামে এক ব্লকবাস্টার হিন্দি সিনেমাই বানিয়ে ফেলেছেন। এ ছবির গল্পও লেখা হয়েছে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মকে ঘিরেই।

কোনও গ্রাম যদি গ্রামসভায় নিজেকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের পুরোপুরি রেওয়াজ বর্জিত বলে ঘোষণা করে, তবে পরবর্তীকালেও সেই গ্রাম আদৌ তার এই অবস্থান বজায় রাখতে পারছে কি না, তা যাচাই করে দেখাটাই কিন্তু এখানে মুখ্য। বর্তমানে এরকম যাচাই করার পর ODF গ্রামের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মোটের উপর ৬০ শতাংশ; মাত্র কয়েক মাস আগেই যেখানে এই সংখ্যাটা ছিল ২৫ শতাংশ। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণে এই যাচাই প্রক্রিয়ার নীতিনির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। কোনও গ্রাম নিজেকে ODF হিসাবে ঘোষণা করার পর কোনও তৃতীয় পক্ষ সেই দাবি যাচাই করে দেখবে। নব্বই দিন ধরে চলবে এই যাচাই পর্ব; এবং তা চলাকালীন কোনও বিচ্যুতি চোখে পড়লে তৎক্ষণাৎ চিহ্নিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তা দূর করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আগেকার স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত মিশনের দ্বিতীয় বড়ো তফাৎ হল সঠিক সময়মতো ODF গ্রামের তকমার যথার্থতা যাচাইয়ের উপর জোর।

এই কর্মসূচিতে জেলা তথা রাজ্য স্তরেও এক নিরপেক্ষ শক্তপোক্ত যথার্থতা যাচাই ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। জাতীয় স্তরে এক তো পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখে; তাছাড়াও কোনও স্বাধীন সংস্থা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নমুনা সমীক্ষা চালায়। খুব সম্প্রতি, চলতি বছরের মে-জুন মাসে "Quality Council of India" সংস্থা জাতীয় স্তরে ১ লক্ষ ৪০ হাজারটি পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সেসময় গোটা দেশজুড়ে শৌচাগারের ব্যবহার ছিল ৯১ শতাংশ। সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে বেশ উৎসাহজনক।

মানুষের পক্ষে তার পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করাটা বেশ কঠিন বলেই ODF হিসাবে ঘোষণার কিছুদিন পরই অনেক গ্রামেই ফের পুরোদমে মাঠেঘাটে শৌচকর্মের সাবেক রেওয়াজ শুরু হয়ে যায়; এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ মেলে আগেকার কর্মসূচিগুলি চলাকালীন। ODF তকমাটা ধরে রাখা মোটেই সহজ কাজ নয়। রাজ্য, জেলা ও গ্রাম স্তরে অবিরত প্রচার চালিয়ে মানুষের নাগালে তথ্য পৌঁছে দিয়ে তাদের ODF তকমা ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। ODF রেওয়াজটা যাতে বজায় থাকে তার জন্য কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাপত্র চালু করা হয়েছে। যেমন, পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের মতো

কেন্দ্রীয় সাহায্য পরিপোষিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ODF গ্রামগুলিকে বর্তমানে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক ODF তকমার সুস্থায়িত্বের নীতিনির্দেশিকা জারি করেছে; এই তকমা ধরে রাখার পুরস্কারস্বরূপ মন্ত্রক সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাপত্রও রেখেছে। জেলাগুলির মধ্যে স্বচ্ছতার নিরিখে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে স্বচ্ছতা দর্পণের আওতায় তাদের পর্যায়ক্রমিক স্থান চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে মাপকাঠি ধরা হয় স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণে জেলাগুলির পারফরম্যান্স, সেই পারফরম্যান্স ধরে রাখা এবং কর্মসূচিটি কতখানি ইমানদারির সঙ্গে পরিচালনা করা হয়েছে।

কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সার্বিক পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর দেওয়ায় তা আগেকার স্যানিটেশন কর্মসূচিগুলির সাপেক্ষে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণকে এক তাৎপর্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে, বর্জ্য পদার্থকে বর্তমানে এক ধরনের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এবং সেই সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ পরিশোধনকে বর্তমানে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে; একে এখন কঠিন ও তরল সম্পদ ব্যবস্থাপনা (SLRM) নামে উল্লেখ করা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে উল্লিখিত দু' ধরনের বর্জ্য পদার্থই সঠিক পদ্ধতিতে পরিশোধিত করে তা বিশেষ বিশেষ কাজে পুনঃব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি গ্রামে ইতোমধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এইসব গ্রাম নিজেরাই "গ্রাম স্বচ্ছতা সূচক"-এ নিজেদের স্থান নির্ধারণ করছে। ফলত, বর্তমানে তারা পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার নিরিখে কোন স্তরে রয়েছে আর কোন স্তরে ওঠাটা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য; সে ব্যাপারে গ্রামগুলিকে নিজেদের কাজের খতিয়ানকে যাচাই করে দেখতে সাহায্য করে এই পদ্ধতি। ODF গ্রামগুলিতে যদি পর্যাপ্ত কঠিন ও তরল সম্পদ ব্যবস্থাপনার (SLRM)

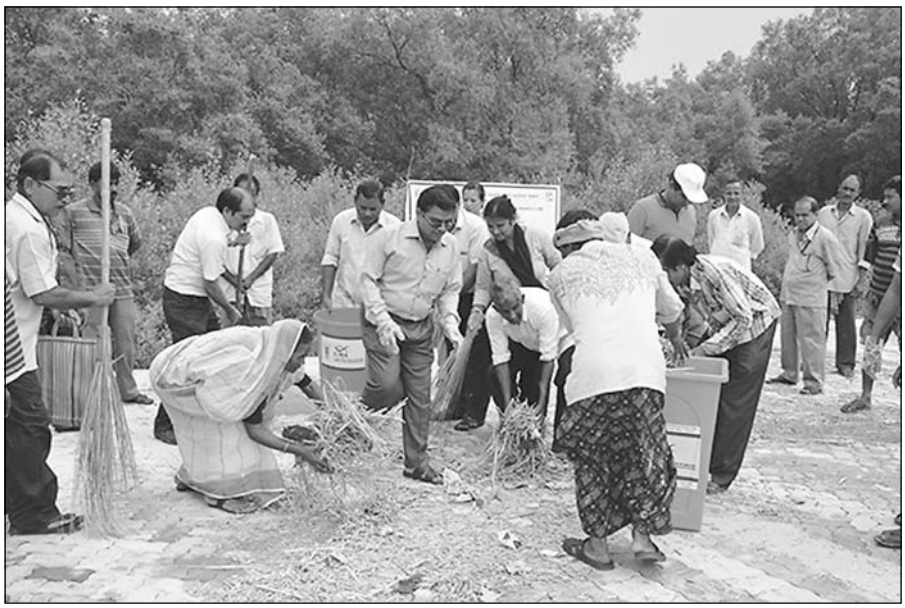

পরিসর গড়ে ওঠে, তবে এদেরকে ODF + খেতাব দেওয়া হচ্ছে।

"প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি "সংকল্প থেকে সিদ্ধি" নামক এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা আমাদের সকলেরই জানা। এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ গোটা দেশজুড়ে চালু করেছে "স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি" নামে সিনেমা, নিবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা। স্বচ্ছতাকে এক জন-আন্দোলনের রূপ দিতে এ এক বড়োমাপের পদক্ষেপ। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, সশস্ত্রবাহিনী, যুব সংগঠনের মতো বিভিন্ন জনসমষ্টি এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। নিবন্ধ লিখে বা ভিডিও রেকর্ডিং করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন এরা; সঙ্গে যোগ করছেন স্বচ্ছতা নিয়ে তাদের নিজেদের কী পরিকল্পনা আছে।"

মিশনে সকলের সমান দায়দায়িত্ব

একটি বিশেষ মন্ত্রক বা দপ্তরের একার দায়িত্ব নয়, স্যানিটেশন এ দেশের প্রতিটি মানুষের দায়, কাজেই দায়িত্বও নিতে হবে সবাইকেই; প্রধানমন্ত্রী সময় সময় বারংবারই এই আপ্ত বাক্য আউড়ে চলেছেন। এই দিশায় যেসব বড়োমাপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল, স্বচ্ছ ঐতিহ্যবাহী স্থান (Swachh Iconic Place, SIP) এবং স্বচ্ছ কর্মপরিকল্পনা (Swachh Action Plan, SAP) চালু করা। SIP উদ্যোগের আওতায় ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বের নিরিখে সামনের সারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য ২০-টি ঐতিহ্যবাহী জায়গাকে চিহ্নিত করেছে ইতোমধ্যেই। সেসব জায়গাকে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার নিরিখে 'Islands of Excellence' হিসাবে গড়ে তোলার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। পরবর্তী পর্যায়ে এমন আরও ৮০-টি জায়গাকে এই উদ্যোগের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ভারত সরকারের সমস্ত মন্ত্রক ও বিভাগ/দপ্তর তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের সাথে স্বচ্ছতা ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডকে যাতে যুক্ত করে, সেই অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে SAP ইতোমধ্যেই সফল হয়েছে। একাজের জন্য এসব মন্ত্রক, বিভাগ, দপ্তর তাদের চলতি অর্থ বছরের (২০১৭-'১৮) বাজেট থেকে মোট ১২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন সম্ভবত এমন একমেবাদ্বিতীয়ম্ সরকারি

কর্মসূচি যাকে রূপায়ণ করতে গোটা সরকারি মেশিনারিকেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

এমনকী বেসরকারি ক্ষেত্রও অনুপ্রাণিত হয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশনে নিজেদের শামিল করতে এগিয়ে এসেছে। কেবলমাত্র দায়সারা ভাবে "কর্পোরেট জগতের সামাজিক দায়িত্ব" (Corporate Social Responsibility, CSR)-এর আওতায় টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করাই নয়, এরা স্বচ্ছ ভারত মিশন রূপায়ণে সাহায্য করতে সরাসরি নিজেদের লোকবল ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়সম্পদকেও কাজে লাগাচ্ছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে টাটা অছি (Tata Trust)। জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে দেশের একেকটি জেলায় কাজ করার জন্য এই সংস্থা ৬০০ জন তরুণ পেশাদার নিয়োগ করেছে। তাদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচাপাতি পুরোটাই বহন করছে উল্লিখিত অছি পরিষদ। এদের কাজ হল নিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাটিকে ODF হিসাবে গড়ো তোলা এবং সেখানে যথোপযুক্ত কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করা। এই সব পেশাদারদের বলা হয় "জেলা স্বচ্ছ ভারত প্রেরক"। এরা স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তারুণ্যের প্রাচুর্য ঢেলে দিয়েছে; সমস্ত রাজ্য সরকারই এই ব্যাপারটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মিশন এক জন-আন্দোলনে পরিণত

স্বচ্ছ ভারত মিশন ইতোমধ্যেই প্রায় তিন বছর অতিক্রম করে ফেলেছে। এই মুহূর্তে আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যদি নতুন কিছু ভাবনাচিন্তা যোগ করা হয়, এখান থেকেই মিশন এক ব্যাপক জন-আন্দোলনের চেহারা নিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী যে নতুন ভারত গঠনের জন্য জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশে স্বচ্ছতা বিপ্লবের সাথে সাধারণ মানুষকে জড়িত করতে "স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ" কর্মসূচিতে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে "Swachhathon—the Swachh Bharat Hackathon"। স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ রূপায়ণ করতে গিয়ে প্রায়শই যে সমস্ত

বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার সমাধানকল্পে মানুষের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনা সূত্র জানতে চাওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে। শৌচাগার তৈরির পর তা ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, হলেও কত শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, গ্রামের ঘরে ঘরে অনধিকার প্রবেশ না করেও নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে তা কীভাবে পরিমাপ সম্ভব, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান মিলেছে এভাবে। মানুষের সাবেক স্বভাবে পরিবর্তন আনার নিরিখে ব্যাপক হারে সুফল পেতে প্রযুক্তি কীভাবে কতটা কী কাজে লাগানো যেতে পারে; প্রাকৃতিক দিক থেকে বিপজ্জনক ভূখণ্ডের উপযোগী বিশেষ ধরনের টয়লেটের নকশা প্রস্তুতি; স্কুলের শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণের উপর জোর দিতে প্রযুক্তিকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে; স্যানিটারি ন্যাপকিনের মতো বর্জ্য সুরক্ষিতভাবে বিনষ্ট করে ফেলতে প্রযুক্তিগত কী সমাধানসূত্র রয়েছে; মানুষের মলের মতো বর্জ্য পদার্থ কী প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত পচিয়ে সারে পরিণত করা যায়; এরকম আরও বহু প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান সূত্র মিলেছে স্বচ্ছাথনের মারফত। গোটা দেশ থেকে ৩ হাজারেরও বেশি এন্ট্রি হয়েছে। এর মধ্যে থেকে এমন বেশ কিছু উদ্ভাবনামূলক আইডিয়ার সন্ধান মিলেছে যা স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের লক্ষ্য পূরণে কাজে আসছে।

প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি "সংকল্প থেকে সিদ্ধি" নামক এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা আমাদের সকলেরই জানা। এর থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ গোটা দেশজুড়ে চালু করেছে "স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি" নামে সিনেমা, নিবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা। স্বচ্ছতাকে এক জন-আন্দোলনের রূপ দিতে এ এক বড়োমাপের পদক্ষেপ। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, সশস্ত্রবাহিনী, যুব সংগঠনের মতো বিভিন্ন জনসমষ্টি এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। নিবন্ধ লিখে বা ভিডিও রেকর্ডিং করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন এরা; সঙ্গে যোগ করছেন স্বচ্ছতা নিয়ে তাদের নিজেদের কী পরিকল্পনা আছে। আশা করা হচ্ছে এভাবে স্বচ্ছ ভারতের উপর এক কোটিরও বেশি

নিবন্ধ ও ৫০ হাজারের মতো ভিডিও জমা পড়বে। ফলত, লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মধ্যে স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতনতা আরও সংহত রূপ নেবে; স্বচ্ছ ভারত মিশন বিষয়ে জনসাধারণের উৎসাহ আরও বাড়বে।

গত ২৭ আগস্ট আকাশবাণীতে প্রসারিত তার 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানে এমনই আরেকটি উদ্যোগ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা দেশজুড়ে গণসচেতনা জাগাতে এক সময়-নির্দিষ্ট প্রচারাভিযানে অংশ নিতে জাতির উদ্দেশে আবেদন রাখেন তিনি। তবে এই প্রচারাভিযানের অভিনবত্ব হল, 'দুটি গর্ত (Twin Pit) বিশিষ্ট শৌচালয়' তৈরি, সার্বজনিক স্থানগুলি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখা এবং অতি অবশ্যই 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনা গড়ে তুলতে অংশগ্রহণকারীরা ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০১৭, এই সময় পর্বে শ্রমদান করেন। তিনি এই উদ্যোগের নাম দেন, "স্বচ্ছতাই সেবা"। সরকারি নেতৃত্ব, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, গণসংগঠন, যুবশ্রণি, সশস্ত্রবাহিনী, কর্পোরেট জগৎ এবং নাগরিকদের এই উদ্যোগে শামিল করেছে "কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক"। গত ১৫ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এই পক্ষের সূচনা করেন। আর ২ অক্টোবর "স্বচ্ছ ভারত জাতীয় পুরস্কার" এবং "স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি পুরস্কার" প্রদানের মাধ্যমে ২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে গোটা দেশজুড়েই 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' ক্রমশ আরও মজবুত হয়ে উঠছে; মানুষকে উৎসাহিত করছে পরিবর্তনের এই সফরে তাদের নিজেদের ভূমিকাটুকু যথাযথভাবে পালনে। দেশের প্রতিটি মানুষই যে এই কল্পনার ভাগীদার সেই বোধ সবার মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছে। স্বাধীনতার সত্তর বছর পেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর কল্পনার নির্মল ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। ক্ষমতায় এসেই নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের সময় সীমার মধ্যে দেশকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের রেওয়াজমুক্ত করতে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী; যা কিনা সেসময় আপাতদৃষ্টিতে নিতান্তই অসম্ভব ঠেকেছিল। এটা ঠিকই যে সেই লক্ষ্য পূরণে আমাদের এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। তবে এযাবৎ কাজের যে পরিমাণ অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে তা মোটের উপর সন্তোষজনক। আগামী ১২ থেকে ১৫ মাস সময় পর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ায় কাজের গতি আরও অনেকটাই বাড়বে বলে আশা করা যায়। কাজেই লক্ষ্য পূরণ সুনিশ্চিত।❑

এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর স্বপ্নে নবচেতনার ভারতবর্ষ

রঙ্গনকান্তি জানা

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষ ও মানুষের সমাজ। তিনি অদ্বৈত-বেদান্ত নির্ভর মানবসেবার আদর্শ প্রচার করেন। সমাজের আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন মানব সমাজ গঠনই ছিল তাঁর আমৃত্যু ব্রত। অদ্বৈত-বেদান্তের সূত্র ধরেই বিবেকানন্দ এক শ্রেণিহীন, বর্ণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। বিবেকানন্দ এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহা মহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠবে।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে চিরঅধিষ্ঠিত। বর্তমান বছরটি তাঁর দেওয়া শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণের একশো পঁচিশ বর্ষপূর্তি।

শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতাদানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের আগে, তিনি বিদেশের অন্যান্য কয়েকটি সভাতেও ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন। শিকাগো বক্তৃতার আগে ও পরে বিভিন্ন সভায় বিবেকানন্দ যেসব বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন, সেগুলি হল :

১. ১৮৯৩, ২৯ আগস্ট—ভারতের ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ।

২. ১৮৯৩, ৯ সেপ্টেম্বর—হিন্দু সভ্যতা।

৩. ১৮৯৪, ২৯ জানুয়ারি—ভারতীয় আচার-ব্যবহার।

৪. ১৮৯৪, ১৫ মে—ওই একই বিষয়ে।

৫. ১৮৯৫, ২৯ ফেব্রুয়ারি—ভারতের বালবিধবাগণ।

৬. ১৮৯৫, ৮ এপ্রিল—হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি।

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে প্রথম ভাষণ দেন ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ভাষণটি দেন ১৮৯৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর; বিষয় 'Why We Disagree'। ১৯ সেপ্টেম্বর ভাষণের বিষয় ছিল—'Paper on Hinduism'। ২০ সেপ্টেম্বরের চতুর্থ ভাষণের বিষয় ছিল 'Religion not the crying need of India'। ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল 'Buddhism : The Fulfillment of Hinduism'। ২৯ সেপ্টেম্বর শেষ দিনের ভাষণে স্বামীজির বক্তব্যের মূল সুরটি তাঁর ভাষাতে এইভাবেই উঠে এসেছে—'If the Parliament of Religions has shown anything to the world it is this : It has proved to the world that holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any church in the world and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of this evidence, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance : "Help and not Fight", "Assimilation and not Destruction", "Harmony and Peace and not Dissension."

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন "ইতিহাসে কোনকালে, কবে, কোথায় তোমাদের ধনিক জমিদার, পুরোহিত ও রাজরাজড়ার দল গরিবের জন্য একবারও ভেবেছে? অথচ এদের মাথাগুলো গুঁড়ো করেই তো তাদের শক্তির জীবন-শোণিত তৈরি হয়েছে!..... ভারতের দরিদ্র শ্রেণির ভিতরে এত বেশি

[লেখক অধ্যক্ষ, প্রত্নশালা ও চিত্রবিথী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটি, পূর্ব বর্ধমান। ই-মেল : rangan.jana07@gmail.com]

মুসলমান কেন বলতে পার? তরবারির জোরে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে একথা অর্থহীন। জমিদার ও পুরোহিতের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশাতেই তারা মুসলমান হয়েছে।" (Swami Vivekananda-Complete Works, Vol VIII P 330/6th Edition 1956)। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপকতা বর্তমানকালের প্রেক্ষিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই তা অনুমান করা যায়—"আমি সমাজতন্ত্রী, কারণ এই নয় যে সমাজতন্ত্রকে আমি একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা বলে মনে করি, কারণটা এই যে উপবাস করার চেয়ে আধখানা রুটি মেলাও ভালো।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে অন্য সব সমাজ ব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ। এই অবস্থাটাকেও একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক : আর কিছুর জন্য না হলেও অন্তত এর নতুনত্বের জন্যই একবার পরীক্ষা করা দরকার। একই মানুষের দল সব সময় সুখ বা দুঃখ ভোগ করে যাবে; তার চেয়ে বরং সুখ-দুঃখের একটা পুনর্বণ্টন হওয়াই ভালো। ভালো-মন্দের মোট পরিমাণ পৃথিবীতে সব সময় একই থাকে। নতুন নতুন ব্যবস্থার দ্বারা জোয়ালটার কাঁধ বদল হয় মাত্র, আর কিছু নয়। সমাজের নিচেকার লোকটিও এই দুঃখময় পৃথিবীতে একটু সুদিনের মুখ দেখুক।" (Swami Vivekananda-Complete Works. Vol VI-Sixth Edition, 1956. pp 381-82)।

ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার বিচিত্র রূপ বিবেকানন্দের ভাবনায় কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেছেন, "এখন ভারতবর্ষে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি কী? ইহা বর্ণ-ভিত্তিক বিধান। আমার জন্ম বর্ণ বা জাতির জন্য। তাহার জন্যই আমার জীবন। কোনও এক বর্ণে জন্ম বলিয়া সেই বর্ণের ধর্মানুযায়ী আমাকে সমস্ত জীবন শাসন করিতেই হইবে। অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, পাশ্চাত্য মানব আজন্ম স্বাতন্ত্রবাদী আর হিন্দু সমাজতান্ত্রিক, পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা পৃঃ ৪৩৫-৩৬)। বিবেকানন্দ হিন্দু সামাজিক সংহতির অস্তিত্বকে অনুভব করেছিলেন। বংশগত জাতিভিত্তিক ব্যবস্থার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েও দু'টি বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন; যথাক্রমে—অস্পৃশ্যতার ধারণা চেপে বসে আছে। ব্রাহ্মণ সবার উপরে পবিত্রতার মাপকাঠি। ব্রাহ্মণকুলের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারের অধিকারের উপর অন্য জাতিগুলির সামাজিক স্তর নির্ধারিত হয়। জাতিভেদ প্রথা প্রসঙ্গে তিনি কটাক্ষ করেছেন—"দুষ্ট পুরুতগুলোর গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল, তাতেই তো লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন কষ্ট পাচ্ছে।" (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০১)। আরও এক জায়গায় বলছেন—"ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে। শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে আর পৌরহিত্য রূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে।" (বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪১)। বিবেকানন্দ সর্বদাই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষে এর বিরুদ্ধে যারা মত প্রকাশ করেছিলেন, তিনিই তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। "হিন্দু ধর্ম আজ বেদে নাই, পুরাণে নাই, মুক্তিতে নাই, ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম বীর মার্গেও নয়, জ্ঞান মার্গেও নয়, ছুঁয়ো না ব্যাস। এই ঘোর বামাচার ছুঁতমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। আত্মবৎ সর্বভূতেষু কি কেবল পুঁথিতে থাকবে নাকি? যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায় তারা আবার অপরকে পবিত্র করবে? ছুঁতমার্গ "is a form of mental disease"। (বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১০৯)। অসাম্য সম্পর্কে তাঁর মত, "জাতি বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম। সামাজিক জীবনে আমি কোনও বিশেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো, আমি একজোড়া জুতা সারিতে পারি, কিন্তু তা বলিয়া তুমি আমা অপেক্ষা বড়ো হইতে পার না। তুমি কি আমার জুতা সারিয়া দিতে পারো? আমি কি দেশ শাসন করিতে পারি? এই কর্ম বিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করিতে পটু, তুমি বেদ পাঠে পটু। তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না....." (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮)। বিবেকানন্দ হিন্দু সামাজিক জাতি ব্যবস্থার অবসান করতে চাইলেন না। বরং বিলোপ করতে চাইলেন সামাজিক বিশেষ অধিকার ও অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক ব্যাধি। বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন, জাতি ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ধারা। গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অর্থনৈতিক দিকে। তবে তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে সামাজিক স্তরে অস্পৃশ্যতাকে কোনওভাবেই সমর্থন করেননি তিনি।

স্বামীজীর মনে হয়েছিল, সমাজ জীবনের ব্যবহারিক অগ্রগতির ধারা মানুষের সমস্যার শেষ সমাধান করতে পারে না। চিত্ত ও চেতনাকে ঈশ্বরভাবে ভাবিত করে তবেই মানুষের নিষ্কৃতি। ভাবতে অবাক লাগে, তিনি আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের ক্রমান্বয়ী আধিপত্যের ভিত্তিতে সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার

চেষ্টা করেছেন। ঊনবিংশ শতকের প্রান্তবাসী এই মানুষটি সর্বপ্রথম শ্রেণিস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করার মতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক পরিবর্তনের মূল সূত্রের ভেতর তিনি যে শ্রেণিস্বার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন, ভারতীয় সমাজ দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর এই মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। তিনি 'ব্রাহ্মণ', 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' এই চারটি শব্দকে ব্যঞ্জনাগত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে মানব সমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার প্রয়াসে উদ্যত হয়েছিলেন। বিশেষ করে বৈশ্য ও শূদ্র সভ্যতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ যা মত ব্যক্ত করেছেন, তা আধুনিক সভ্যতার মর্মভেদী এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

একই সাথে আবার এই প্রশ্ন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না, "যাদের শারীরিক শ্রমের ওপর নির্ভর করে ব্রাহ্মণের প্রভাব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতা ও বৈশ্যের সম্পদ সম্ভব হয়েছে তারা কোথায়? সব দেশে সব যুগে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে, 'নীচু জাতি', 'অন্ত্যজ' অথচ তারাই হল আসলে সমাজের শরীর, তাদের ইতিহাসটা কী? উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র অধিকার-কবলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটু ভাগ বসাবার অপরাধে ভারতবর্ষে যাদের জন্য জিহ্বা ও মাংস উপড়ে নেওয়ার মতো 'কোমল' শাস্তি বিধান করা হয়েছে, ভারতের এই চলন্ত শবগুলি, বিশেষ সেই ভারবাহী পশুগুলি, এই শূদ্র জনসাধারণ, তাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে?" ('বর্তমান ভারত' নামে স্বামীজীর প্রবন্ধ)। তাঁর চিন্তায়, ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে ক্ষমতা করায়ত্ত করার সময়ে বৈশ্যদের এমন কোনও সদিচ্ছা ছিল না যে ক্ষমতাটা শূদ্রশ্রেণির হাতে আসুক—"That the royal power may not any how stand in the way of the inflow of his riches, the merchant is every careful. But for all that he has never the least wish that the power should pass on from the kingly to the Shudra Class." (Modern India)। সমকালীন পশ্চিমীসমাজের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে আসন্ন

'শূদ্র বিপ্লব' সম্পর্কে বিবেকানন্দ নিঃসংশয় ছিলেন। 'সোশ্যালিজম্', 'অ্যানার্কিজম', 'নিহিলিজম্' ও এই জাতীয় অন্যান্য মতবাদগুলি আসন্ন সমাজবিপ্লবের অগ্রদূত এবং শূদ্রের আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী এমনটা স্বামীজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। শিকাগো থেকে তিনি দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে যে চিঠি লেখেন তাতে একজন সন্ন্যাসীর ইতিহাস চেতনায় শ্রেণি চেতনার প্রভাব সুস্পষ্ট। শোষিত শ্রমজীবী মানুষ শোষকশ্রেণির করায়ত্ত রাজশক্তির সমর্থনে দাঁড়াবার মতো কোনও উৎসাহ অনুভব করেনি বলেই ভারতবর্ষ বার বার বিদেশি শক্তির পদানত হয়েছে।

বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিতে "ব্রহ্মবাদকে শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেননি। বুদ্ধের হৃদয় ও শঙ্করের বুদ্ধির একত্র মিলন হওয়াটাই তাঁর কাছে কাম্য ছিল। তাঁর অন্তঃস্থল সমাজটাকে ঢেলে সাজাবার প্রশ্ন নিয়ে আলোড়িত হয়েছিল। প্রাচীন ঔপনিবেশিক যুগের মানবিক গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে 'Hindu Revivalism'-এর মাধ্যমে জাতশুদ্ধি ও জাতিশুদ্ধির আমৃত্যু চেষ্টা করেছিলেন। রাজশক্তি, বিত্তশক্তি ও মোহন্তশক্তি যে চেষ্টাই করুক না কেন, নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের বিবেকবাণী যে মানুষটির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা আমৃত্যু এক স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। ১৮৮৬-১৮৮৭ বরাহনগর মঠ স্থাপন ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাবনাকে রূপদানের প্রয়াস; ১৮৮৮-১৮৯৩ তাঁর ভারত পর্যটন এবং ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; ১৮৯৩-১৮৯৭ আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে বেদান্ত ধর্মপ্রচার এবং উন্নত দেশগুলোর জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া; ১৮৯৭-১৯০২ বিবেকানন্দের সেবা ও শিক্ষাদর্শ প্রচারের প্রধান কেন্দ্ররূপে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যকলাপ। তাঁর সাধনা জীবনবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কোনও সাধনা ছিল না। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষ ও মানুষের সমাজ। তিনি অদ্বৈত-বেদান্ত নির্ভর মানবসেবার আদর্শ প্রচার করেন। সমাজের আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন মানব সমাজ গঠনই ছিল তাঁর আমৃত্যু ব্রত। অদ্বৈত-বেদান্তের সূত্র ধরেই বিবেকানন্দ এক শ্রেণিহীন, বর্ণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন। বিবেকানন্দ এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহা মহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠবে। যেখানে থাকবে না কোনও উচ্চ-নীচ ধারণা, অস্পৃশ্যতার হীন প্রবৃত্তি। শোষণহীন মুক্ত সমাজ গঠনে এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর মূলমন্ত্র ছিল—শোষিত মানুষের দুঃখকে অনুভব করে সাম্যবাদের জয়গান করা। শূদ্র বিপ্লবের পথকে আরও সুপ্রশস্ত করে তোলা।❑

যোজনা ? কুইজ

এবারের বিষয় : ভারতীয় সংবিধান

১. কত-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ১০-টি মৌলিক কর্তব্যের তালিকা সংবিধানে যুক্ত করা হয়?
২. ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্র'-এর ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে?
৩. কেন্দ্রীয় সরকার ও কোনও রাজ্য সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ বাধলে, একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই তার নিষ্পত্তি করতে পারে—এটি সুপ্রিম কোর্টের কোন ধরনের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে?
৪. ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন কারা?
৫. শুধুমাত্র ———— সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নিতে পারে।
৬. বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য আলাদা আলাদা প্রতীকচিহ্ন নির্দিষ্ট করে দেওয়া কার দায়িত্ব?
৭. কোন পদাধিকারী সংসদের কোনও কক্ষের সদস্য না হয়েও যে কোনও কক্ষ এবং যে কোনও সংসদীয় কমিটিতে বক্তব্য রাখতে পারেন?
৮. কোনও রাজ্যের নাম ও সীমানা পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে ————।
৯. পঞ্চায়েতি রাজের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য কোন কমিটি বা কমিশন সুপারিশ করেছিল?
১০. সংবিধানে কত রকম জরুরি অবস্থার কথা বলা হয়েছে?
১১. অর্থ বিল পেশ করা যায় কেবলমাত্র ————।
১২. অবিভক্ত ভারতের জন্য যে সংবিধান সভা গঠন করা হয়, তার প্রথম বৈঠক বসে কবে?
১৩. ভারতে ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্য কোনটি?
১৪. সংবিধানের কোন ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রপতি কোনও রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করতে পারেন?
১৫. রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন কে?
১৬. কত সালে প্রথমবার ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করা হয়?
১৭. সংবিধানের কত নম্বর ধারায় অর্থ কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে?
১৮. সংবিধানের কোন অংশে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?
১৯. কোনও রাজনৈতিক দলের কত শতাংশ সদস্য দলত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিলে তারা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়বেন না?
২০. লোকসভার স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান—এর মধ্যে কে কে দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়বেন না?
২১. কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কার কাছে দায়বদ্ধ থাকে?
২২. যুগ্ম তালিকায় বর্ণিত কোনও একটি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য প্রণীত আইনের মধ্যে অসংগতি বা বিরোধ দেখা গেলে তার সমাধান হয় কীভাবে?
২৩. সংবিধানের কত-তম সংশোধনীতে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে প্রত্যাহার করে সাধারণ আইনি অধিকারের তকমা দেওয়া হয়?
২৪. কত-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়?
২৫. কত-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটদানের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হয়?

উত্তর :

১. ৪২-তম (১৯৭৬ সালে)। ২. রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহে (চতুর্থ অধ্যায়)। ৩. মূল এলাকাভুক্ত ক্ষমতা (Original Jurisdiction)। ৪. সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী। ৫. কেন্দ্রীয় আইন সভাই। ৬. নির্বাচন কমিশন। ৭. অ্যাটর্নি জেনারেল। ৮. সংসদের। ৯. বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি। ১০. ৩ রকম। ১১. লোকসভাতেই। ১২. ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর। ১৩. অন্ধ্রপ্রদেশ। ১৪. ৩৫৬নং ধারা। ১৫. রাষ্ট্রপতি। ১৬. ১৯৫১ সাল (জুন)। ১৭. ২৭০নং ধারা। ১৮. রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহে। ১৯. এক-তৃতীয়াংশ। ২০. সব কয়জনেই। ২১. উপরাষ্ট্রপতি। ২২. কেন্দ্র প্রাধান্য পাবেন। ২৩. ৪৪-তম সংশোধনী (১৯৭৮ সালে)। ২৪. ৫২-তম সংশোধনী (১৯৮৫ সালে)। ২৫. ৬১-তম সংশোধনী (১৯৮৯ সালে)।

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : ব্রিক্স

ব্রাজিল (Brazil), রাশিয়া (Russia), ভারত (India), চিন (China) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)-এই পাঁচটি রাষ্ট্রের আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে ব্রিক্স (BRICS)-এর নামকরণ হয়েছে। এটি উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলির একটি সঙ্ঘ। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত হবার আগে এই সঙ্ঘটি "ব্রিক্ (BRIC)" নামে পরিচিত ছিল। ব্রিক্সে অন্তর্ভুক্ত সব রাষ্ট্রই উন্নয়নশীল অথবা সদ্য শিল্পোন্নত। কিন্তু তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব। ২০১৫ সালের হিসেবে, ব্রিক্স গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন মানুষের বসবাস, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮ শতাংশ। এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত জিডিপি মোট বিশ্ব-পণ্যের প্রায় ২২ শতাংশের সমতুল্য। পাঁচটি রাষ্ট্রই জি-২০-এর সদস্য। ২০১০ সাল থেকে, ব্রিক্স রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবছর আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের আয়োজন করে। গত ৩-৫ সেপ্টেম্বর চিনের শিয়ামেনে ব্রিক্সের নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গে আয়োজিত হয় Emerging Markets and Developing Countries Dialogue (EMDCD)-এর শীর্ষ সম্মেলন।

অতীতের শীর্ষ সম্মেলন

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	আয়োজক দেশ	আয়োজক রাষ্ট্রপ্রধান/ সরকারের প্রধান	স্থান	বৈশিষ্ট্য
প্রথম সম্মেলন	১৬ জুন, ২০০৯	রাশিয়া	দিমিত্রি মেদভেদেভ	ইয়েকাটেরিনবার্গ	
দ্বিতীয় সম্মেলন	১৫ এপ্রিল, ২০১০	ব্রাজিল	লুইস ইনাশিও লুলা দা সিলভা	ব্রাজিলিয়া	অতিথি : জেকব জুমা (দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট) ও রিয়াধ অল-মালিকি (প্যালেস্টিনিয়ান ন্যাশনাল অথরিটি-র বিদেশ মন্ত্রী)
তৃতীয় সম্মেলন	১৪ এপ্রিল, ২০১১	চিন	হু জিন্তাও	সানিয়া	প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে।
চতুর্থ সম্মেলন	২৯ মার্চ, ২০১২	ভারত	মনমোহন সিং	নতুন দিল্লি	ব্রিক্স-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে টেলিযোগাযোগের জন্য "optical fibre submarine communications cable system" স্থাপন করার কথা ঘোষণা করে BRICS Cable।
পঞ্চম সম্মেলন	২৬-২৭ মার্চ, ২০১৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	জ্যাকব জুমা	ডার্বান	
ষষ্ঠ সম্মেলন	১৪-১৭ জুলাই, ২০১৪	ব্রাজিল	দিলমা হুসেফ	ব্রাজিলিয়া	BRICS New Development Bank ও BRICS Contingent Reserve Arrangement চুক্তি স্বাক্ষর। অতিথি : Union of South American Nations (UNASUR)-এর নেতৃবৃন্দ।
সপ্তম সম্মেলন	৮-৯ জুলাই, ২০১৫	রাশিয়া	ভ্লাদিমির পুতিন	উফা	SCO-EEU-র সঙ্গে যৌথ-ভাবে শীর্ষ সম্মেলন।
অষ্টম সম্মেলন	১৫-১৬ অক্টোবর, ২০১৬	ভারত	নরেন্দ্র মোদী	গোয়া	BIMSTEC-র সঙ্গে যৌথ-ভাবে শীর্ষ সম্মেলন

যোজনা ||| নোটবুক

বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তার মধ্যে আর্থিক স্থিতির পথ দেখাচ্ছে ব্রিক্স গোষ্ঠীর দেশগুলি। আর, তাদের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার হলে আর্থিক বৃদ্ধিকে আরও উপরে নিয়ে যাওয়ার পথই তৈরি হবে। চিনের শিয়ামেনে ব্রিক্স গোষ্ঠীর পাঁচটি দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকার শীর্ষ বৈঠকের মঞ্চে গত ৪ সেপ্টেম্বর এই দাবি করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি বাণিজ্য ও উন্নয়ন বলে মন্তব্য করেন তিনি। উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার জন্য ব্রিক্স মঞ্চ থেকে মোদী যেসব প্রস্তাব দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে :

- আলাদা একটি ব্রিক্স রেটিং এজেন্সি বা মূল্যায়ন সংস্থা গড়ে তোলা। সেক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলি, এমনকী অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের নেওয়া ঋণ ইত্যাদির ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে পারবে তারা। এস অ্যান্ড পি, মুডিজ, ফিচ-এর মতো রেটিং সংস্থার আধিপত্যও কমানো যাবে।
- ডিজিটাল অর্থনীতি ও সেই সংক্রান্ত নানা উদ্ভাবন বিষয়ে তথ্য বিনিময়।
- সৌর বিদ্যুৎ তৈরিতে ভারত ও ফ্রান্সের জোট 'ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স'-এ সামিল হওয়া। সে ক্ষেত্রে ব্রিক্স দেশগুলির নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়তি তহবিলও জোগাতে পারবে।

পাশাপাশি, সম্মেলনের যৌথ ঘোষণাপত্রে ব্রিক্স দেশগুলি কর ফাঁকি এড়ানোর অঙ্গীকারও করেছে। সেই সঙ্গেই কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও আর্থিক বৃদ্ধির উপযোগী করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারে কোটা বাড়াতেও সওয়াল চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে ব্রিক্স গোষ্ঠী।

ব্রিক্স দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আরও বাড়ানোর পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন নরেন্দ্র মোদী। ব্রিক্স দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

ব্রিক্স দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক এবং প্রকৌশলগত সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। ব্রিক্স সম্মেলনের প্লেনারি সেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, দক্ষতা, খাদ্য সুরক্ষা, লিঙ্গ সমতা, বিদ্যুৎ ও শিক্ষার ব্যাপারে এই ফোরামের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। ব্রিক্স দেশগুলির জনগণের মধ্যে আরও যোগাযোগ বাড়ানোর উপর জোর দেন মোদী। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষমতা আরও বাড়ানোর কথাও বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট সিটি, নগরোন্নয়ন ও বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রেও এই পাঁচটি দেশ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। ব্রিক্সের অংশীদারদের নতুন ভাবনা উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করবে বলে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। সম্মেলন মঞ্চ থেকে এনডিবি প্রকল্পের জন্য ব্রিক্স ব্যাঙ্কে ৪ লক্ষ মার্কিন জলার দেওয়ার ঘোষণা করেন চিনা প্রেসিডেন্ট।

ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে এবারের ব্রিক্স সম্মেলনে। এই প্রথম বার পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলির নাম করে সন্ত্রাসের নিন্দা করল ব্রিক্স দেশগুলি। হাক্কানি নেটওয়ার্ক, লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে কঠোর পদক্ষেপ করতেই হবে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকা যৌথ ভাবে এই বিবৃতি দেয়।❑

যোজনা ডায়েরি

(২১ আগস্ট—২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

আন্তর্জাতিক

● **জঙ্গি দমন নিয়ে পাকিস্তানকে আর্থিক চাপ আমেরিকার :**

আগেই নতুন আফগান ও দক্ষিণ এশিয়া নীতি ঘোষণা করতে গিয়ে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এবার পাকিস্তানকে বিপুল অঙ্কের সামরিক সাহায্য দিয়ে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে এই টাকা আদপেই হাতে পাবে না ইসলামাবাদ বলে শর্ত চাপাল আমেরিকা! গত ৩০ আগস্ট ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন কংগ্রেসকে জানিয়েছে, গত বছরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাকিস্তানকে সামরিক খাতে সাড়ে বাইশ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেই টাকা সরাসরি ইসলামাবাদের হাতে তুলে না দিয়ে রাখা হবে তৃতীয় কোনও পক্ষের অ্যাকাউন্টে। সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করলে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারবে না পাকিস্তান। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তান তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী, একথা বহুবার বলেছে ওয়াশিংটন। পাকিস্তানকে 'সহযোগী'-র মর্যাদা দিয়ে ২০০২ সাল থেকে তাদের ৩৩০০ কোটি ডলারেরও বেশি সাহায্য দিয়েছে আমেরিকা। ২০১৬ সালেই নতুন করে ১১০ কোটি ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয় ওয়াশিংটন। এবার যে ২২.৫ কোটি ডলার দেওয়া হয়েছে, তা এই ১১০ কোটি ডলারেরই অংশ।

● **প্রেসিডেন্ট ভোট বাতিল কেনিয়ায় :**

বিরোধীরা হ্যাকিং আর ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছিল আগেই। এবার বেঁকে বসল সুপ্রিম কোর্টও। ঐতিহাসিক এক রায়ে গত ২ সেপ্টেম্বর, আগস্ট মাসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল খারিজ করে দিয়ে দেশে ফের ভোটের ডাক দিল কেনিয়ার শীর্ষ আদালত। সরাসরি ভোট লুঠের দিকে আঙুল না তুললেও, কোর্টের বক্তব্য, আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোট করাতে ব্যর্থ দেশের নির্বাচন কমিশন। তাই ভোটের ফলও আর বৈধ নয়। ৬০ দিনের মধ্যে ফের ভোটের নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট।

প্রসঙ্গত, কেনিয়ায় ভোট হয় গত ৮ আগস্ট। বিরোধী দলনেতা বছর বাহাত্তরের রাইলা ওডিঙ্গাকে বিপুল ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন উহুরু মুইগাই কেনিয়াট্টা (৫৫)। ভোট গণনার পরে নির্বাচন কমিশন কেনিয়াট্টাকে প্রায় ১৪ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী ঘোষণা করে। এরপরই ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ এনে কোর্টের দ্বারস্থ হয় ওডিঙ্গা শিবির। শুনানির গোড়ায় বিষটিকে সরকারিভাবে 'গণনার ভুল' বলা হলেও মানতে চাননি ওডিঙ্গা। ২০০৭ এবং ২০১৩ সালের ভোটে হেরে যাওয়ার পরেও ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন ওডিঙ্গা। ২০০৭-এ বিতর্কিত ভোটের ফল বেরোনোর পরেই ধুন্ধুমার বেঁধে যায় গোটা দেশে। হিংসার বলি হন প্রায় হাজারখানেক মানুষ। ২০১৩-র ফল নিয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও হেরে যায় ন্যাশনাল সুপার অ্যালায়েন্স।

● **মোদী-সু চি বৈঠক, সই ১১-টি চুক্তি :**

ব্রিক্স সম্মেলন সেরে মায়ানমার সফরে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ৬ সেপ্টেম্বর সেদেশের রাষ্ট্রপতি হিতিন কওয়াইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। আর পরের দিন ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী অং সাং সু চি-র সঙ্গে বৈঠক করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নয়া পর্বের সূচনা করলেন তিনি। দু' দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে। সই হয় সমুদ্রপথে নিরাপত্তা বাড়ানো-সহ মোট ১১-টি চুক্তিপত্রে। সেদেশের নাগরিকদের ভারতে আসার জন্য ভিসা-ফি তুলে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন মোদী।

গত এক বছর ধরে আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক স্তরে প্রতিরক্ষা এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে সচেষ্ট ভারত। কিন্তু মায়ানমারে চিনের প্রভাব কমিয়ে সেদেশের সঙ্গে আরও গভীর সম্পর্ক তৈরি না করলে সে কাজে যে সাফল্য আসবে না, তা স্পষ্ট। সেই লক্ষ্যপূরণে মোদীর সফর এক বড়ো পদক্ষেপ বলেই দাবি ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের। আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ভৌগোলিক যোগসূত্র একমাত্র যে দেশের মাধ্যমে, সেটি হল মায়ানমার। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' কার্যকর করতে হলে মায়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বহুগুণ বাড়ানো ছাড়া গতি নেই। বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও নিরাপত্তা—তিনটি ক্ষেত্রেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে তাই এবারের সফরে সু চি-র সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা সেরেছেন মোদী। ভারতের বিভিন্ন জেলে বন্দি মায়ানমারের চল্লিশজন নাগরিককে মুক্তি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। একটি আবেগঘন মুহূর্তে সু চি-র হাতে মোদী তুলে দেন একত্রিশ বছর আগে শিমলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ'-এ জমা দেওয়া তার গবেষণাপত্রের বিশেষ প্রতিলিপি।

● **দাউদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ব্রিটেন :**

সম্প্রতি ব্রিটেনে দাউদ ইব্রাহিমের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল সেদেশের সরকার। ব্রিটিশ সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে গত আগস্ট মাসে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির সর্বশেষ যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দাউদের সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত দাউদের মোট ৪৫ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, গত দু' বছর ধরে ধারাবাহিক দৌত্যের পরে অবশেষে ফল পাওয়া গেল। ২০১৫ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিটেন সফরে গিয়ে এই ডনের সম্পত্তির বিস্তারিত তালিকা তুলে দেন সেদেশের সরকারের হাতে। উল্লেখ্য, ফোর্বসের সমীক্ষায় দাউদ ইব্রাহিম বিশ্বের সবচেয়ে ধনী গ্যাংস্টার। মোট ৬৭০ কোটি মার্কিন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় ৪২,৮৭০ কোটি টাকার) সম্পত্তি রয়েছে তার। দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার এক ডজনেরও বেশি দেশে ছড়ানো তার ব্যবসা। শুধুমাত্র ব্রিটেনেই হোটেল-সহ বিভিন্ন সম্পত্তির মোট পরিমাণ ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২,৮৮০ কোটি টাকা)। বিভিন্ন দেশে ছড়ানো পঞ্চাশটিরও বেশি ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে দাউদের। এর আগে গত জানুয়ারি মাসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও সেদেশে থাকা দাউদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরে ব্রিটেনের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ভারতের এক বড়ো কূটনৈতিক জয়।

জাতীয়

➢ গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজস্থান সরকার কৃষিঋণ মকুব-সহ কিষাণদের একগুচ্ছ দাবিদাওয়া মেনে নেয়। রাজস্থানের কৃষিমন্ত্রী প্রভুলাল সাইনির ঘোষণা, ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মকুব নিয়ে একটি উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটি সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পুরো প্রক্রিয়া ঠিক করবে।

● **জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর, বুলেট ট্রেন প্রকল্পের শিলান্যাস :**

গত ১৪ সেপ্টেম্বর গুজরাটের সবরমতী স্টেশন থেকে ভারতের প্রথম বুলেট ট্রেন প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। বুলেট ট্রেন নিঃসন্দেহে একটা বড়ো মাইলফলক হতে চলেছে ভারতের উন্নয়নে। প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা খরচে তৈরি হচ্ছে মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্প। ২০২২ সালের মাঝামাঝিই শেষ করা হবে কাজ। লক্ষ্য স্বাধীনতার ৭৫ বছর, অর্থাৎ ২০২২ সালের ১৫ আগস্টই বুলেট ট্রেনের উদ্বোধন। এই প্রকল্পের জন্য ভারতকে ৮৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দিচ্ছে জাপান। তবে অত্যন্ত কম সুদে, মাত্র ০.১ শতাংশ হারে। প্রকল্পটির জন্য জাপান থেকে অন্তত ১০০ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞ ইতোমধ্যেই ভারতে চলে এসেছেন। খুব দ্রুত প্রকল্পের কাজ এগোবে বলে রেলমন্ত্রক জানাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বুলেট প্রকল্পের হাত ধরে ভারতে নতুন প্রায় ২৪ হাজার প্রত্যক্ষ এবং আরও ২০ হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভূ-কৌশলগত, কূটনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণেই যে ভারত এবং জাপান পরস্পরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্য মিত্র বলে যৌথ বিবৃতিতে দাবি করেন দুই রাষ্ট্রপ্রধানই। উল্লেখ্য, গত তিন বছরে শিনজো আবে এবং নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে এটি দশম সাক্ষাৎ। ভারত এবং জাপানের মধ্যে এই দফায় মোট ১৫-টি চুক্তি ও মোউ স্বাক্ষর হয়েছে।

● **ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিক আয়ের সীমা বাড়িয়ে ৮ লক্ষ টাকা :**

আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি বা ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আনতে বড়ো পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। 'ক্রিমি লেয়ার', অর্থাৎ অবস্থাপন্ন অংশের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হল ওবিসিদের জন্য। বছরে অন্তত ৮ লক্ষ টাকা পারিবারিক আয় যাদের, এখন থেকে তাদেরই অবস্থাপন্ন বলে ধরা হবে। ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যে যাদের পারিবারিক আয় বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকার কম, তারা সকলে সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন বলে গত ২৩ আগস্ট জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিরা যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ পান, ওবিসি তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়গুলিও তেমনই সংরক্ষণ পান। কিন্তু ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্তদের মধ্যে যাদের আয় বছরে ৬ লক্ষ টাকা বা তার বেশি ছিল, এত দিন তাদেরকে 'ক্রিমি লেয়ার'-এর অংশ বলে ধরা হ'ত। তারা সংরক্ষণের সুযোগ পেতেন না। সেই সীমা এবার বেড়ে ৮ লক্ষ হল।

● **কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রদবদল :**

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রকে রদবদল ঘটে। রাষ্ট্রপতি ভবনে গত ৩ সেপ্টেম্বর আরও ন'জন নতুন মন্ত্রীও শপথ নেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন নির্মলা সীতারমণ। ইন্দিরা গান্ধীর পর এই দ্বিতীয়বার কোনও মহিলা দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন। মনোহর পর্রীকর গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকে অর্থমন্ত্রকের পাশাপাশি প্রতিরক্ষামন্ত্রকেরও দায়িত্ব ছিল অরুণ জেটলির কাঁধে। সুরেশ প্রভুকে সরিয়ে নতুন রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। কয়লামন্ত্রকও থাকছে গোয়েলের হাতে। সুরেশ প্রভু হলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী হলেন রাজ্যবর্ধন সিং রাঠৌর। নীতীন গডকড়ী পেলেন নদী উন্নয়ন, গঙ্গা পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর 'নতুন ভারত'-এর লক্ষ্যে নতুন টিম তৈরিতে 'ফোর পি ফর পি' সূত্র নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ, 'প্রোগ্রেস' (অগ্রগতি)-এর জন্য প্যাশন (আবেগ), প্রফিশিয়েন্সি (দক্ষতা), প্রফেশনাল (পেশাদার) ও পলিটিক্যাল অ্যাকুমেন (রাজনৈতিক বোধ)-এর মাপকাঠিতে নতুন মন্ত্রীদের বাছা হয়েছে। এই ন'জনের মধ্যে দু'জন প্রাক্তন আমলা, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও একজন প্রাক্তন কূটনীতিক। এরা হলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রসচিব রাজ কুমার সিং, দিল্লিতে জবরদখল উচ্ছেদ করে 'ডেমলিশন ম্যান' বলে খ্যাত আলফোন্স কান্নানথানম, রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি হরদীপ সিং পুরী ও মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সত্যপাল সিং। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার মন্ত্রিসভার রদবদল করলেন। মন্ত্রিসভায় রদবদলের আগেই রাজীব প্রতাপ রুডি, কলরাজ মিশ্র-সহ ৬ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ নতুন মন্ত্রিসভা

❖ **পূর্ণমন্ত্রী :**
রাজনাথ সিং—স্বারাষ্ট্র
সুষমা স্বরাজ—বিদেশ
অরুণ জেটলি—অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক
নিতিন গডকড়ী—সড়ক পরিবহণ, জাহাজ, নদী উন্নয়ন, গঙ্গা পুনরুজ্জীবন
সুরেশ প্রভু—বাণিজ্য
সদানন্দ গৌড়া—পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা রূপায়ণ
উমা ভারতী—পানীয় জল ও নিকাশি
রামবিলাস পাসোয়ান—উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন
মেনকা গান্ধী—নারী ও শিশু কল্যাণ
অনন্ত কুমার—সার ও রাসায়নিক এবং সংসদ বিষয়ক
রবিশঙ্কর প্রসাদ—আইন, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য-প্রযুক্তি
জে পি নাড্ডা—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
অশোক গজপতি রাজু—অসামরিক পরিবহণ
অনন্ত গিতে—ভারী শিল্প
হরসিমরত কউর বাদল—খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
নরেন্দ্র সিং তোমর—খনি, পঞ্চায়েতিরাজ, গ্রামোন্নয়ন
চৌধুরি বীরেন্দ্র সিং—ইস্পাত
জুয়াল ওরাম—আদিবাসী বিষয়ক
রাধামোহন সিং—কৃষি ও কৃষক কল্যাণ
থবর চাঁদ গেহলোট—সামাজিক ন্যায় বিচার
স্মৃতি ইরানি—তথ্য ও সম্প্রচার, বস্ত্র
হর্ষবর্ধন—বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন ভূ-বিজ্ঞান
প্রকাশ জাভড়েকর—মানব সম্পদ উন্নয়ন
ধর্মেন্দ্র প্রধান—প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোল, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্যোগ
পীযূষ গোয়েল—রেল, কয়লা
নির্মলা সীতারামণ—প্রতিরক্ষা
মুখতার আব্বাস নক্‌ভি—সংখ্যালঘু বিষয়ক

❖ **স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী :**
রাও ইন্দ্রজিৎ সিং—পরিকল্পনা, সার-রাসায়নিক
সন্তোষকুমার গাঙ্গোয়ার—শ্রম
শ্রীপদ নায়েক—আয়ুষ
জিতেন্দ্র সিং—পিএমও বিষয়ক, পরমাণু শক্তি
মহেশ শর্মা—সংস্কৃতি, পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন
গিরিরাজ সিং—ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প
মনোজ সিং—যোগাযোগ, রেল
রাজ্যবর্ধন সিং রঠৌর—ক্রীড়া
আর কে সিং—শক্তি
হরদীপ সিং পুরী—নগরোন্নয়ন
কে জে অ্যালফোন্স—পর্যটন

❖ **অন্যান্য প্রতিমন্ত্রী :**
বিজয় গোয়েল, রাধাকৃষ্ণণ পি, এস আলুওয়ালিয়া, রমেশ চণ্ডাপ্পা জিগাজিনাগি, রামদাস আঠবলে, বিষ্ণুদেও সাঁই, রামকৃপাল যাদব, হংসরাজ আহির, হরিভাই চৌধুরি, রাজেন গোহাঁই, ভি কে সিং, পুরুষোত্তম রূপালা, কৃষাণ পাল, জসবন্তসিং ভাভোর, শিবপ্রতাপ শুক্ল, অশ্বীনি চৌবে, সুদর্শন ভগত, উপেন্দ্র কুশওয়াহা, কিরেন রিজিজু, বীরেন্দ্র কুমার, অনন্ত হেগড়ে, এম জে আকবর, সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি, ওয়াই এস চৌধুরি, জয়ন্ত সিন্‌হা, বাবুল সুপ্রিয়, বিজয় সাম্পলা, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, অজয় টামটা, কৃষ্ণ রাজ, মনসুখ মাণ্ডব্য, অনুপ্রিয়া পটেল, সি আর চৌধুরি, পি চৌধুরি।

● **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মৌলিক অধিকার :**

ব্যক্তি পরিসরের অধিকার জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা মৌলিক অধিকার। গত ২৫ আগস্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে একথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্টের নয় বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় জীবন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষিত। ব্যক্তি পরিসরের অধিকারকে তার থেকে আলাদা করে দেখা চলে না। প্রসঙ্গত, আধার সংক্রান্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলে, আধারের বাধ্যবাধকতা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যক্তি পরিসরের অধিকার আদৌ মৌলিক অধিকার কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। কিন্তু আগের রায় যদি কোনও কারণে খারিজ করতে হয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বৃহত্তর বেঞ্চে। সেই কারণেই প্রধান বিচারপতি জে. এস. খেহরের নেতৃত্বে তৈরি হয় ৯ বিচারপতির বেঞ্চ। বিচারপতি খেহর ছাড়াও ওই সাংবিধানিক বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জে. চেলমেশ্বর, এস. এ. বোবদে, আর. কে. অগ্রবাল, আর. এফ. নরিম্যান, এ. এম. সাপ্রে, ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, এস. কে. কল এবং এস. আব্দুল নাজির।

উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে এম. পি. শর্মা মামলায় সুপ্রিম কোর্টেরই ৮ বিচারপতির বেঞ্চ এবং ১৯৬১ সালে খরক সিং মামলায় ৬ বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছিল, ব্যক্তি পরিসরের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার নয়। এদিন সেই দুই রায় খারিজ হয়ে গিয়েছে। খারিজ হয়েছে ১৯৭৬ সালের শিবকান্ত শুক্ল মামলার রায়ও। তবে, আধারের বাধ্যবাধকতার উপরে ২০১৭-র এই রায়ের প্রভাব পড়বে কিনা, সে ব্যাপারে সরাসরি মন্তব্য করেনি সুপ্রিম কোর্ট।

ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে ব্যক্তি পরিসরের সীমা ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপের বার্তা চালাচালি, কেনাকাটা থেকে হোটেল বুকিং, কোনও তথ্যই গোপন থাকছে না বলে অভিযোগ। এই সব তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই ব্যবসা বা বিজ্ঞাপনের কাজে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে অপব্যবহারের সুযোগও। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্টের রায় 'ঐতিহাসিক'। এদিন প্রধান বিচারপতি খেহর, বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতি আব্দুল নাজির এবং বিচারপতি আর. কে. অগ্রবাল মিলিতভাবে একটি রায় দিয়েছেন। সেটি লিখেছেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। আদালাভাবে পাঁচটি রায় দিয়েছেন বাকি পাঁচ বিচারপতি। কিন্তু ছ'টি রায়ের মূল কথা একটাই।

● **সুইৎজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর :**

ভারতীয়দের গচ্ছিত কালো টাকা ফেরাতে এবার তৎপর হোক সুইৎজারল্যান্ড। সেদেশের প্রেসিডেন্ট ডরিস লিউথহার্ডের কাছে গত ১ সেপ্টেম্বর এই অনুরোধই জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হায়দরাবাদ হাউসে মোদী-লিউথহার্ড বৈঠকে এদিন স্টেশন আধুনিকীকরণ, টানেল খোঁড়ার প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি-সহ রেল সংক্রান্ত ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি সই হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। কথা হয়েছে দ্বিপাক্ষিক লগ্নি ও বাণিজ্য নিয়েও। তবে অগ্রাধিকার পেয়েছে কালো টাকার প্রসঙ্গ। বস্তুত, গত বছর জুনে ভারতের আর্জিতে প্রাথমিক সম্মতিও দিয়েছে সুইস সরকার। বলেছে, তাদের ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের কালো টাকা জমার অভিযোগ

উঠলে, ২০১৯ থেকে সেসম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাবে দিল্লি। গ্রাহক অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা বজায় রাখায় সিদ্ধহস্ত সুইস ব্যাঙ্কগুলি। ফলে সেদেশ করফাঁকির স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। তাই সুইস ব্যাঙ্কের তথ্য হাতে পেতে গত বছর ৬ জুন জেনিভায় সেদেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রথম কথা বলেছিলেন মোদী। তার পর থেকে বহু স্তরে কথা হয়েছে দু'দেশের।

● **ভারত-আফগানিস্তান স্ট্র্যাটেজিক কাউন্সিল-এর বৈঠক :**

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে আরও বেশি করে সামরিক সহায়তা দিতে চলেছে ভারত। ভারত-আফগানিস্তান স্ট্র্যাটেজিক কাউন্সিল-এর বৈঠকে যোগ দিতে সম্প্রতি নয়াদিল্লি আসেন সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সালাউদ্দিন রব্বানি। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে রব্বানির বৈঠকের পরে স্থির হয়েছে, আফগানিস্তানের নিরাপত্তা এবং পুনর্গঠনে আরও বেশি করে সহায়তার হাত বাড়ানো হবে। ১১৬-টি নতুন 'হাই-ইম্প্যাক্ট' উন্নয়ন প্রকল্প যৌথভাবে রূপায়ণ করা হবে যা কাবুলের আর্থ-সামাজিক এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বদল আনবে। গত ১২ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের পরে মোটর ভেহিক্‌ল-সহ মোট চারটি ক্ষেত্রে চুক্তি সই করেছে দুই দেশ। প্রসঙ্গত, এর কিছু দিন আগেই তাদের আফগানিস্তান নীতি ঘোষণা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নয়াদিল্লিকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

● **অসমে বাবা-মায়ের অবহেলা করলে সরকারি কর্মীর বেতনে কোপ :**

গত ১৫ সেপ্টেম্বর দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে প্রণাম বিল গৃহীত হল অসম বিধানসভায়। এই আইন অনুযায়ী, রাজ্যের সরকারি কর্মীরা বৃদ্ধ বাবা-মাকে যত্ন না করলে, অত্যাচার বা অবহেলা করলে বাবা-মা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নালিশ জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন থেকে ১৫ শতাংশ বাবা-মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা পড়বে। একই সুবিধা পাবেন প্রতিবন্ধী ভাই-বোনও। বিধানসভায় বিলটি গৃহীত হওয়ার পরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানান, ভবিষ্যতে বেসরকারি ক্ষেত্রকেও এই আইনের আওতায় আনা হবে। প্রতিবন্ধী ভাই-বোন থাকলে তাদের জন্যও বেতনের ৫ শতাংশ খরচ করতে হবে। তাদের অযত্ন করলেও কর্মীদের বেতনের অংশ সরাসরি ওই প্রতিবন্ধী ভাই বা বোনের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। পাশাপাশি, চাকরিকালীন কারও মৃত্যু হলে অনুকম্পামূলক নিযুক্তিতে যে জটিলতা দেখা যায়, তা কাটাতে এবার থেকে শেষ মাসের বেতনের সমান বেতন তার স্বামী বা স্ত্রী অথবা নিকটতম আত্মীয়কে আজীবন দেওয়া হবে।

● **বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, সর্দার সরোবর বাঁধ উদ্বোধন :**

গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন সর্দার সরোবর বাঁধ। দেশবাসীকে সর্দার সরোবর বাঁধ উৎসর্গ করার পর তিনি জানান, এই প্রকল্প চালু হলে কয়েক লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন। উল্লেখ্য, ১৯৬১-র ৫ এপ্রিল ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বাঁধটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। ১৯৮৭ সালে বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নির্মাণের শুরু থেকেই বাঁধটিকে নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। ১৯৯৬-তে সুপ্রিম কোর্ট বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়। শর্তসাপেক্ষে ঠিক চার বছর পর, অর্থাৎ, ২০০০ সালে সুপ্রিম কোর্ট ফের বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করার অনুমতি দেয়। বাঁধটির উচ্চতা ১৩৮.৬৮ মিটার। দৈর্ঘ্য ১.২ কিলোমিটার। জলধারণ ক্ষমতা ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার একর ফুট (এমএএফ)।

● **বিবাহবিচ্ছেদ আইনে নতুন সিদ্ধান্ত জানাল সুপ্রিম কোর্টের :**

বিচ্ছেদের জন্য আইনের দ্বারস্থ হওয়া দম্পতিকে ছ'মাস অপেক্ষা করতে বলা বরং তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আখেরে লাভ কিছুই হয় না। এই যুক্তিকেই মাথায় রেখে এবার বিবাহবিচ্ছেদ আইনে বড়োসড়ো রদবদলের সিদ্ধান্তের কথা জানাল সুপ্রিম কোর্ট। গত ১২ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদের জন্য যে ১৮ মাসের কথা বলা হয়, তাতে শেষ ছ'মাসের অপেক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। দম্পতির সঙ্গে কথা বলে এবং অবস্থার গুরুত্ব বুঝে এই সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট বিচারক।

হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করার পর দম্পতিদের ১২ মাস আলাদা থাকতে হয়। এর পরে নিজেদের মধ্যে ফের বোঝাপড়ার একটা সুযোগ দেওয়া হয়। এই সময়কাল ৬ মাস। এর পর বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মতে, যদি সমস্ত দিক থেকে যথাযথ উদ্যোগী হওয়ার পরেও দম্পতির মধ্যে তিক্ততা মিটিয়ে নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তা থেকে বিরত থাকাই উচিত। শুধু তাই নয়, শীর্ষ আদালতের মতে বিচ্ছেদে আগ্রহী দম্পতিকে যত দ্রুত সম্ভব নতুন ও উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার সুযোগও দেওয়া উচিত। শুধুমাত্র সন্তানের দায়িত্ব ও খোরপোশ নিয়ে দ্বিমত থাকলে তবেই ছ'মাস বা তার অতিরিক্ত সময় দেওয়া উচিত বলেও অভিমত সুপ্রিম কোর্টের।

● **সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের বরাদ্দ বাড়ল :**

১১ থেকে ১৪ বছরের স্কুলছুট কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতিদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। গত ২০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দেশের প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে আইসিডিএস বা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের আওতায় থাকা শিশু, স্কুলছুট কিশোরী ও মায়েদের পুষ্টির খাতে নতুন হারে অর্থবরাদ্দ হবে। ৬ থেকে ৭২ মাসের শিশুদের জন্য রোজ মাথাপিছু বরাদ্দ ৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ টাকা করা হচ্ছে। গর্ভবতী ও প্রসূতিদের জন্য রোজ মাথাপিছু ৭ টাকার বদলে সাড়ে ৯ টাকা খরচ করা হবে। চরম অপুষ্টিতে ভুগছে যারা, তাদের ক্ষেত্রে ৯ টাকার বদলে মাথাপিছু রোজ ১২ টাকা বরাদ্দ করা হবে। ১১ থেকে ১৪ বছরের কিশোরীদের জন্য বরাদ্দ ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৯ টাকা করা হচ্ছে। সরকার পরের ৩ বছরে এজন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে। এর ফলে প্রায় ১১ কোটি মা ও সন্তান উপকৃত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ

- সম্প্রতি কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের মিলিত উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গে প্রথম পুরসভার, অর্থাৎ শান্তিপুর পুরসভার যাবতীয় নথি ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষিত করার কাজ শেষ হয়েছে। ১৬৪ বছরের পুরনো পুরসভার মান্ধাতা আমলের অসংখ্য ধুলো-ঢাকা নথিপত্র ঢাউস ঢাউস খাতায় পুরসভার সেরেস্তায় এতকাল পড়েছিল অযত্ন অবহেলায়। ২০০২ সালে পুরসভার দেড়শো বছর পূর্তির সময় সেই নথি উদ্ধার করে সযত্নে বাঁধানো হয়। সব মিলিয়ে ৭৮-টি খণ্ড। তারপর ২০১৫ সালে ফের শুরু হয় এইসব নথির ডিজিটাল সংরক্ষণের কাজ।
- গত বছর ১৬ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছিলেন, ৬৩-টি দফতরের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ১১-টিকে মিলিয়ে দিয়ে দফতরের সংখ্যা কমিয়ে করা হচ্ছে ৫২। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি বছরের গোড়ায় বেশ কিছু দফতরকে মিলিয়ে দেয় রাজ্য সরকার। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও জারি হয় ফেব্রুয়ারিতে। তারপরে ছ'মাস কাটতে না-কাটতেই গত ২৫ আগস্ট শিল্প দফতর এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতর আবার আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে। ইতোমধ্যেই শিল্পের দুই দফতরে সচিব নিয়োগ করে ফেলেছে নবান্ন। শিল্পসচিব রাজীব সিংকে শুধু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিল্প দফতরের নতুন সচিব হয়েছেন এস. কিশোর।
- পুজোর আগে হলুদ এবং নীল-সাদা ট্যাক্সির অ্যাপ চালু হল কলকাতায়। একটি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিআই)-এর উদ্যোগে। সেই অ্যাপটির নাম 'যাত্রিক'। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'যাত্রিক' অ্যাপটি উদ্বোধন করেন।
- এবার মোবাইল অ্যাপ-নির্ভর অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। অ্যাপের মাধ্যমে জানা যাবে রোগীর কাছাকাছি ক'টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে এবং কতক্ষণের মধ্যে তা পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে রাজ্য সরকারের চালু হওয়া 'পথদিশা' অ্যাপ সার্ভিসে এই পরিষেবা ঢোকানো হবে। এতদিন কোন বাস, কখন নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে আসবে শুধু তাই জানা যেত পথদিশায়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকায় শুরু হতে চলা এই পরিষেবায় সরকারকে সাহায্য করছে একটি বেসরকারি সংস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তর শহরতলির ব্যারাকপুর থেকে দক্ষিণের ঠাকুরপুকুর ও গড়িয়া পর্যন্ত এই পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা।

● **রাস্তাঘাট সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি অ্যাপ এক ছাতার তলায় আনতে কমিটি :**

সম্প্রতি নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে-র নেতৃত্বে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত রাজ্য রোড সেফটি কাউন্সিলের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি (ট্রাফিক) বিবেক সহায়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। কমিটিতে আছেন পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নারায়ণস্বরূপ নিগম, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) বিনীত গোয়েল এবং অতিরিক্ত ডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) এস. কে. সিং। ঠিক হয়েছে, ওই কমিটিই পথ নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক সংক্রান্ত সমস্ত অ্যাপকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজ করবে। প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে পথ নিরাপত্তায় 'স্রেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এক গুচ্ছ অ্যাপ তৈরি হয়েছে। পরিবহণ দফতর একটি অ্যাপ তৈরি করেছে। কলকাতা পুলিশের নিজস্ব আর একটি অ্যাপ রয়েছে। কলকাতা পুলিশের 'বন্ধু' অ্যাপে ট্রাফিক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। আবার একই ভাবে বাসের যাওয়া-আসা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে পরিবহণ দফতরের 'পথদিশা' অ্যাপটিতে। এ ছাড়াও, পর্যটন দফতর এবং স্বাস্থ্য দফতরও পথ নিরাপত্তায় নিজস্ব অ্যাপ তৈরি করছে।

● **আধারে বাংলার অগ্রগতি :**

কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া'-র ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের আনুমানিক জনসংখ্যার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ৯১.৭ শতাংশ মানুষের আধার কার্ড হয়ে গিয়েছে। ওয়েবসাইটে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের পিছনে রয়েছে বেশ কিছু রাজ্য। আধার তৈরির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে দিল্লি (২০১৭ সালের আনুমানিক জনসংখ্যার তুলনায় ১১৫.৮ শতাংশ) শেষে অসম (৬.৮ শতাংশ)। আর ১০০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলেছে গোয়া, তেলঙ্গানা ও হিমাচলপ্রদেশ।

গত আগস্টের গোড়ায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাতে বলা হয়েছে, ২০১৭-র আনুমানিক জনসংখ্যার সাপেক্ষে ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের ১০৫ শতাংশ মানুষ আধার কার্ড তৈরি করিয়ে ফেলেছেন। ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের ৭৩ শতাংশ এবং ৫ বছরের নিচে ৫৪ শতাংশ শিশুর আধার কার্ড তৈরির কাজ সম্পূর্ণ। শুধু হিসেব দাখিলই নয়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে আধার কার্ড করা যে জরুরি এবং যত শীঘ্র সম্ভব তা করে নেওয়া উচিত, তা-ও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। এর জন্য সরকারের সমস্ত দফতর যে উপযুক্ত সাহায্য করবে, তা-ও জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতরের আবেদনে।

● **আয়ুষ চিকিৎসায় আরও স্বচ্ছ নীতি :**

আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দেওয়া এবং অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। জানিয়ে দিল, আয়ুর্বেদ-মতে ক্ষারসূত্র অস্ত্রোপচার করতে পারবেন ওই চিকিৎসকেরা। কিন্তু অন্য কোনও অপারেশন করতে পারবেন না। গত পয়লা সেপ্টেম্বর ডিরেক্টর জেনারেল (আয়ুষ)-এর জারি করা নির্দেশিকায় বৈধ ডিগ্রিধারী আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা কী কী অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দিতে পারবেন এবং অ্যালোপ্যাথির কোন কোন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন, তার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, বেশ কিছু প্যারাসিটামল, অ্যান্টিবায়োটিক, ম্যালেরিয়ার ওষুধ, ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ তেল, আয়রন ট্যাবলেট, ওআরএস দেওয়া যাবে। ক্যানসারের ওষুধ ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পে ব্যবহৃত ওষুধও দিতে পারবেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা। এছাড়াও মেডিকো-লিগ্যাল বিষয়ের তত্ত্বাবধান, ময়নাতদন্ত, ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দেওয়া, আই-ভি ড্রিপ দেওয়া এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইত্যাদি করতে পারবেন না তারা।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট ও দিল্লি হাইকোর্টের দু'টি রায়ে বলা হয়েছিল, আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দিতে পারবেন না বা সার্জারি করতে পারবেন না। ১৯-টি রাজ্য আইন তৈরি করে সিদ্ধান্ত নেয়, প্রয়োজন হলে তাদের রাজ্যে আয়ুর্বেদ ডাক্তারেরা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ লিখতে এবং অস্ত্রোপচার করতে পারবেন। ২০১৪ সালের ফ্রেব্রুয়ারিতে এরাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরও এই বিষয়ে একটি নির্দেশ জারি করে। কিন্তু তাতে আয়ুষ চিকিৎসকেরা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ লিখবেন কি না, সেই ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা কিনা ছিল না।

● **স্বাস্থ্য কমিশন চালাতে পথ দেখাল কোর্ট :**

মোট সদস্য ১৩ জন। তাদের মধ্যে বিশেষ এক চিকিৎসক-সদস্যের নিয়োগ নিয়ে মামলা হওয়ায় স্বাস্থ্য কমিশনের কাজ বন্ধ রাখা উচিত নয় বলে মনে করে কলকাতা হাইকোর্ট। গত পয়লা সেপ্টেম্বর একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে এই মন্তব্য করেন। জনস্বার্থের মামলা হয়েছে প্রবীণ চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে স্বাস্থ্য কমিশনের সদস্য করায়। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) বিচারপতি মাত্রের ডিভিশন বেঞ্চে জানান, বিধি তৈরি না-হওয়ায় স্বাস্থ্য কমিশনের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। রাজ্য গত ২৪ আগস্ট কমিশনের বিধি তৈরি করে ফেলেছে। কমিশনের কাজ শুরু করতে আর বাধা নেই। এর আগের শুনানিতে অভিযোগ উঠেছিল, বিধি তৈরি না-হওয়া সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য কমিশন। তার দিন পনেরো আগে ডিভিশন বেঞ্চ, কবে বিধি তৈরি হবে, তা আদালতকে জানাতে নির্দেশ দেয় রাজ্যকে। এজি কিশোর দত্ত তখন আদালতে জানান, বিধি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যত দিন না বিধি তৈরি হচ্ছে এবং তার গেজেট বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে, তত দিন কমিশনের কাজ বন্ধ থাকবে। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২ নভেম্বর।

● **ডাকঘর, পাম্পেও কেনা যাবে এলইডি বাল্ব :**

এত দিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা ও সিইএসসি-র বাছাই করা কয়েকটি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রেই এলইডি বাল্ব বিক্রি করত কেন্দ্রীয় সংস্থা, এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড (ইইএসএল)। পুজোর সময় থেকে রাজ্যের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প ও ডাকঘরেও এলইডি বাল্ব ও টিউব কিনতে পারবেন বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা। গত ২৪ আগস্ট বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে শক্তি বিষয়ক এক আলোচনাসভায় এ কথা জানান ইইএসএলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৌরভ কুমার। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডাকঘরের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। চুক্তি চূড়ান্ত হলেই বিভিন্ন শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে এলইডি বাল্ব বিক্রি করা শুরু করা হবে।

বাজারের তুলনায় অনেকটাই কম দামে এলইডি বাল্ব ও টিউব বিক্রি করে দেশজুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে ইইএসএল। নামী বাল্ব প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি এলইডি সরবরাহ করছে। গত দু'বছরে সারা দেশে তারা প্রায় সাড়ে ২৫ কোটি এলইডি বাল্ব বিক্রি করেছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিক্রি হয়েছে ৫৬ লক্ষের মতো। বিভিন্ন পুর এলাকার বাতিস্তম্ভের জন্য এলইডি আলো সরবরাহের ব্যবসাতেও তারা ইতোমধ্যে ৩০ লক্ষ বাল্ব বিক্রি করে ফেলেছে।

● **পোলট্রি শিল্পের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকল্প :**

ডিমের ঘাটতি আছে রাজ্যে। এই অবস্থায় হাঁস-মুরগি পালন বা পোলট্রি শিল্পের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকল্প (ইনসেন্টিভ স্কিম) ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। গত ২৩ আগস্ট এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। ঠিক হয়েছে, উৎসাহ জোগাতে বিভিন্ন ভাবে ভরতুকি দেওয়া হবে। কিছু ক্ষেত্রে এককালীন ভরতুকির পরিমাণ হতে পারে আট লক্ষ টাকা পর্যন্তও। এ রাজ্যে ডিম ও হাঁস-মুরগির ছানা উৎপাদনে যে-সব ব্যবসায়ী বিনিয়োগ করবেন, তারাই ইনসেন্টিভ পাবেন। মন্ত্রিসভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে : ডিম উৎপাদনের জন্য পোলট্রি ফার্ম তৈরি করলে বিদ্যুতের বিল এবং জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ খরচের একটি বড়ো অংশ ভরতুকি হিসেবে পাবেন ব্যবসায়ী। এ ছাড়াও প্রতি ১০ হাজার মুরগি বা হাঁস পালনে ফার্ম-পিছু এককালীন আট লক্ষ টাকা ভরতুকি দেবে সরকার।

● **ন্যাশনাল জুট বোর্ডের 'জুট আই-কেয়ার' প্রকল্পে রাজ্যের চাষিদের লাভ :**

উন্নত প্রযুক্তির হাত ধরে দক্ষতা বাড়ছে পাটচাষে। বাড়ছে হেক্টর পিছু উৎপাদন। খরচ কমিয়ে চাষিদের ভালো আয়ের পথ দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল জুট বোর্ডের প্রকল্প। প্রথাগত চাষের বদলে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মনীতি ও সামান্য কিছু যন্ত্রের ব্যবহার পাটের ফলন ও তার মান বাড়াতে পারে। ন্যাশনাল জুট বোর্ডের 'জুট আই-কেয়ার' প্রকল্পের আওতায় এসে হাতে হাতে তার সুফল পেতে শুরু করেছেন বহু চাষি। শুধু যে হেক্টর পিছু উৎপাদন বাড়ছে তা-ই নয়, পাটের রং, মান, দৈর্ঘ্য ও চাষের খরচ কমায় আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন তারা। গত অর্থবর্ষে (২০১৬-'১৭) রাজ্যের প্রায় ৮০ হাজার চাষি ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে এই প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞানসম্মত পাটচাষ শুরু করেছেন। সাফল্যের খতিয়ান দেখে বোর্ডকে ২০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমোদন দিয়ে রেখেছে কেন্দ্র।

প্রসঙ্গত, দেশের ৮০ শতাংশ পাট উৎপাদনই হয় পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে পাটচাষ ও তার মান ধরে রাখায় প্রধান বাধা অপরীক্ষিত বীজ। এই প্রকল্পে চাষিদের সরকারি ভাবে পরীক্ষিত বীজ যেমন দেওয়া হচ্ছে, তেমনই যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বোনা থেকে শুরু করে নিড়ানি দেওয়ার প্রশিক্ষণ মিলছে। নতুন পদ্ধতিতে চাষের মান বাড়ার সঙ্গেই পাট গাছ পচাতে বিশেষ এক ধরনের জীবাণুর মিশ্রণ ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে কম জলে, অনেক কম দিনেই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাট তৈরি হচ্ছে। আঁশের রংও সোনালি। ভরতুকিতে চাষিদের মধ্যে বীজ, যন্ত্র, জীবাণুর মিশ্রণ সবই বণ্টন করছে বোর্ড। বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে আগে যেখানে হেক্টর পিছু ২৩-২৪ কুইন্টাল পাট উৎপাদন হ'ত, সেখানে এই প্রকল্পের আওতায় আসার পরে কমপক্ষে তা ৩২ কুইন্টলে দাঁড়িয়েছে। বারাসত, শেওড়াফুলি, বেথুয়াডহরি, বহরমপুর, মালদহ, কোচবিহার, শিলিগুড়ির নানা ব্লকে এই প্রকল্পে চাষ হচ্ছে। ২০১৫ সালে বস্ত্রমন্ত্রক তহবিল গড়ে প্রকল্পটি চালু করে।

● **মেট্রো ডেয়ারি থেকে সরছে সরকার :**

বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তে রাজ্য মন্ত্রিসভা সায় দেয় গত মে মাসে। সেই পথে হেঁটে এবার মেট্রো

ডেয়ারি থেকে হাত তুলে নিচ্ছে রাজ্য সরকার। গত ২৩ আগস্ট মন্ত্রিসভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মেট্রো ডেয়ারিতে সরকারের ৪৭ শতাংশ শেয়ার ছিল। পুরোটাই প্রকল্পের বেসরকারি অংশীদার কেভেন্টার অ্যাগ্রোকে বেচে দিচ্ছে রাজ্য। ফলে রাজ্যের কোষাগারে আসবে প্রায় ৮৫ কোটি টাকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিল্ক প্রোডিউসার্স ফেডারেশন লিমিটেড, কেভেন্টার অ্যাগ্রো এবং ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ত্রিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে মেট্রো ডেয়ারির পথ চলা শুরু ১৯৯০ সালে। পরবর্তীকালে ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তাদের ১০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে দেয় কেভেন্টারকে। তারপর থেকে রাজ্য সরকারের ৪৭ শতাংশ এবং কেভেন্টারের ৫৩ শতাংশ শেয়ার।

● **জিএসটি রাজস্বে আশার আলো :**

জিএসটি চালু হওয়ার পরে গত ২৫ আগস্ট প্রথম দফার কর জমা পড়েছে। ইঙ্গিত মিলছে, তাতে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাট জমানায় মাসে যে পরিমাণ রাজস্ব আসত, পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আদায় তা ছাপিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া বাড়তি পাওনাও মিলতে পারে। কারণ, আগের বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি না হলে কেন্দ্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও পাবে রাজ্য। শেষ দিনে (২৫ আগস্ট) শুধু রাজ্য জিএসটি খাতেই প্রায় হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে। এরাজ্য থেকে ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি খাতে বেরিয়ে গিয়েছে ৭০০ কোটি টাকা। অর্থ দফতরের কর্তাদের আশা, মূলত ক্রেতা-প্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদি এত টাকা অন্য রাজ্যে যায়, তা হলে অনেক বেশি টাকা এরাজ্যে ঢুকবে। আইজিএসটি-র প্রাপ্ত টাকার বড়ো অংশ ডিলাররা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট হিসেবে পেলেও অন্তত ৪০০ কোটি টাকা রাজ্যের ঘরে থাকবে।

জিএসটির পরেও এইবার আগস্ট মাসে শেষ ভ্যাট (জুন)-এর টাকা বাবদ অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকা জমা পড়েছে। সব মিলিয়ে গত বছর আগস্ট মাসে ভ্যাট, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর এবং পণ্য প্রবেশ কর বাবদ যে টাকা পাওয়ার কথা, এবার তার চেয়ে বেশিই মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে। এরাজ্যে মাত্র আড়াই লক্ষ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভ্যাট দিত। জিএসটিতে আরও ১.৪০ লক্ষ নতুন সংস্থা কর দিতে চেয়ে নথিভুক্ত হয়েছে। এর সিংহভাগই বস্ত্র এবং ওষুধের কারবারি।

● **লগ্নি টানার দৌড়ে পিছিয়ে রাজ্য :**

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান বলছে, সারা দেশে যে বিনিয়োগ হচ্ছে, তার অতি সামান্য অংশই এসে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের ঝুলিতে। কারখানা তৈরি বা ব্যবসা শুরুর জন্য বিভিন্ন শিল্প সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে যে ঋণ নেয়, তার ভিত্তিতে বার্ষিক সমীক্ষা করে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। দেখে, পুরো অর্থবর্ষে সারা দেশে এবং সেই সঙ্গে কোন রাজ্যে কত বিনিয়োগ হচ্ছে। সামগ্রিক লগ্নির ছবিটা কেমন, তার আঁচ মেলে তাতে। সেই হিসেব বলছে, ২০১৬-'১৭ সালে শিল্পমহল দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৮৩ হাজার কোটি টাকা ঢালার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু তার মাত্র ১.৭ শতাংশ জুটেছে পশ্চিমবঙ্গের বরাতে। লগ্নি টানার দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ ঠাঁই পেয়েছে ১৪ নম্বরে। মোট ১৮-টি প্রকল্পে সিদ্ধান্ত হয়েছে মোট ৩,১০৭.৬ কোটি টাকা লগ্নির। তাও আবার এর পুরোটা যে লগ্নি হয়েছে, এমন নয়। কারণ, সংস্থাগুলি ধার নেওয়ার সময় প্রকল্পের মোট খরচ জানায়। কিন্তু অনেক সময়ই এক বছরে তার পুরোটা খরচ হয় না। প্রসঙ্গত, লগ্নিতে প্রথম স্থানে গুজরাট। দেশের মোট লগ্নির ২২.৭ শতাংশের গন্তব্য। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ু—এই সাত রাজ্যই টেনেছে লগ্নির ৬৩.৫ শতাংশ।

● **সহানুভূতিজনিত কারণে চাকরির ক্ষেত্রে বিবাহিত কন্যারাও গণ্য হবেন :**

এত দিন অবধি এরাজ্যের কোনও সরকারি কর্মী কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে তার ছেলে বা অবিবাহিত মেয়ে চাকরি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। এবার থেকে বিবাহিত মেয়েরাও ওই ধরনের চাকরি পাওয়ার অধিকারী হবেন বলে রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পঞ্চায়েতে এবং রাজ্যের শ্রম দফতরের নির্দেশিকায় 'কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ড' বা সহানুভূতিজনিত কারণে চাকরির ক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েরা গণ্য হ'ত না। গত ১৩ সেপ্টেম্বর একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে সেই নির্দেশিকা খারিজ করে দেয় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, সহানুভূতিজনিত চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও মহিলা 'বিবাহিত' না 'অবিবাহিত' তা দেখলে চলবে না। কারণ, সেটা সংবিধানবিরোধী।

● **রাজ্য নিম্ন, মধ্যবিত্ত আবাসনে ছ'নম্বরে :**

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ছাড়পত্র পাওয়া বাড়ির সংখ্যা যদি মাপকাঠি হয়, তবে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের মাথায় ছাদের জোগানে প্রথম দশে ঠাঁই পেয়েছে রাজ্য। এমনকী মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানাকে টপকে জায়গা করে নিয়েছে ছ'নম্বরে। যদিও প্রথম তিন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক এক্ষেত্রে অনেকখানি। কেন্দ্রের হিসেব বলছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ছাড়পত্র পাওয়া মোট বাড়ির ৮২ শতাংশই প্রথম দশটি রাজ্যের দখলে। ৫ লক্ষের বেশি বাড়ির ছাড়পত্র পেয়ে শীর্ষে অন্ধ্রপ্রদেশ। সেখানে সুদে ভরতুকি বাবদ কেন্দ্রের বরাদ্দ ৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ছাড়পত্র পেয়েছে প্রায় ১.৪৫ লক্ষ বাড়ি। কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তা দু'হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘোষণার পরে সারা দেশের নির্মাণ শিল্পই এই বাজার ধরতে ঝাঁপিয়েছে। কেন্দ্রের পরিকল্পনা, ২০২২ সালের মধ্যে দু' কোটি বাড়ি তৈরি। শুধু শহরেই ১.৮ কোটি। শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় গত দু' বছরে প্রায় ২৪ লক্ষ বাড়ি তৈরির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ প্রায় ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকা।

ছাড়পত্রের খতিয়ান

রাজ্য	ছাড়পত্র পাওয়া বাড়ি	কেন্দ্রের বরাদ্দ*
■ অন্ধ্রপ্রদেশ	৫,৪১,৩০০	৮,১৩৮
■ তামিলনাড়ু	৩,৩৫,০৩৯	৫,০৯০
■ মধ্যপ্রদেশ	২,৮৭,১০১	৪,৪১৫
■ কর্নাটক	২,০৩,২৬০	৩,৩৪৫
■ গুজরাট	১,৭২,৮১৬	২,৪৯৩
■ পশ্চিমবঙ্গ	১,৪৪,৯০৪	২,১৮৬

**কোটি টাকায় তথ্যসূত্র : আবাসন মন্ত্রক*

উল্লেখ্য, নোট বাতিলের পরে গত ৩১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন গৃহঋণে সুদে ভরতুকির এই প্রকল্পের কথা। জানানো হয়েছিল, শহরে ও গ্রামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বিভিন্ন অঙ্কের গৃহঋণে নানা হারে সুদে ভরতুকি পাবেন ফ্ল্যাট বা বাড়ির ক্রেতা। তখন থেকেই এই সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছে আবাসন শিল্প। তথ্য বলছে, কলকাতায় বছরে মধ্যবিত্তদের ফ্ল্যাট তৈরি হয় ১৫ থেকে ১৭ হাজার। চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতি বছরেই তা বেড়ে প্রায় ২২ হাজার হওয়ার সম্ভাবনা।

● **এলিভেটেড রাস্তা নিয়ে রাইটস-এর রিপোর্ট :**

নবান্নের সামনে ছ' লেনের বিদ্যাসাগর সেতু পেরোলেই হাওড়ার দিকে কোণা এক্সপ্রেসওয়ে, যা দিল্লি ও মুম্বই রোডে গিয়ে মিশেছে। সেই এক্সপ্রেসওয়ের উপরে ছ' লেনের 'এলিভেটেড' রাস্তা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেবিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরির জন্য কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ সংস্থা রাইটস-কে দায়িত্ব দিয়েছিল প্রশাসন। গত ২০ সেপ্টেম্বর সেই প্রকল্প-রিপোর্ট জমা পড়ে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোণা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে মুম্বই রোডের মুখ পর্যন্ত ওই এলিভেটেড রাস্তার দৈর্ঘ্য হবে ৬.৮ কিলোমিটার। খরচ হবে ১২০০ কোটি টাকা। আগামী জানুয়ারি মাসে দরপত্র ডেকে কাজ শুরু করতে কাগজপত্র তৈরি করেছে রাইটস। প্রসঙ্গত, বিদ্যাসাগর সেতু তৈরি হওয়ার পরে কোণা এক্সপ্রেসওয়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

● **প্রধান বিচারপতির অবসর, ৬ নতুন বিচারপতি নিয়োগ :**

কলকাতা হাইকোর্টে ৬ জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। অতিরিক্ত বিচারপতি পদে থাকার মেয়াদ সাধারণত ২ বছর। ওই পদ থেকেই স্থায়ী বিচারপতির পদে নিয়োগ করা হয়। গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজাশেখর মানথা, প্রতীকপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, মৌসুমী ভট্টাচার্য, শেখর বি শরাফ ও রাজর্ষি ভরদ্বাজের অস্থায়ী বিচারপতি পদে নিয়োগের কথা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইন মন্ত্রক। এরা সকলেই কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে ৭২ জন বিচারপতি থাকার কথা। ৬ জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগের পরে এখন সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৩৬।

এদিনই কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীথা মাত্রে কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন। আইনজীবী থেকে প্রথমে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে ২০০৩ সালে বম্বে হাইকোর্টে কাজে যোগ দেন। তাকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে বদলি করা হয় ২০১১ সালে। ২০১৬ সালের পয়লা ডিসেম্বর থেকে অবসর নেওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলালেন। অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হয়েছেন রাকেশ তিওয়ারি।

অর্থনীতি

➢ কোনও নথিভুক্ত সংস্থা ব্যাঙ্কঋণ-সহ কোনও পাওনা মেটাতে এক দিনও দেরি করলে, তৎক্ষণাৎ তা জানাতে হবে শেয়ার বাজার কর্তৃপক্ষকে। অনুৎপাদক সম্পদে রাশ টানতে এবার নতুন এই নিদান শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির। ব্যবস্থাটি চালু হবে পয়লা অক্টোবর থেকেই।

➢ কোল ইন্ডিয়ান পরে এই প্রথম বাজারে আসল ১০০ কোটি ডলারের (প্রায় ৬,৫০০ কোটি টাকা) বেশি অর্থমূল্যের শেয়ার। গত ২০ সেপ্টেম্বর বাজারে প্রথম শেয়ার ছাড়ে এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স। এর মাধ্যমে ৮,৪০০ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে জীবনবিমা সংস্থাটি। প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে তা হবে দেশের অন্যতম বড়ো শেয়ার ইস্যু। এর আগে ২০১০ সালে প্রথম শেয়ার ছেড়ে ১০০ কোটি ডলারের বেশি তুলেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়া। এসবিআই লাইফের প্রথম শেয়ার ছাড়ার জন্য মূল্যবন্ধনী স্থির করা হয়েছে ৬৮৫-৭০০ টাকা। প্রতি শেয়ারের মূল্য দাম ১০ টাকা। ইস্যু বন্ধ হয় ২২ সেপ্টেম্বর। এসবিআই লাইফ দেশের দ্বিতীয় জীবনবিমা সংস্থা, যারা বাজারে শেয়ার ছাড়ল। এর আগে এই পথে হেঁটেছে আইসিআইসিআই-প্রুডেন্সিয়াল লাইফ। সংস্থার প্রোমোটার স্টেট ব্যাঙ্ক ৮ কোটি এবং বিএনবি পরিবাস কার্ডিফ ৪ কোটি শেয়ার বিক্রি করবে।

● **নতুন ২০০ টাকার নোট :**

গত ২৪ আগস্ট নতুন ২০০ টাকার নোট প্রকাশ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ভারতে এই প্রথম ২০০ টাকার নোট চালু হল। কম টাকার লেনদেনে আরও জোর দিতে এবং ১০০ টাকার নোটের বিপুল চাহিদা কমাতে ২০০ টাকার নোট বাজারে আনার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন নোটের একটি ছবিও প্রকাশ করে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। প্রাথমিকভাবে ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ২০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হবে। এত দিন ১০০ আর ৫০০ টাকার নোটের মাঝামাঝি কিছু ছিল না। এতে থাকছে মহাত্মা গান্ধীর ছবি; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর উর্জিত প্যাটেলের স্বাক্ষর; ইংরাজি ও দেবনাগরী হরফে লেখা '২০০' কথাটি; নম্বর প্যানেলে ছোটো থেকে বড়ো হরফে নম্বর; অশোক স্তম্ভের ছবি; 'ভারত' এবং 'আরবিআই' শব্দ দু'টির মধ্যে নোটের যাবতীয় সুরক্ষা থ্রেড (এই শব্দ দু'টির রং পরিবর্তন হবে); স্বচ্ছ ভারতের লোগো এবং স্লোগান। নোটের পিছনে আছে সাঁচী স্তূপের একটি ছবি। নোটের মাপ ৬৬ মিলিমিটার × ১৪৬ মিলিমিটার।

● **লেখা নোট 'অচল' নয় :**

বৈধ নোটে কিছু লেখা থাকলে সেটি অচল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) বা কোনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কেউই কখনও এমন নির্দেশ দেয়নি। আমজনতা অনায়াসে সেরকম নোট ব্যবহার করতে পারেন। এনিয়ে কোনও ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকলে সেই ব্যাঙ্কের উচ্চস্তরে অভিযোগ জানানো যেতে পারে। তাতেও সন্তুষ্ট না হলে আরবিআই-এর 'ওম্বাডসম্যান'-এর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন। আসলে অনেকেই এতদিন ধরে আরবিআই-এর 'ক্লিন নোট পলিসি' বা স্বচ্ছ নোট নীতি-কে 'নির্দেশ' বলে ভুল করছেন। ওই নীতিতে নোটে কিছু না লিখতে বা অনেকগুলি নোট এক সঙ্গে রাখার জন্য 'স্টেপল' না করতে আরবিআই সকলের কাছে আর্জি জানিয়েছে। কারণ এতে নোটটির ক্ষতি হয়ে সেটির মেয়াদকাল কমে যেতে পারে। প্রতিটি নোট ছাপানোর একটা খরচ রয়েছে। কোনও নোট স্বাভাবিক মেয়াদকালের চেয়ে কম চললে, নোট ছাপানোর খরচ বাড়ে। তাই ওই আর্জি আরবিআই-এর।

● **জিএসটি পরিষদের ২১তম বৈঠক :**

গত ৯ সেপ্টেম্বর জিএসটি পরিষদের ২১তম বৈঠক বসে হায়দরাবাদে। বৈঠকে বছরে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করা হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীদের জিএসটি-র আওতার বাইরে রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। জানানো হয়েছে, পণ্য ও পরিষেবা করের নথিভুক্তি তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। উল্লেখ্য, এত দিন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ব্যবসা করলে এই নথিভুক্তি করতেই হ'ত। সে ব্যবসা ২০ লক্ষের নিচে হলেও। অন্যদিকে, মাটির প্রতিমায় জিএসটি-র হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে শূন্য। কেভিআইসি বিপণির মাধ্যমে বিক্রি হওয়া খাদি ব্র্যান্ড ছাড়া খাদ্যপণ্য বিক্রি করলে, তাতে জিএসটি লাগে না। কিন্তু ব্র্যান্ডেড হলে গুণতে হয় কর। অভিযোগ উঠছিল যে, অনেক সংস্থা তা এড়াতে সেই ব্র্যান্ডনাম নথিভুক্তি বাতিল করছিল। পরিষদ জানিয়েছে, গত ১৫ মে পর্যন্ত ব্র্যান্ডনাম নথিভুক্তি থাকলেই, ৫ শতাংশ জিএসটি গুণতে হবে তাদের। এর পাশাপাশি, মাসের রিটার্ন জমার জন্য সময় বাড়াল পরিষদ। নতুন শেষ তারিখ :

- ✓ জিএসটিআর-১ : ১০ অক্টোবর (নথিভুক্ত কারও ব্যবসা ১০০ কোটি টাকার উপরে হলে, এই দিন ৩ অক্টোবর)।
- ✓ জিএসটিআর-২ : ৩১ অক্টোবর।
- ✓ জিএসটিআর-৩ : ১০ নভেম্বর। অবশ্য জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের রিটার্ন (জিএসটিআর-৪) জমার শেষ তারিখ ১৮ অক্টোবর (অপরিবর্তিত)।

● **লক্ষ্য ছাড়াল জিএসটি :**

প্রথম মাসেই উপচে পড়েছে জিএসটি-র ঝুলি। জুলাইয়ে এই কর আদায় ছুঁয়েছে ৯২,২৮৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যের থেকে বেশি বলে গত ২৯ আগস্ট দাবি করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। পয়লা জুলাই জিএসটি চালুর পর চলতি অর্থবর্ষের বাকি আছে আর ন' মাস। এই সময়ে কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে প্রতি মাসে কেন্দ্রের ঘরে আসার কথা ৪৮ হাজার কোটি। রাজ্যগুলির ৪৩ হাজার কোটি। ফলে মোট ৯১ হাজার কোটি টাকা জিএসটি সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে কেন্দ্র। বাস্তবে তা এই দিন সকাল ১০-টা পর্যন্ত হিসেবেই ৯২ হাজার ছাড়িয়ে যায়। তবে এখনও আগে জমা দেওয়া কর ফেরানো হয়নি। তাই এ হল মোট আদায়ের হিসেব। অন্য দিকে অবশ্য ৫৯.৫৭ লক্ষ নথিভুক্ত করদাতাদের ৬৪.৪ শতাংশ এ পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করেছেন। সবাই কর দিলে আদায় আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে সেস খাতে আসা অর্থ বাদেও লক্ষ্যের চেয়ে বেশি কর আদায় সম্ভব হবে। যেসব রাজ্যের রাজস্ব জিএসটি-র জেরে ১৪ শতাংশের চেয়ে কম হারে বাড়বে, বিভিন্ন ক্ষতিকারক পণ্যের সেস খাতে পাওয়া টাকা থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা।

জিএসটি-র আওতায় নথিভুক্ত আরও বাড়াতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যসচিবদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ স্তরের অফিসারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত বৈঠকে একথা জানান মোদী। 'প্রো-অ্যাকটিভ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন' বা 'প্রগতি'-র আওতায় প্রতি মাসেই এই বৈঠক করেন তিনি। আগস্ট মাসের বৈঠকে ৫৬ হাজার কোটি টাকার ন'টি পরিকাঠামো প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন মোদী। রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ, তেলের পাইপলাইন তৈরি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকল্প খতিয়ে দেখেন তিনি।

● **মার্কিটের সমীক্ষা :**

এশিয়া ও ইউরোপ জুড়ে চাহিদা বৃদ্ধির সূত্রে কলকারখানার উৎপাদন ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত মিলেছে। শিল্পোৎপাদন চাঙ্গা হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধিও গতি পাবে। আর, সেক্ষেত্রে ইউরোপ ত্রাণ প্রকল্প থেকেও সরে আসতে পারে। গবেষণা সংস্থা আইএইচএস মার্কিট বিশ্ব অর্থনীতির উপর থেকে মেঘ কেটে যাওয়ার এই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। সম্প্রতি আগস্ট মাসে করা সমীক্ষার ভিত্তিতে তারা এই ইঙ্গিত দিয়েছে। ২০০৭ সালে বিশ্বজুড়ে শুরু হওয়া আর্থিক মন্দার পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শীর্ষ ব্যাঙ্ক অর্থনীতিতে নগদের জোগান বাড়াতে আর্থিক ত্রাণ প্রকল্পের পথে হেঁটেছে। তার মধ্যে রয়েছে সুদের হার প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনে শিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা, নিয়মিত বাজার থেকে ঋণপত্র কিনে নেওয়া ইত্যাদি

আইএইচ এস মার্কিট-এর সমীক্ষা জানাচ্ছে, আগস্টে ইউরোপীয় অঞ্চলের জন্য তাদের হিসেব করা শিল্প বৃদ্ধির সূচক, ম্যানুফ্যাকচারিং পার্চেজিং ম্যানেজার্স ইন্ডেক্স (পিএমআই) বেড়ে ছুঁয়েছে ৫৭.৪; গত ২০১১ সালের এপ্রিলের পর থেকে যা সবচেয়ে বেশি। এই সূচক ৫০-এর উপরে থাকা মানেই কারখানার উৎপাদন বাড়ার ইঙ্গিত। তার নিচে নেমে গেলে উৎপাদন সরাসরি কমার লক্ষণ। এই হিসাবের জন্য বেশ কিছু সংস্থার পণ্য পরিষেবার চাহিদা, নতুন বরাত, মজুত ভাণ্ডার, উৎপাদন, জোগান ইত্যাদির উপর প্রতি মাসে সমীক্ষা চালানো হয়। ব্রিটেনের অর্থনীতিও চাঙ্গা হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে মার্কিট। সেখানে পিএমআই ২০১৭-র প্রথম ছ' মাসে ঢিমেতালে এগোলেও আগস্টে এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬.৯। এর জেরে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ত্রাণ প্রকল্প কাটছাঁট করে সুদ বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে।

এশীয় দেশগুলির মধ্যে চিনের জন্য শিল্প সূচক পিএমআই বেড়ে আগস্টে ছুঁয়েছে ৫১.৬। তিন বছরে এটাই সর্বোচ্চ জুলাইয়ে তা ছিল ৫১.১। চিন তার আর্থিক বৃদ্ধি ৬.৯ শতাংশে ধরে রাখতে পারবে বলেও আশা। জাপানেও শিল্পে গতি ফিরেছে, দাবি করেছে সমীক্ষা। দেশের মধ্যে চাহিদা ও রপ্তানির বরাত বৃদ্ধির হাত ধরেই সেদেশের শিল্প ছন্দে ফিরছে বলে দাবি মার্কিটের। ভারতেও আগস্টের পিএমআই কলকারখানার উৎপাদন ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে। জুলাইয়ে জিএসটি-কে ঘিরে অনিশ্চয়তায় উৎপাদন সরাসরি কমার ইঙ্গিত দিলেও আগস্টে ব্যবসা বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সমীক্ষা। তাদের হিসেবে ওই সূচক আগস্টে ছুঁয়েছে ৫১.২। জুলাইয়ে ছিল অনেকটাই নিচে, ৪৭.৯ অঙ্কে।

● **কমেছে কল-ড্রপ-এর হার :**

মোবাইল ফোনে কথা বলার মাঝে ফোন কেটে যাওয়ার (কল-ড্রপ) হার গত এক বছরে ৮ শতাংশ কমেছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী মনোজ সিন্‌হা। কল-ড্রপের সমস্যার সঙ্গে যুঝতে গত বছরের জুলাইয়ে সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন টেলিকম মন্ত্রী। সেখানে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১০০ দিনের ও এক বছরের দু'টি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন সংস্থাগুলি। সম্প্রতি সেগুলির শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে ফের বিষয়টি নিয়ে বৈঠকের পরে সিন্‌হার দাবি, এক বছরে কল-ড্রপ ৮ শতাংশ কমেছে। কারণ, ১০০ দিনে সংস্থাগুলি ৬০ হাজার টাওয়ার বসিয়েছে। আর এক বছরে ৩.৪৯ লক্ষ। চলতি বছরের

মধ্যে কল-ড্রপ আরও ৮ শতাংশ কমানোই লক্ষ্য কেন্দ্রের। ট্রাই-এর তথ্যের পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় করা টেলিকম দপ্তরের সমীক্ষাতেও পরিস্থিতির উন্নতির ছবি ধরা পড়েছে।

● **যুদ্ধবিমান তৈরিতে জোট সাব, আদানির :**

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির জন্য সুইডেনের সংস্থা সাব-এর সঙ্গে হাত মেলাল আদানি গোষ্ঠী। মূলত ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য যুদ্ধবিমান তৈরি করতেই এই গাঁটছড়া। গত পয়লা সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দু'পক্ষের মধ্য। এর আওতায় ভারতের জন্য মূলত উন্নত প্রযুক্তির একটিমাত্র ইঞ্জিনচালিত 'গ্রিপেন' যুদ্ধবিমান তৈরি করা হবে। তৈরি হবে অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জামও। প্রকল্পটি নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অন্যতম অঙ্গ। প্রকল্পটির হাত ধরে বেশ কিছু কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সাব জানিয়েছে, ভবিষ্যতে ভারতীয় নৌবাহিনীর উপযোগী গ্রিপেন জোগানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। তাতে বিমানবাহী জাহাজ থেকে আকাশে ওড়ার মতো আধুনিক বৈশিষ্ট্য থাকবে।

● **বিদেশি লগ্নি টানার সুযোগ স্টার্ট-আপে :**

এবার ১০০ শতাংশ বিদেশি তহবিল জোগাড়ের সুযোগ স্টার্ট-আপ বা সদ্য তৈরি সংস্থার জন্যও। গত ২৯ আগস্ট প্রকাশিত বিদেশি লগ্নি নীতি সংক্রান্ত নথিতে একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক। গত এক বছরে বিদেশি লগ্নি সংক্রান্ত নিয়মের যাবতীয় রদবদলের তথ্য এই নথিতে দাখিল করেছে বাণিজ্যমন্ত্রকের শিল্পনীতি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দপ্তর। এই প্রথম বিদেশি লগ্নির আওতায় আনা হচ্ছে স্টার্ট-আপ শিল্পকে। এক্ষেত্রে বিদেশি উদ্যোগ-পুঁজি সংস্থা বা ফরেন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টর (এফভিসিআই)-এর কাছ থেকে মূলধন জোগাড় করতে পারবে তারা। যেসব পদ্ধতিতে ভারতীয় স্টার্ট-আপ সংস্থা বিদেশি মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে, তার মধ্যে রয়েছে :

✓ এফভিসিআই-এর হাতে শেয়ার বা ঋণপত্র দেওয়া। তার বদলে বিদেশি পুঁজি পাবে সংস্থা।

✓ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়া বিদেশে বসবাসকারীদের কাছে রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র ইস্যু করতে পারবে স্টার্ট-আপ সংস্থা। এক লপ্তে ২৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি এধরনের ঋণপত্র ইস্যু করা যাবে। পরে তা শেয়ারে বদলে নেওয়া যাবে।

✓ সরকারি অনুমোদন লাগে, এমন স্টার্ট-আপ শিল্প এধরনের ঋণপত্র ইস্যু করলে কেন্দ্রের সায় নিতে হবে।

প্রসঙ্গত, এক বছরে কেন্দ্র ১২-টিরও বেশি ক্ষেত্রে বিদেশি লগ্নির নিয়ম সরল করেছে, যার মধ্যে আছে প্রতিরক্ষা, বিমান পরিবহণ, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি। কেন্দ্রের দাবি, বন্দর, বিমানবন্দর ও সড়ক উন্নয়নে এই মুহূর্তে চাই ১ লক্ষ কোটি ডলারের মতো বিদেশি লগ্নি।

● **নীতি আয়োগের ৩ বছরের কর্মসূচি :**

তিন বছরের উন্নয়ন কর্মসূচির রূপরেখা জানাল নীতি আয়োগ। পঞ্চবার্ষিকী যোজনা থেকে সরে এসে এই 'অ্যাকশন অ্যাজেন্ডা' চূড়ান্ত করার কথা গত ২৪ আগস্ট জানায় তারা। চলতি ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষ থেকে শুরু হচ্ছে এই কর্মসূচি। চলবে ২০১৯-'২০ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নীতি আয়োগের পরিচালন পর্ষদ কেন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের আলোচনার ভিত্তিতে নতুন ধাঁচের এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। এই সংক্রান্ত নথি প্রকাশ করে এ কথা জানিয়েছে নীতি আয়োগ।

ঢালাও সংস্কারের সুপারিশ রয়েছে এই উন্নয়ন কর্মসূচিতে। আওতায় রয়েছে অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক ক্ষেত্র ইত্যাদি। নতুন পথে হেঁটে আগামী ২ থেকে ৩ বছরে আর্থিক বৃদ্ধিকে ৮ শতাংশের উপরে নেওয়া সম্ভব হবে বলে দাবি করা হয়েছে নথিতে। এমনকী, তা আরও দ্রুত ৮ শতাংশ ছুঁতে পারে বলে দাবি জানিয়েছে নীতি আয়োগ। প্রসঙ্গত, ২০১৬-'১৭ সালে ভারতের বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় ৭.১ শতাংশে। কর্মসূচিতে যেসব বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে :

✓ ভবিষ্যতের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রের ব্যয় স্থির করা।

✓ উন্নয়নে ইন্ধন জোগাবে, এমন সব ক্ষেত্রে বাড়তি বরাদ্দ সরিয়ে আনা।

✓ ২০১৯-'২০ সালের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, প্রতিরক্ষা, রেল, রাস্তা তৈরিতে খরচ অনেকটা বাড়ানো।

২১১ পৃষ্ঠার এই নথিতে নগরায়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো তৈরি ও কম খরচের বাড়ি তৈরিতে জোর দিতে বলা হয়েছে। বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা ও স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পেও।

● **সাইবার নিরাপত্তায় পরিকল্পনা সেবি-র :**

মূলধনী বাজারের জন্য সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিতে চলেছে সেবি। শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসেই বিষয়টি নিয়ে সেবি-র পর্ষদ আলোচনায় বসে। সাইবার হানা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ এবং ভারতেও তার প্রভাব পড়ার জেরেই এই সিদ্ধান্ত। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য, চালু থাকা ব্যবস্থাকেই যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য সাইবার হানা রুখে দেওয়া। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করার কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসে সেবি-র পরিচালন পর্ষদ। ইতোমধ্যেই অবশ্য বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি ও মূলধনী বাজারের সব লেনদেনকারীর জন্য নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আঁটোসাঁটো করার কাজ হাতে নিয়েছে সেবি। কোনও ঘটনা ঘটলে সেবি-কে তা দ্রুত জানাতে বলা হয়েছে। গত মে মাসেই বিষয়টির দেখভালের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও গড়েছে সেবি। তারা সাইবার হানা এড়ানোর পথ বাতলাবে এবং বিশ্ব বাজারে চালু থাকা এধরনের ব্যবস্থাকে ভারতের বাজারের উপযোগী করে নিতে পরামর্শ দেবে। সম্প্রতি ওয়ান্নাক্রাই-এর মতো ভাইরাস হানায় বিশ্বজুড়ে বসে যায় বহু কম্পিউটার সংযোগ ব্যবস্থা। গত ১০ জুলাই কারিগরি ত্রুটির জেরে ভারতে এনএসই-র লেনদেন থমকে থাকে তিন ঘণ্টার বেশি।

● **বিএসএনএল আলাদা টাওয়ার ব্যবসায় সায় :**

রাষ্ট্রায়ত্ত টেলি-পরিষেবা সংস্থা বিএসএনএল-এর টাওয়ার ব্যবসাকে আলাদা করার প্রস্তাবে সায় দিল কেন্দ্র। গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে পৃথক সংস্থা হলেও তার পুরো মালিকানা থাকবে বিএসএনএল-এর হাতেই। টেলিকমমন্ত্রী মনোজ সিন্‌হা জানান, দু' বছরের মধ্যেই এই আলাদা সংস্থা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। সারা দেশে বিএসএনএল-

এর হাতে ৬৬ হাজারেরও বেশি টাওয়ার রয়েছে। শুধুমাত্র এই ব্যবসার জন্য তৈরি সংস্থা আরও ভালোভাবে ওই কাজ করতে পারবে বলে দাবি কেন্দ্রের। তা থেকে আয় বাড়াতে উদ্যোগী হবে তারা। প্রায় সব সংস্থাই টাওয়ার ব্যবসাকে হয় আলাদা করেছে, নয় তো অন্য সংস্থাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছে। তাদের যুক্তি, এতে সংস্থা পরিচালনা সুবিধাজনক। আর্থিক দিক দিয়েও সুবিধা হয় এর ফলে।

● **এনপিএস-এ ষাট-এর পরও যোগদান :**

ষাট পেরিয়েও এবার যোগ দেওয়া যাবে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেমে (এনপিএস)। ওই প্রকল্পে টাকা জমানো যাবে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত। নতুন এই প্রস্তাবে ইতোমধ্যেই অনুমোদন দিয়েছে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (পিএফআরডিএ)। এখন এনপিএস-এ যোগ দেওয়ার বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ, ওই পেনশন প্রকল্পে যোগ দেওয়ার পরে সেখানে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত টাকা জমাতে পারেন গ্রাহকরা। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা চালু হলে, ষাটের পরে প্রকল্পে ফের নতুন করে যোগ দেওয়া যাবে। আর সেখানে তহবিল বাড়িয়ে যাওয়া যাবে ৬৫ বছর পর্যন্ত। নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে ৬০ পূর্ণ করার পরেও। কর্তৃপক্ষের দাবি, ইতোমধ্যে এর গ্রাহক সংখ্যা ৭০ লক্ষ ছাড়িয়েছে। শেয়ার ও বন্ডের বাজারে টাকা খাটিয়ে এনপিএস তহবিলে পাঁচ বছরে গড় আয় হচ্ছে ১০ শতাংশেরও বেশি। বিশেষত শে, দু' বছরে তহবিলের আয় প্রায় ১৭ শতাংশ করে হয়েছে বলে তাদের দাবি।

● **ডিলার মারফৎ গাড়ি বিমা বেচবে সব সংস্থা :**

এখন থেকে যে কোনও ডিলার মারফৎ গাড়ি বিমা প্রকল্প বিক্রি করতে পারবে সমস্ত সাধারণ বিমা সংস্থা। সেজন্য গাড়ি সংস্থার ওই সব ডিলারদের সঙ্গে আলাদা করে চুক্তি করতে হবে না তাদের। ক্রেতার সামনে প্রকল্প বাছাইয়ের আরও বেশি সুযোগ খুলে দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে বিমা নিয়ন্ত্রক, আইআরডিএ। এত দিন ডিলারের সঙ্গে যে বিমা সংস্থার চুক্তি থাকত, শুধুমাত্র তারাই সেই ডিলার মারফত পলিসি বেচতে পারত। ক্রেতাদেরও বাধ্যতামূলকভাবে সেই সংস্থার বিমা কিনতে হ'ত। ফলে সংস্থা বা পলিসি বাছাইয়ের তেমন সুবিধা পেত না তারা। নতুন নিয়মে ক্রেতাদের সামনে পছন্দের সংস্থা ও পলিসি বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। ফলে বাড়বে প্রতিযোগিতা। এদিকে, ডিলারদের গাড়ি বিমা পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে আইআরডিএ। বাড়িয়েছে তাদের কমিশন। ভারতে নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি কেনার সময় বিমা করানো বাধ্যতামূলক, তাই এক্ষেত্রে ডিলাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

● **গয়নায় এখন আধারও :**

দু' লক্ষ টাকার গয়না কিনলেই প্যান জমার নিয়ম চালু হয়েছে আগেই। এবার সেই কড়াকড়ি আরও একধাপ বাড়লো। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক নোটিস জারি করে জানিয়েছে যে, এবার থেকে কেউ ৫০ হাজার টাকা বা তার বেশি মূল্যের গয়না কিনতে গেলেই দিতে হবে আধার কার্ডের প্রতিলিপি। আধার নম্বর ও সেখানে থাকা নাম-ঠিকানা গয়না বিক্রেতাকে বিলে উল্লেখও করতে হবে। কালো টাকা লেনদেন রুখতে সম্প্রতি বেআইনি অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন বা প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের আওতায় আরও কড়াভাবে আনা হয়েছে গয়না শিল্পকে। জানানো হয়েছে ওই আইনের আওতায় এখন থেকে গয়না শিল্পের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে ডিজি জিএসটি ইন্টেলিজেন্স। গয়নায় লেনদেনের বিষয়টি আগেও ওই আইনের আওতায় ছিল। কিন্তু তা প্রযোজ্য ছিল ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের গয়নার ক্ষেত্রে। সেটাই কমিয়ে করা হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

● **টাকাহীন জনধন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কমল :**

জনধন প্রকল্প শুরুর পরে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে অন্তত ৩০ কোটি পরিবার। অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে কোনও টাকা না রাখার (জিরো ব্যালেন্স) প্রবণতা কমছে দ্রুত। সকলের দরজায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় সাফল্যের খতিয়ান পেশ করতে গিয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর এই তথ্য প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী জনধন প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্র। মূল লক্ষ্য ছিল, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সকলের দরজায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। জেটলি বলেন, গত তিন বছরে কোনও টাকা না থাকা জনধন অ্যাকাউন্ট ৭৭ শতাংশ থেকে নেমেছে ২০ শতাংশে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে যেখানে ৭৬.৮১ শতাংশ অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ছিল না, সেখানে এখন তা নেমে এসেছে ২০ শতাংশের আশেপাশে। দেশের ৯৯.৯৯ শতাংশ পরিবারেরই এখন অন্তত একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে বলে কেন্দ্রের দাবি।

● **তিন হোটেলে বিলগ্নীকরণ :**

বিলগ্নীকরণ কর্মসূচির আওতায় ইন্ডিয়া ট্যুরিজ্‌ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (আইটিডিসি) তিনটি হোটেলের মালিকানা ছেড়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। সেগুলির রাশ তুলে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির হাতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গত ২১ সেপ্টেম্বর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই তিনটি হোটেল হল : হোটেল জয়পুর অশোক, ললিতা মহল প্যালেস, মহীশূর এবং ডোনি পোলো অশোক, ইটানগর। এগুলি পাচ্ছে যথাক্রমে রাজস্থান, কর্ণাটক ও অরুণচলপ্রদেশ সরকার। জয়পুরের হোটেলটির রাশ ছেড়ে কেন্দ্রের ঘরে আসবে ১৪ কোটি, মহীশূরের হোটেলটি থেকে ৭.৪৫ কোটি, ইটানগর থেকে ৩.৮৯ কোটি।

● **'ইন্টারকানেকশন ইউসেজ চার্জ' কমছে :**

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ট্রাই জানায়, অক্টোবর থেকেই কমছে দেশের মধ্যে মোবাইল পরিষেবার 'ইন্টারকানেকশন ইউসেজ চার্জ' (আইইউসি)। ২০২০ থেকে তা একেবারেই উঠে যাবে। এক সংস্থার সংযোগ থেকে আর একটিতে যেতে প্রয়োজন হয় পরিকাঠামো। তাই গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসুল নেওয়ার পাশাপাশি অপর সংস্থার থেকে এজন্য আলাদাভাবে আইইউসি নেওয়া হয়। ২০১৫ সালেতা বেড়ে হয় মিনিটে ১৪ পয়সা। বছরখানেক সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে ট্রাই জানিয়েছে, পয়লা অক্টোবর থেকে তা কমে হবে মিনিটে ৬ পয়সা। আর ২০২০ থেকে শূন্য।

খেলা

- আইসিসি-র নতুন নিয়ম লাগু করার কথা ২৮ সেপ্টেম্বর। তার আগেই শুরু হয়ে যাওয়ায় ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মাঝে আর নতুন নিয়ম আরোপ করা হবে না। অক্টোবরের নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে এলে ভারত প্রথম আইসিসি-র নতুন নিয়মে খেলবে। তবে এই নিয়মের উদ্বোধন হবে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে। নতুন নিয়মে পরিবর্তন হচ্ছে, 'কোড অব কনডাক্ট', 'ডিআরএস-এর ব্যবহার', 'ব্যাটের সাইজ'।
- বীরেন্দ্র সেহ্ওয়াগের পরামর্শ মেনে নিল বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। গত বছরই সেহ্ওয়াগ পরামর্শ দিয়েছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটের ফরম্যাটে, বিশেষত রঞ্জি ট্রফির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার বিষয়ে। যুক্তি ছিল ফরম্যাটে বদল আনলে এবং ম্যাচের সংখ্যা কমালে উপকৃত হবেন ফাস্ট বোলাররা। সেহ্ওয়াগের এই সুপারিশেই শিলমোহর দিল বোর্ডের টেকনিক্যাল, ট্যুর এবং ফিক্সচার কমিটি। গত মরসুম পর্যন্ত রঞ্জি ট্রফিতে লিগ পর্যায় দলগুলিকে আটটি করে ম্যাচ খেলতে হ'ত। কিন্তু আসন্ন মরসুমে ম্যাচ সংখ্যা কমে হল ছয়। চলতি মরসুমে ২৮-টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে সাতটি করে দল থাকবে।
- তিনি যে অপরাজেয় তা আবারও প্রমাণ করে দিলেন ফ্লয়েড মেওয়েদার। কেরিয়ারের শেষ লড়াই জিতেই রিং ছাড়লেন এই মহাতারকা। গত ২৬ আগস্ট লাস ভেগাসে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে এমএমএ চ্যাম্পিয়ন কোনর ম্যাকগ্রেগরকে ১০ রাউন্ডের খেলায় নক আউটে উড়িয়ে দেন মার্কিন মেওয়েদার। জিতলেন অন্তত ২০ কোটি মার্কিন ডলারের বিশাল পুরস্কার মূল্য। এই ম্যাচে ম্যাকগ্রেগরকে হারানোর ফলে একটিও ম্যাচ না হেরে কেরিয়ারের ৫০তম জয়টি পেলেন মেওয়েদার। টপকে গেলেন প্রবাদপ্রতিম বক্সার রকি মারসিয়ানোর ৪৯ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড।
- বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের ৭ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে দলীপ ট্রফি। শেষ হবে ২৯ তারিখ। দলীপ ট্রফির জন্য দলও ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ইন্ডিয়া রেড দলের অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে অভিনব মুকুন্দকে। ইন্ডিয়া গ্রিনের অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্থিব পটেলকে। ইন্ডিয়া ব্লু দলের দায়িত্ব আছেন সুরেশ রায়না।
- বিশ্ব টি-২০ একাদশের হয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বাইশ গজে নামবেন ভারত-পাক দলের ছয় তারকা। তাতে সুরেশ রায়নার সঙ্গে থাকছেন রবিন উথাপ্পা, ইউসুফ পাঠান, শাহিদ আফ্রিদি, আব্দুল রজ্জাক, মিসবা-উল হকেরাও। গত ৩০ আগস্ট একথা জানান শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সিইও অ্যাশলে ডি. সিলভা। দেশের বন্যা দুর্গত এলাকার শিশুদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলম্বোতে এই ম্যাচ হবে। সংগৃহীত অর্থের একটা অংশ পাবেন শ্রীলঙ্কার খরা কবলিত এলাকার মানুষজনও।
- ভারতের প্রাক্তন বাঁ হাতি স্পিনার সুনীল জোশীকে স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে বেছে নিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। জোশী ভারতের হয়ে খেলেছেন ১৫-টি টেস্ট ও ৬৯-টি ওয়ান ডে ম্যাচে। ২০০০ সালে ভারতের জার্সি গায়ে বাংলাদেশেরই বিরুদ্ধে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল জোশীর। অভিষেক টেস্টে এক ইনিংসে ৯২ রানের পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছিলেন ৮ উইকেট।
- দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কত্ব ছাড়লেন এবি ডে ভিলিয়ার্স। গত ২৩ আগস্ট একদিনের দলের অধিনায়কত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। যদিও খেলবেন সব ফর্ম্যাটেই। ডে ভিলিয়ার্স 'ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা'-র কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন তাকে যেন এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড এবি-র কথা মেনে নিয়েছে।
- ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসিকে হারিয়ে উয়েফা বর্ষসেরা ট্রফি জিতে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত ২৪ আগস্ট মোনাকোয় উয়েফার অনুষ্ঠানে 'সি আর সেভেন'-কে সম্মানিত করা হয়। গত মরসুমে পর্তুগালকে প্রথমবার ইউরোপ সেরা করার পাশাপাশি রিয়াল মাদ্রিদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা জয়ের ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রোনাল্ডো। বার্সেলোনার হয়ে মেসি জিতেছিলেন শুধু কোপা দেল রে।
- চতুর্থ জাতীয় যোগ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম হল পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ৪২ জন ছেলেমেয়ে এই প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে। অল ইন্ডিয়া যোগ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল যোগ স্পোর্টস (সুইৎজারল্যান্ড)-এর তত্ত্বাবধানে ছত্তীশগঢ় যোগ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং রবিশঙ্কর শুক্ল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে। প্রতিযোগিতায় ১৯-টি রাজ্য থেকে ৪২৯ জন যোগ দেয় ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগ দেয় ৬৭ জন।
- ১৯৭৯ থেকে ১৯৯২। সোনার সময় কাটিয়েছে ইংলিশ কাউন্টি দল এসেক্স। কিন্তু তার পরের সময়টা বেশ খারাপ। ১৯৯২-এর পর আবার এই প্রথম কাউন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হল এসেক্স। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২৫ বছর পর সেই হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরে পেল প্রাচীন এই দল। এসেক্সের এটা সাত নম্বর কাউন্টি ট্রফি।

● **সিন্ধুর সাফল্য :**

গত ২৭ আগস্ট গ্ল্যাসগোতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নজোমি ওকুহারার কাছে ঐতিহাসিক লড়াইয়ে হেকে গিয়েছিলেন পি. ভি. সিন্ধু। আর ১৭ সেপ্টেম্বর সেই নজোমি ওকুহারাকে কোরিয়া সুপার সিরিজের ফাইনালে তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে হারালেন হায়দরাবাদি তারকা। ফলে সিন্ধুর পক্ষে ২২-২০, ১১-২১, ২১-১৮। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হারের এক মাসের মধ্যেই কেরিয়া সুপার সিরিজে ওকুহারাকে ফাইনালে হারিয়ে পি. ভি. সিন্ধুর প্রথম ভারতীয় হিসেবে কোরিয়া সুপার সিরিজ চ্যাম্পিয়ন হলেন। প্রসঙ্গত, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধুর রুপো জেতার পাশাপাশি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের আরেক তারকা সাইনা নেহওয়াল।

● **ইউএস ওপেন :**

স্লোয়ান স্টিফেন্স যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের নতুন চ্যাম্পিয়ন। গত ৯ সেপ্টেম্বর সতীর্থ ম্যাডিসন কিইজ-কে ৬-৩, ৬-০ হারিয়ে যিনি হইচই ফেলে দিয়েছেন। ছ' সপ্তাহ আগেও ২৪ বছর বয়সি স্লোয়ানের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ৯৫৭। সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে তিনি যখন নামেন, তার বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং দাঁড়ায় ৮৩। বাঁ-পায়ে চোটের জন্য ১১ মাস কোর্টের বাইরে ছিলেন স্লোয়ান। চোট সারিয়ে ফেরেন এ বছর উইম্বলডনে। প্রায় ১৫ বছর পরে উইলিয়ামস বোনরা ছাড়া অন্য কোনও মার্কিন খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার নজির গড়লেন স্লোয়ান। তার উপরে ফাইনালে তার ৬-০ সেট জেতার নজির তো আছেই। যা এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে ১৯৭৬-এর পরে আর দেখা যায়নি। পাশাপাশি, নতুন রেকর্ড গড়লেন ৩৭ বছর বয়সী আমেরিকান তারকা ভিনাস উইলিয়ামস। বয়স্কতম মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছান ভিনাস। অন্য দিকে, চলতি মরসুমে দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামটি জিতে নিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। ফরাসি ওপেনের পর এই নিয়ে কেরিয়ারে তৃতীয় ইউএস ওপেন। গত ১০ সেপ্টেম্বর খেতাবি লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ কেভিন অ্যান্ডরসনকে স্ট্রেট সেটে হারান নাদাল।

● **বিশ্ব বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক ভারতের :**

জার্মানিতে বক্সিং-এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে নেমেই হামবুর্গ-এ জীবনের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেই পদক নিশ্চিত করলেন ভারতের গৌরব বিধুরি। গত ২৯ আগস্ট ব্যান্টামওয়েট-এর ৫৬ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হারান তিউনিশিয়ার বক্সার বিলেল মাহমদিকে। ছয় বছর আগে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে সেমিফাইনালে গিয়েছিলেন ভারতের বিকাশ কৃষাণ। বিকাশকে ছুঁয়ে ফেললেন একুশ বছর বয়সী গৌরব, দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে অভিষেকেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে উঠে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে এর আগে বিকাশ কৃষাণ ছাড়াও পদক এনেছেন বিজেন্দর সিং (২০০৯) এবং শিবা ধাপা (২০১৫)। এবার ব্রোঞ্জ জিতে সেই তালিকায় ঢুকে পড়লেন গৌরবও।

● **১১ বছর পর বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়া :**

অস্ট্রেলিয়া সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ এসেছে ২০০৬ সালে। তার ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের সঙ্গে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজ খেলতে ১৮ আগস্ট রাতে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পৌঁছায় অজি ক্রিকেটাররা। ২২ ও ২৩ আগস্ট দুই দিনের একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে সফরসূচি শুরু হয়। ২৭-৩১ আগস্ট মিরপুর শের-এ-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা হয় সিরিজের প্রথম টেস্ট। আর ৪-৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। দুই টেস্টের সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ২০ রানে হারায় সাকিবরা। বাংলাদেশের গত ১৭ বছরের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথমবার অস্ট্রেলিয়াকে হারানো। চট্টগ্রামে দ্বিতীয় টেস্টে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ায় স্টিভেন স্মিথের দল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৬ রানের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

● **ভারতীয় ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর :**

প্রথমে টেস্ট সিরিজে 'ওয়াইটওয়াশ' আর ৫ ম্যাচের একদিনের সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর সফরের একটিমাত্র টি-২০ ম্যাচেও জিতে নিল ভারত। ১৫-টি উইকেট নিয়ে একদিনের সিরিজের প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ যশপ্রীত বুমরাহ আর ৮২ রান করে টি-২০-র ম্যান অব দ্য ম্যাচ অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

উল্লেখ্য, ভারতীয়দের মধ্যে ধোনি ষষ্ঠ ক্রিকেটার যিনি তিনশো ওয়ান ডে খেললেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে, গত ৩১ আগস্ট কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। তার আগে খেলেছেন সচিন তেণ্ডুলকর (৪৬৩ ম্যাচ), রাহুল দ্রাবিড় (৩৪০ ম্যাচ), মহম্মদ আজহারউদ্দিন (৩৩৪ ম্যাচ), সৌরভ গাঙ্গুলী (৩০৮ ম্যাচ) এবং যুবরাজ সিং (৩০১ ম্যাচ)। তিনশোতম ম্যাচে নতুন বিশ্বরেকর্ডও করেন ধোনি। শন পোলক এবং চামিণ্ডা ব্যাস-কে টপকে এক দিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশিবার নট আউট থাকার নজির গড়লেন। পোলক এবং ব্যাস ৭২ বার নট আউট ছিলেন। ধোনির নামের পাশে এদিনের পর ৭৩ বার নট আউট। ধোনির তিনশোতম ওয়ান ডে ম্যাচে আরও একজন ট্রিপল সেঞ্চুরি করলেন। কোহালিকে আউট করে এক দিনের ম্যাচে লাসিথ মালিঙ্গা তার তিনশোতম উইকেট পূর্ণ করলেন।

ধোনির রেকর্ড

আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী একমাত্র অধিনায়ক। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে ৩৩১ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করার নজির। ক্রিকেট ইতিহাসে যা আর কারও নেই। একমাত্র ম্যাটসম্যান, যার রান তাড়া করে ম্যাচ জেতার ক্ষেত্রে গড় ১০১.৮৪। একমাত্র ভারতীয় ব্যাটসম্যান যার দখলে ওয়ান ডে-তে ২০০ ছক্কা হাঁকানোর নজির। ছক্কা হাঁকিয়ে ওয়ান ডে ম্যাচ জিতিয়েছেন রেকর্ড ৯ বার। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৭৩ বার অপরাজিত থাকার রেকর্ড। টপকে গেছেন শন পোলক ও চামিণ্ডা ব্যাসকে। উইকেটকিপার হিসেবে ওয়ান ডে-তে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড (২০০৫ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮৩ নট আউট)। একমাত্র ব্যাটসম্যান যার তিনশো ওয়ান ডে খেলার পরও গড় পঞ্চাশের বেশি (৫১.৯৩)। সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিকার (৭৩৭)।

● **আইসিসি-র সাম্প্রতিকতম র‍্যাঙ্কিং :**

❖ আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল ভারত : সদ্য প্রকাশিত আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান থাকল ভারতের দখলে। এক ধাপ নেমে গেলে অস্ট্রেলিয়া। এই মুহূর্তে বিরাটদের পয়েন্ট ১২৫। অস্ট্রেলিয়া রয়েছে ৯৭ পয়েন্টে। একই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু ডেসিমাল পয়েন্টে একধাপ এগিয়ে চার নম্বরে রয়েছে তাদের প্রতিবেশী দেশ। দ্বিতীয় স্থানে ১১০ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও তিন নম্বরে ১০৫ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ড। এর পর রয়েছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ ও জিম্বাবোয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ জিতে বাংলাদেশের পয়েন্ট পৌঁছয় ৭৪-এ। যদিও ন' নম্বরেই থাকতে হল সাকিবদের।

❖ টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের জায়গা ধরে রাখলেন বিরাট-জাডেজা : টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখলেন ভারতের দুই ব্যাটসম্যান

বিরাট কোহালি ও চেতেশ্বর পূজারা। কিন্তু দুই সিনিয়রের সাফল্যের মধ্যে একধাপ নেমে গেলেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। ন' নম্বর থেকে দশে। ব্যাটিং তালিকার শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। দুই ও তিনে ইংল্যান্ডের জো রুট ও নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান চেতেশ্বর পূজারা ৮৭৬ পয়েন্ট নিয়ে থেকে গেলেন চার নম্বরে। পাঁচে বিরাটের পয়েন্ট ৮০৬। অজিঙ্ক রাহানে রয়েছেন ১১ নম্বরে। ভারতীয় টেস্ট বোলারদের মধ্যে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন বাঁ হাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাডেজা। তিন নম্বর স্থান দখলে রাখলেন অফ-স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দুই ভারতীয়ের মাঝখানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডরসন। চারে রঙ্গনা হেরাথ ও পাঁচে জোস হ্যাজেলউড। অল রাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন সাকিব আল হাসান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে পর পর রয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ইংল্যান্ডের মইন আলি ও বেন স্টোকস চার ও পাঁচ নম্বরে। টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল ভারত। দুই ও তিনে পর পর রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড। এর পর সেরা দশে পর পর রয়েছে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ ও জিম্বাবোয়ে।

❖ আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন বিরাট : আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। অন্যদিকে যশপ্রীত বুমরাহ বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহিরকে ছাপিয়ে পৌঁছে গেলেন দু' নম্বরে। ৮২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বিরাট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার অ্যারন ফিঞ্চের পয়েন্ট ৭৮৭। তিন নম্বরে ৭৮০ পয়েন্ট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভিন লুইস। চারে নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন ও পাঁচে অস্ট্রেলিয়া গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বোলিংয়ের শীর্ষে পাকিস্তানের ইমাদ ওয়াসিম। পয়েন্ট ৭৪২। মাত্র পাঁচ পয়েন্ট পিছনেই দ্বিতীয় স্থানে ভারতের যশপ্রীত বুমরাহ। তিনে দক্ষিণ আফ্রিকার ইমরান তাহির। চারে আফগানিস্তানের রশিদ খান ও পাঁচে বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমান। টি-২০ অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তিনে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি। চারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মার্লন স্যামুয়েলস। পাঁচে বাংলাদেশের মাহমুদুল্লাহ।

● **আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরল পাকিস্তানে :**

লাহোরে ২০০৯-এ শ্রীলঙ্কার টিম বাসে জঙ্গিহানার পর পাকিস্তানের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্ব। সেই লাহোরের মাটিতেই বিশ্ব একাদশ বনাম পাকিস্তান একাদশ লড়াই দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরল পাকিস্তান। সিরিজে ছিল তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচ ছিল গত ১২ সেপ্টেম্বর, পাকিস্তান জেতে ২০ রানে। পরের দিন দ্বিতীয় ম্যাচে আইসিসি বিশ্ব একাদশ পাকিস্তানকে হারায় ৭ উইকেটে। আর ১৫ সেপ্টেম্বর ৩৩ রানে জিতে সিরিজ জয় করে পাকিস্তান।

প্রসঙ্গত, আইসিসি-র বিশ্ব একাদশ দলের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ফাফ ডুপ্লেসিকে। ফাফ ছাড়াও বিশ্ব একাদশে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সুযোগ পান ডেভিড মিলার, হাসিম আমলা, মর্নি মর্কেল এবং ইমরান তাহির। অস্ট্রেলিয়া থেকে সুযোগ পেয়েছেন জর্জ বেলি, বেন কার্টিং, টিম পেইন। নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা থেকে গ্র্যান্ড এলিয়ট, তামিম ইকবাল এবং থিসারা পেরেরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে দলে নেওয়া হয়েছে স্যামুয়েল বদ্রি এবং ডেরেন সামিকে। সুযোগ পেয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক পল কলিংউডও, ৪১ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ছয় বছর পর।

● **ভারতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল :**

বাংলাদেশ সফর শেষে ভারতে খেলতে এল অস্ট্রেলিয়া। গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম একদিনের ম্যাচ হয় চেন্নাইয়ে। সিরিজের বাকি ম্যাচগুলি হবে কলকাতা (২১ সেপ্টেম্বর), ইন্দোর (২৪ সেপ্টেম্বর), বেঙ্গালুরু (২৮ সেপ্টেম্বর) ও নাগপুরে (১ অক্টোবর)। ওয়ান ডে সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়া টি-২০ খেলতে উড়ে যাবে রাঁচি (৭ অক্টোবর), গুয়াহাটি (১০ অক্টোবর) ও হায়দরাবাদ (১৩ অক্টোবর)। একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচেই দুরন্ত জয় পায় বিরাট বাহিনী। আর সেই সঙ্গে গড়ে একাধিক নজিরও।

সিরিজের প্রথম ম্যাচেই অধিনায়ক হিসেবে ৭৭.৭৮ শতাংশ ওয়ান ডে জেতার নজির তৈরি করলেন কোহালি। ৩৬-টি ম্যাচে ২৮-টি জয়, ৭-টি হার, একটিতে ড্র। এতদিন অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি শতাংশ ওয়ান ডে ম্যাচ জেতার নজির ছিল ক্লাইভ লয়েডের (৭৭.৭১ শতাংশ)। ২০১৩-এর পর এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পর পর দুটো ম্যাচ জিতল ভারত। চেন্নাই ম্যাচেই ধোনি সব ফর্ম্যাটের ক্রিকেট মিলিয়ে হাফ সেঞ্চুরির সেঞ্চুরি করলেন। এই ১০০ হাফ সেঞ্চুরির মধ্যে ৬৬-টিই ওয়ান ডে-তে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাত নম্বর। হার্দিক পাণ্ডিয়া ওয়ান ডে-তে তার সর্বোচ্চ রানটি পেলেন এই ম্যাচে। ৬৬ বলে করলেন ৮৩ রান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ব্যাট হাতে হাফ সেঞ্চুরির সঙ্গে জোড়া উইকেটও পেলেন হার্দিক। ছয় ও সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৫-এর উপর রান করলেন ধোনি (৭৯) ও হার্দিক (৮৩)। ভারতীয় দলের এক দিনের ম্যাচের ইতিহাসে এমনটা চতুর্থবার হল। দেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ষষ্ঠ উইকেটে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ (১১৮) এই প্রথম। এটাই অ্যাওয়ে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার টানা নবম হার। এর আগে টানা পাঁচ ম্যাচ হারের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার।

● **আদালতের নির্দেশে ২৫ বছর পর বিচার পেলেন সতীশ কুমার :**

২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন কুস্তিগীর সতীশ কুমার। ২০০২-এর ঘটনা। নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার দায়ে সতীশ কুমারকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৪তম এশিয়ান গেমসে অংশে নিতে দেওয়া হয়নি। নাম বিভ্রাটের কারণেই এমনটা ঘটেছিল। পাঞ্জাব থেকে ১৪তম এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়ার জন্য সতীশ কুমারকেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাকে বিমানে উঠতে দেওয়া হয়নি। একই নামের অন্য একজন কুস্তিগীরের সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। তাকে দু' বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছিল নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার জন্য। এর পরই আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। এতদিনে তার ফল পেলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এক নামের দু' জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য সতীশ কুমারের কেরিয়ারের চরম ক্ষতি হয়েছে। যার দায় পুরোটাই ফেডারেশনের। আদালতের তরফে রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য, ২০০৬ মেলবোর্ন কমনওয়েলথে সোনা জিতেছিলেন সতীশ। লস অ্যাঞ্জেলেসে বিশ্ব পুলিশ গেমসেও সোনা পেয়েছিলেন তিনি।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **মিথেন সরবরাহ নিয়ে বৈঠকের নির্দেশ :**

কলকাতায় কোলবেড মিথেন গ্যাস সরবরাহ এবং তার দাম নির্ধারণ নিয়ে সব পক্ষকে বৈঠকের নির্দেশ দিল জাতীয় পরিবেশ আদালত। পয়লা সেপ্টেম্বর বিচারপতি এস. পি. ওয়াংদি এবং বিশেষজ্ঞ সদস্য রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে এই বৈঠকে হাজির থাকতে হবে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষকে। এক মাসের মধ্যে বৈঠক করে সব পক্ষকে আলাদা আলাদা ভাবে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দিতে হবে। কলকাতার বায়ুদূষণ রুখতে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক গ্যাস চালু করার আর্জি জানিয়ে পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। তার বক্তব্য, ১৯৯৫ সালে দিল্লিতে সিএনজি চালু হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় তা এখনও দূর অস্ত। দুর্গাপুর-আসানসোলে কোলবেড মিথেনের উৎস থাকলেও তা মহানগরে পৌঁছয় না। বস্তুত, দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে কোলবেড মিথেন মহানগরে আনা নিয়ে একাধিক বার কথা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ওই শিল্পাঞ্চলে মিথেনের ব্যবসাকারী দু'টি সংস্থা সরবরাহের কথা বললেও পরে পিছিয়ে গিয়েছিল।

আদালতে অবশ্য ওই দু'টি বেসরকারি সংস্থা জানায়, তারা ট্যাঙ্কারে করে কলকাতায় গ্যাস সরবরাহ করতে প্রস্তুত। কিন্তু গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার দাবি, ওই সংস্থা যা দাম বলছে তাতে বিষয়টি অর্থকরী হবে না। ফলে মানুষ এটি কিনতে উৎসাহিত হবেন না। তখনই পুরো বিষয়টি নিয়ে বৈঠকের নির্দেশ দেয় আদালত। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসচিব আশিস চট্টোপাধ্যায় আদালতে জানান, রাজ্যে সিএনজি আনার জন্য পাইপলাইন পাতা হচ্ছে। এজন্য কেন্দ্র ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এই কাজের জন্য গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন একটি যৌথ সংস্থা গড়েছে। কিন্তু কিছু নথিপত্র না জমা দেওয়ায় পেট্রোলিয়াম ও ন্যাচারাল গ্যাস রেগুলেটরি বোর্ড কাজ শুরুর অনুমোদন দেয়নি। এই নথি দ্রুত জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

● **কলকাতার পার্কে বসছে সৌর গাছ :**

এত দিন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সোলার প্যানেল দেখা যেত। এ বার সৌর গাছ দেখা যাবে রাজ্যে। একটি বৃক্ষ থেকে প্রতিদিন ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ মিলবে। শুধু আর্থিক সাশ্রয় নয়, গ্রিন সিটি গড়ার লক্ষ্যে এ ধরনের 'সৌর গাছ' শহরের পরিবেশ এবং সৌন্দর্যায়নে সহায়ক হবে। মডেল হিসাবে কলকাতায় প্রথম সৌর গাছটি বসানো হবে দক্ষিণ কলকাতার একটি পার্কে, জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এর সাফল্য দেখে রাজ্যের অন্যত্র তা বসানোর ব্যাপারে উদ্যোগ হবে বিদ্যুৎ দফতর। কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র পাওয়া সৌর গাছের নকশা তৈরি করেছে সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট (সিএমইআরআই)। এই নকশার ভিত্তিতে বৃক্ষ তৈরি করেছে কেন্দ্রের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি সংস্থা। দিল্লিতে একাধিক জায়গায় তা বসানো হয়েছে। গাছে যেমন ডালপালা থাকে, ঠিক সেই ভাবে সৌর গাছে ২০-টি সোলার প্যানেল যুক্ত থাকবে। প্রতিটি প্যানেল থেকে ২৫০ ওয়াট হিসেবে মোট ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা থাকবে গাছের। একটি সৌর গাছের উচ্চতা হবে ২৫ থেকে ৩০ ফুট। তবে প্যানেলগুলি লাগানো থাকবে মাটি থেকে ১২ ফুট উপরে তিনটি স্তরে। প্রসঙ্গত, ৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল বসাতে কমপক্ষে ৫০০ বর্গফুট জায়গা লাগে। একই ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর গাছের জন্য প্রয়োজন মাত্র ৯ বর্গফুট জায়গা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **'লকি র‍্যানসমওয়্যার'-এর হানা, কেন্দ্রের সতর্কবার্তা :**

ওয়ানাক্রাই, পেটিয়া-র পর এ বার লকি-র আতঙ্ক সাইবার জগতে। ওয়ানাক্রাই, পেটিয়া-র মতোই লকি একটি র‍্যানসমওয়্যার। কেন্দ্রীয় সরকার লকি নিয়ে ইতোমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে। ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম (সার্ট) জানিয়েছে, কোনও সন্দেহজনক মেল এলে সেটাতে যেন ক্লিক না করা হয়। এ বিষয়ে ভারতের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও সাবধান করেছে সার্ট। গত জুনে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়ায় সাইবার মানচিত্রে বড়োসড়ো আঘাত হানে পেটিয়া। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইউক্রেন। পার পায়নি ভারতও। গত মে মাসে বিশ্বের শতাধিক দেশে হামলা চালায় মারাত্মক কম্পিউটার ভাইরাস 'ওয়ানাক্রাই র‍্যানসমওয়্যার'।

লকি হল এমন এক ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস যার মাধ্যমে হ্যাকাররা ব্যক্তি বা সংস্থার কম্পিউটার সিস্টেমের সমস্ত ফাইল হ্যাক করে সেটা লক করে দেয়। ফাইল আনলক-এর জন্য মোটা রকমের 'মুক্তিপণ' চাওয়া হয়। এটি খুব পরিচিত একটি র‍্যানসমওয়্যার। পেটিয়া এবং ওয়ানাক্রাই-এর আগেও বিশ্বজুড়ে এর প্রভাব পড়েছিল। ২০১৬-র শুরুতেই লকি-র হানার খবর প্রকাশ্যে আসে। সার্ট জানিয়েছে, যদি মেলের সাবজেক্টে 'প্লিজ প্রিন্ট', 'ডক্যুমেন্টস', 'ফোটো', 'ইমেজেস', 'স্ক্যানস' এবং 'পিকচার্স'—এই জাতীয় কোনও শব্দ থাকে তা হলে সেই মেল না খোলাই ভালো। পাশাপাশি, সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, শুধু ওই শব্দগুলোই নয়, হ্যাকাররা অন্যভাবেও হানা চালাতে পারে সিস্টেমে। তাই সার্ট-এর পরামর্শ কোনওরকম সন্দেহজনক মেল দেখলেই সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া দরকার। প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের প্রতিদিন ব্যাক আপ নিয়ে রাখা উচিত।

● **৬ কোটি বছরের পুরনো জীবাশ্ম উদ্ধার :**

কলোরাডোর থরটন শহরে একটি এলাকায় রাস্তা তৈরির সময় মাটি খুঁড়তেই একটি বিরাট কঙ্কাল নজরে আসে কর্মীদের। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জানান, সেটি বিরল প্রজাতির ডাইনোসর ট্রাইসেরাটপসের জীবাশ্ম। এর

বয়স প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ বছর। এখনও অবধি মাটি খুঁড়ে ওই প্রজাতির খড়্গ এবং কাঁধের হাড় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণ জীবাশ্ম উদ্ধার হতে অনেকটা সময় লাগবে। ডেনভার মিউজিয়াম অব নেচার অ্যান্ড সায়েন্সের এক জন বিশেষজ্ঞ জো সেরিচ জানিয়েছেন, ট্রাইসেরাটপসের যে জীবাশ্মটি উদ্ধার হয়েছে সেটি আকৃতিতে অনেক ছোট। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে এর আগে অনেক ট্রাইসেরাটপসের জীবাশ্ম উদ্ধার হয়েছিল। তাদের মধ্যে তিনটি এখনও মিউজিয়ামে রাখা আছে। বর্তমানে উদ্ধার হওয়া জীবাশ্মের মস্তিষ্কের গঠন অনেক স্পষ্ট।

উদ্ধার হওয়া জীবাশ্ম পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওই প্রজাতির ট্রাইসেরাটপসটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ ফুট এবং উচ্চতায় ১০ ফুট। এরা শাকাহারী এবং ধীরগতিসম্পন্ন। আজ থেকে প্রায় ৬ কোটি ৮০ লক্ষ বছর আগে ক্রিটেসিয়াস যুগের শেষপর্বে এই উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরেরা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াত। শক্তপোক্ত কাঠামো এবং তিনটি খড়্গের এই প্রজাতি দেখতে অনেকটা বর্তমান যুগের গন্ডারের মতো। সবচেয়ে আকর্ষণীয় এদের মস্তিষ্কের গঠন। খড়্গ সমেত মাথার দৈর্ঘ্যে ৪ থেকে ৫ ফুট। হিংস্র মাংসাশী টিরানোসর রেক্সের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এই খড়্গ ব্যবহার করত এরা।

● **২৫ কোটি বছর আগের 'শৃঙ্গসরাস ইন্ডিকাস' :**

বয়স আন্দাজ ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ প্রায়। মাথায় দু'টি শিং। এর আগে তার সমসাময়িক কোনও শিংওয়ালা প্রাণীর খোঁজ মেলেনি। ভারতে তো নয়ই, সারা পৃথিবীতেও নয়। 'শৃঙ্গসরাস ইন্ডিকাস' নামে এই সম্পূর্ণ নতুন প্রাণীটির হদিস পেয়েছেন যে গবেষকরা, তাদের মধ্যে রয়েছেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের পুরাজীববিদ্যার অধ্যাপক শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএসআই-প্রাক্তনী, বর্তমানে দুর্গাপুর কলেজের শিক্ষক শারদী সেনগুপ্ত এবং আর্জেন্তিনার গবেষক মার্টিন ডি এজকুরা। তাদের গবেষণাপত্রটি নেচার গোষ্ঠীর সায়েন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। মধ্যপ্রদেশে দেনওয়া নদীর ধারে সাতপুরা-গন্ডোয়ানা বেসিন অঞ্চলে এরা প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে খনন চালাচ্ছিলেন। বেশ কিছু হাড়ের ফসিল সেখানে খুঁজে পান তারা। সেই ফসিলগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে, একসঙ্গে সাজিয়ে ক্রমে যে আদল পাওয়া যায়, সে এক আদ্যন্ত নতুন প্রাণী। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ ফুট, উচ্চতা ৪-৫ ফুটের কাছাকাছি। পাতার মতো দাঁতের গড়ন দেখে শৃঙ্গসরাসকে নিরামিষাশী বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্যটি হল, মাথার ওপরকার শিং দু'টো। যা থেকেই শৃঙ্গসরাস নাম, ভারতে পাওয়া গিয়েছে বলে ইন্ডিকাস পদবী। গবেষকদের মতে, এই আবিষ্কারের প্রধান গুরুত্ব হল, শৃঙ্গসরাস যে কালপর্বের প্রাণী, তাদের মধ্যে এর আগে শিং দেখা যায়নি। ফলে এত দিন মনে করা হ'ত, ক্রেটাশিয়াস (১৪ কোটি-সাড়ে ৬ কোটি বছর আগেকার) যুগের ডায়নোসরদেরই বুঝি প্রথম শিং গজায়। সেখানে তিন শিংওয়ালা ডায়নোসরেরও দেখা মেলে। এ বার দুই শিংওয়ালা শৃঙ্গসরাস এসে সেই ইতিহাস আরও ১০ কোটি বছর পিছিয়ে দিল।

● **ক্যাসিনির সফর শেষ :**

যেমনটি কথা ছিল। সেই মতোই গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিজের নির্ধারিত ভাগ্য মেনে দীর্ঘ ২০ বছরের যাত্রা শেষে সূর্য থেকে ৬ নম্বর গ্রহটির বুকে ঝাঁপ দিয়ে ছাই হয়ে গেল মহাকাশযান ক্যাসিনি। এই যান সর্বশেষ শনির ছবিটি তুলে পাঠিয়েছে। রহস্যে মোড়া শনির এত কাছ থেকে ছবি তুলতে বা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি আর কোনও মহাকাশযান। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন ওই ছবি ও তথ্য থেকে অনেক অজানা খবর মিলতে পারে ওই গ্রহ সম্পর্কে। শনির বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে ধীরেসুস্থে নিরাপদে নামানোর মতো করে নয়, এই মরণ ঝাঁপের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল ৩৯০ কোটি ডলারের ক্যাসিনিকে। নাসা, ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা ইএসএ এবং ইতালীয় মহাকাশ সংস্থা এএসআই-এর যৌথ প্রয়াস।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদন

➢ গত ১৬ সেপ্টেম্বর লন্ডনে 'গ্লোবাল ডাইভারসিটি অ্যাওয়ার্ড ২০১৭' সম্মান পেয়েছেন সলমন খান। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউসে সম্মানিত করা হল তার সমাজসেবামূলক কাজের জন্য। ব্রিটিশ সাংসদ কিথ ভাজ, তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সলমনের বিশ্বব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'বিইং হিউম্যান'-এর কাজের জন্যই এই পুরস্কার।

● **'বিসর্জন' পেল আন্তর্জাতিক পুরস্কার :**

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস-এ চলতি বছর তৃতীয় 'ক্যালেডোস্কোপ ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' শুরু হয় গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে। অনুষ্ঠানটি শেষ হয়েছে গত ১১ সেপ্টেম্বর। সেদিনই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন আয়োজকরা। উৎসবে সেরা চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে 'বিসর্জন'। অপেরা মুভিজের 'বিসর্জন' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল চলতি বছর এপ্রিলে। অভিনয় করেছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায়, জয়া আহসান এবং ছবির লেখক-পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি পুরস্কারও পেয়েছে 'বিসর্জন'। ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত সেরা ছবিও হয়েছে এটি।

অভিনেত্রী জয়া আহসানের ঝুলিতেও এল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পুরস্কার। 'বিসর্জন'-এর জন্য এই চলচ্চিত্র উৎসবেই সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারটি পেয়েছেন এই বাংলাদেশী অভিনেত্রী। 'বিসর্জন' ছবিটির জন্য 'ইন্টারন্যাশনাল বেঙ্গলি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড' (আইবিএফএ)-এর ক্রিটিক বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারও পান জয়া।

● **ফোর্বস্-এর ধনীতম অভিনেতাদের তালিকায় প্রথম দশে ৩ ভারতীয় :**

ফোর্বস্-এর সদ্য প্রকাশিত ধনীতম অভিনেতাদের তালিকায় প্রথম দশে স্থান পেয়েছেন তিনজন ভারতীয়। আয়ের নিরিখে ২০১৭-র তালিকার শীর্ষে আছেন মার্ক ওয়ালবার্গ। তার আনুমানিক রোজগার ৬৮ মিলিয়ান ডলার (মার্কিন)। ভারতীয়দের মধ্যে ৩৫.৫ মিলিয়ান ডলার আয় করে ১০ নম্বরে রয়েছেন অক্ষয় কুমার। তার চেয়ে ঠিক এক ধাপ এগিয়ে সলমান খান (৩৭ মিলিয়ান ডলার)। আর ৮-এ শাহরুখ খান (৩৮ মিলিয়ান ডলার)। এক থেকে কুড়ির মধ্যে এই তিন

জনকে ছাড়া বাকি সবাই হলিউডের তারকা। প্রথম দশে অন্যান্যরা হলেন ডোয়েন জনসন (৬৫ মিলিয়ান ডলার), ভিন্ ডিজেল (৫৪.৫ মিলিয়ান ডলার), অ্যাডাম স্যান্ডলার (৫০.৫ মিলিয়ান ডলার), জ্যাকি চ্যান (৪৯ মিলিয়ান ডলার), রবার্ট ডাউনি জুনিয়ার (৪৮ মিলিয়ান ডলার) ও টম ক্রুস (৪৩ মিলিয়ান ডলার)।

প্রয়াণ

● **আমেদ খান :**

গত ২৭ আগস্ট বেঙ্গালুরুর বাড়িতে প্রয়াত হলেন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তি আমেদ মহম্মদ খান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। দেশের হয়ে ১৯৪৮-এর লন্ডন অলিম্পিক্স ও ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্সে প্রতিনিধিত্ব করেছেন আমেদ খান। পাঁচের দশকে ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত 'পঞ্চপাণ্ডব'-এর মধ্যমণি ছিলেন তিনি। সেই দলের সালে, বেঙ্কটেশ, ধনরাজ, আপ্পারাও-রা প্রয়াত হয়েছেন আগেই। এবার চলে গেলেন শেষ পাণ্ডব আমেদ খানও।

ময়দানে 'স্নেক চার্মার' বা সাপুড়ে নামে পরিচিত খানের জন্ম ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৬। ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ডুরান্ড জয়ী দলের সদস্য। ১৯৫৩ সালে ইস্টবেঙ্গলের রোমানিয়া ও রাশিয়া সফরে প্রশংসসিত হয়েছিল অধিনায়ক আমেদ খানের ফুটবল। ২০১২ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 'ভারত গৌরব' সম্মান দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল তাকে।

● **সুলতান আহমেদ :**

প্রয়াত উলুবেড়িয়ার তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদ। গত ৪ সেপ্টেম্বর সকালে নিজের কলকাতার বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। আগেও দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। দু'বার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিও করা হয়েছিল।

কংগ্রেস নেতা হিসেবেই রাজ্য রাজনীতিতে নাম করেছিলেন সুলতান আহমেদ। মহামেডান ক্লাবের শীর্ষকর্তা হিসেবেও খ্যাতি ছিল। ২০০৯ সালে তৃণমূলের টিকিটে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়েন তিনি। দীর্ঘ দিনের বাম সাংসদ হান্নান মোল্লাকে হারিয়ে প্রথমবার উলুবেড়িয়া তৃণমূলের দখলে আনেন সুলতান। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও উলুবেড়িয়া থেকে বড়োসড়ো ব্যবধানে জয়ী হন।

● **অর্জন সিং :**

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ভারতের প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান 'মার্শাল' অর্জন সিং। গত ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় তার। বয়সে হয়েছিল ৯৮ বছর। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় সেদিন সকালেই তাকে সেনার রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বায়ুসেনায় একমাত্র তাকেই সেনার 'ফিল্ড মার্শালের' সমান সম্মান দেওয়া হয়েছিল।

১৯১৯ সালের ১৫ এপ্রিল পাঞ্জাবের লয়ালপুরে জন্মগ্রহণ করেন অর্জন সিং। তার বাবা এবং ঠাকুরদাও সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে অর্জন সিং বায়ুসেনায় যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার নেতৃত্বেই ইম্ফলে জাপানি সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে বায়ুসেনা। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম স্বাধীনতা দিবসে, লালকেল্লার মাথায় একশো বিমানের যে বিশেষ প্রদর্শনী হয়, তার নেতৃত্বেও ছিলেন অর্জন সিং। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ সালে পর্যন্ত তিনি 'চিফ অব এয়ার স্টাফ' ছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের যুদ্ধে বিরল কৃতিত্বের জন্য দেশের প্রথম 'এয়ার চিফ মার্শাল' পদে নিযুক্ত করা হয় তাকে। ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মান দেন। বায়ুসেনা থেকে অবসরের পর সুইৎজারল্যান্ড ও ভ্যাটিকান সিটিতে ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব সামলেছেন। এর পর কেনিয়াতে হাই কমিশনার হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। ১৯৮৯ সালে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন অর্জন সিং। সারা জীবনের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালে তাকে 'মার্শাল অব দ্য এয়ার ফোর্স' করা হয়। বায়ুসেনায় অর্জন সিং-ই একমাত্র 'ফাইভ স্টার র‍্যাঙ্ক' আধিকারিক। গত বছর তার জন্মদিনে পানাগড়ে বায়ুসেনা ঘাঁটির নামকরও অর্জন সিং-এর নামে করা হয়।

বিবিধ

- গত ৬ সেপ্টেম্বর সাড়ে আট কিলোমিটারের লখনৌ মেট্রোপথ মহা ধুমধামে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। ছিলেন রাজ্যপাল রাম নায়েকও। উদ্বোধনের পরে তারা মেট্রোয় সফরও করেছিলেন। পরের দিন বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু হয়।
- রূপান্তরকামীদের পড়ার ফি সম্প্রতি মকুব করে দিয়েছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (ইগ্নু)। চলতি শিক্ষাবর্ষে ইগ্নু-র বেশ কয়েকটি স্টাডি সেন্টারে ইতোমধ্যে কয়েক জন রূপান্তরকামী ভর্তিও হয়েছেন। সংখ্যাটা তেমন বড়ো না হলেও পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক। এর আগে ভর্তির ফর্মে রূপান্তরকামীদের জন্য কোনও আলাদা জায়গা থাকত না। পুরুষ ও মহিলার পাশে লেখা থাকত 'অন্যান্য'। উল্লেখ্য, রূপান্তরকামীর পাশাপাশি বন্দিদেরও নিখরচায় পড়াচ্ছে ইগ্নু।

● **তিনমূর্তি ভবনের চৌহদ্দিতে স্মৃতিসৌধ :**

তিনমূর্তি ভবনকে দেশের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিসৌধ বানানোর কাজে আরও এক ধাপ এগোল কেন্দ্র। নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি (এনএমএমএল)-র বার্ষিকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর উপস্থিতিতে গত ২৩ আগস্ট এ নিয়ে প্রাথমিক একপ্রস্ত আলোচনা হয়। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর তার বাসভবন তিনমূর্তি ভবন সংরক্ষণের ভার হাতে নেয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। পরে নেহরু গবেষণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে তা। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরে দেশের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানাতে একটি স্মারক গড়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। ঠিক হয়, তিনমূর্তি ভবনে হবে সেটি। তবে

তিনমূর্তি ভবনের চৌহদ্দিতে খালি জমিতে মেমোরিয়াল গড়া হবে। নতুন করে ভবন বানানো হবে। 'হেরিটেজ ভবন' বলে মূল কাঠামোর কোনও ক্ষতি করা হবে না।

● **মুক্ত স্কুলের পরীক্ষায় বসতেও লাগবে আধার :**

এবার থেকে মুক্ত স্কুলের (ওপেন স্কুল) যে কোনও পরীক্ষায় বসতে গেলে লাগবে আধার কার্ড। ভুয়ো পরীক্ষার্থী আটকাতেই এই পদক্ষেপ বলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন লার্নিং বা এনআইওএস-এর পক্ষ থেকে গত ২২ আগস্ট জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যেই এনআইওএস-এর সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। গত মার্চ মাসে দেশের বিভিন্ন মুক্ত স্কুলের পরীক্ষার সময় বহু ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল। তার পরই পরীক্ষায় বসার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করতে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানায় এনআইওএস। সেই আবেদনেই সিলমোহর দিল মন্ত্রক। এবার থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে রাখা হবে বিশেষ স্ক্যানার মেশিন। যার সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করা হবে।

● **দিল্লির ঐতিহাসিক নথি ডিজিটালে :**

দিল্লি সরকারের হেফাজতে থাকা প্রায় দু'শো বছর আগেকার সিপাহী বিদ্রোহ-সহ অন্যান্য সব ঐতিহাসিক নথি এবার ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকার জানিয়েছে, তাদের মহাফেজখানায় প্রায় দশ কোটি পাতার নথি রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তিন কোটি পাতাকে সংরক্ষিত করা হবে। তাতে ১৮০৩ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ইতিহাস সংরক্ষিত হবে। সময় লাগবে প্রায় আড়াই বছর। খরচ হবে প্রায় সাড়ে ২৫ কোটি টাকা। গত পয়লা সেপ্টেম্বর প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া। সরকারি সূত্রের খবর, এই সব নথির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল সিপাহী বিদ্রোহের নথি। কানপুর হয়ে দিল্লিতে আছড়ে পড়েছিল মহাবিদ্রোহের ঢেউ। ব্রিটিশদের কাছে হেরে দেশান্তরী হতে হয় শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে। একই সঙ্গে রেল, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ব্যবস্থার বিস্তার দিল্লি ও উত্তর ভারতে কীভাবে হল, কীভাবে সেজে উঠল নতুন দিল্লি, সেই নথিও সংরক্ষিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে সিআইডি-র নথিও ডিজিটাল মাধ্যমে তুলে রাখা হচ্ছে।

● **'নিষিদ্ধ' বিমানযাত্রীদের তালিকা :**

বিমানে অভব্য বা খারাপ আচরণ করলে এবার সেই যাত্রীর উপর জারি হবে নিষেধাজ্ঞা। শাস্তির তালিকাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী অশোক গণপতি রাজু জানিয়েছেন, সহযাত্রীদের প্রতি অশালীন অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি করা বা মদ্যপ অবস্থায় অশান্তি করলে তা 'লেভেল ১' তালিকাভুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে তিন মাস পর্যন্ত ওই ব্যক্তির উপর উড়ানে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। শারীরিকভাবে আঘাত করা, অবাঞ্ছিতভাবে গায়ে হাত দিলে তা 'লেভেল ২' আওতায় আসবে। সেক্ষেত্রে যাত্রী দোষী সাব্যস্ত হলে নির্দেশিকা অনুযায়ী ওই ব্যক্তির উপর ছ' মাস পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। উড়ানে কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করলে বা কোনও যাত্রীর আচরণে কারও প্রাণ সংশয় হলে বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলেতা 'লেভেল ৩' অপরাধ বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত যাত্রী অন্তত দু' বছর বিমানে উঠতে পারবেন না। সর্বোচ্চ কত দিন এই নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে তা অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি। স্থির হয়েছে, বিমান সংস্থার দায়ের করা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে জেলা আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে। নির্দেশিকায় শুধুমাত্র বিমান সংস্থাই নয়, যাত্রীদের অভিযোগও যাতে গুরুত্ব পায় সে বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে। বিমান সংস্থার অভিযোগ বা নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট যাত্রী।

● **ফেব্রুয়ারির মধ্যেই মোবাইল-আধার বাধ্যতামূলক :**

দেশের সব মোবাইল ফোনের সিম কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের নম্বর জুড়ে দিতে হবে। বাধ্যতামূলকভাবে। তা না করা হলে আগামী ফেব্রুয়ারির পর সিম কার্ডগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় সরকার এই পদক্ষেপ করছে। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, গ্রাহকরা যে মোবাইল পরিষেবা সংস্থার কাছ থেকে সিম কার্ড পান, কার্ডের বৈধতা প্রমাণের জন্য, সেই সংস্থার কাছেই তাদের আধার কার্ডের ১২-টি সংখ্যার নম্বরকে নথিভুক্ত করাতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে। রায়দানের এক বছরের মধ্যেই। সেই মেয়াদ যেহেতু ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শেষ হচ্ছে, তাই যে সিম কার্ডগুলির সঙ্গে গ্রাহকদের আধার নম্বর জোড়া থাকবে না, ফেব্রুয়ারির পর সেই সব কার্ডকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যাতে বৈধতার প্রমাণ না থাকা সিম কার্ডগুলি পরে জঙ্গি, অপরাধী বা প্রতারকরা ব্যবহার না করতে পারেন।

● **দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় :**

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সম্প্রতি প্রকাশিত দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, মাদ্রাজ। তালিকার দু' নম্বরে রয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বম্বে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং খড়্গপুর আইআইটি রয়েছে দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থানে। জওহরলাল সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চ, বেঙ্গালুরু এবং আইআইটি দিল্লি রয়েছে এই তালিকার চতুর্থ স্থানে। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের তালিকায় পঞ্চম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআইটি কানপুর। তালিকার ১৬ নম্বরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯ নম্বরে আছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী
(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

তেইশতম দিল্লি বইমেলা, ২০১৭
প্রকাশন বিভাগের নজরকাড়া উপস্থিতি

নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ২৬ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বসেছিল তেইশতম দিল্লি বইমেলার আসর। Federation of Indian Publishers (FIP) বা ভারতীয় প্রকাশক সঙ্ঘের সহযোগিতায় Indian Trade Promotion Organization আয়োজিত এই বইয়ের বিকিকিনির হাটে অংশ নেয় প্রায় ১৩০-টির মতো প্রকাশক সংস্থা। আর তার মধ্যে আমাদের প্রকাশন বিভাগের উপস্থিতি বিশেষভাবে সবার নজর কাড়ে। এবছর দিল্লি বইমেলার মূলভাবনা ছিল "পড়বে ভারত, আগে বাড়বে ভারত" (Indian Reads, India grows)।

হিন্দি, ইংরেজি ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার বইপত্র, ই-বুক এবং পত্র-পত্রিকার মতো নিজেদের বিপুল প্রকাশনা সম্ভার-সহ, বাচ্চা থেকে বুড়ো, বিশাল সংখ্যক মানুষ কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ করে দেয় তেইশতম দিল্লি বইমেলা।

চলতি বছরটিতে আমরা "ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫তম বর্ষপূর্তি এবং স্বাধীনতার সত্তরতম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করেছি। এই উপলক্ষ্যে নিজেদের স্টলের একটি অংশে, স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক, "আজাদি কি কাহানি, কিতাবো কি জুবানি" শীর্ষক বইপত্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে প্রকাশন বিভাগ। মেলায় আগত দর্শক-ক্রেতাদের তা মনোযোগ কাড়ে বিশেষভাবে। প্রকাশন বিভাগের স্টলের মুখ্য আকর্ষণই হয়ে ওঠে এই সম্ভার। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হল "Who's Who of Indians Martyrs", "From Raj to Swaraj", "Bharat mein Angrezi Raj", "Bharatiya Swatantrata Andolan ka Itihas", "History of Freedom Movement in India", "India : Before and After the Mutiny", "1857 : The Uprising", "Remember us once in a while"। এছাড়াও ছিল গান্ধীজীর যাবতীয় লেখাপত্রের সম্ভার নিয়ে একশো খণ্ডের সংকলন, "Collected Works of Mahatma Gandhi" এবং মহাত্মা সম্পর্কিত, আট খণ্ডে প্রকাশিত "Mahatma", "Gandhi in Champaran", "Romain Rolland and Gandhi—Correspondence", "Satyagraha" ইত্যাদি। এর পাশাপাশি ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় কৃষ্টিগত পরম্পরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন, জাতীয় নেতৃত্ব, ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি, ভারতের ভূখণ্ড ও মানুষজন, সমকালীন গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় ইত্যাদির উপর প্রকাশিত বইপত্র-সহ হিন্দি, ইংরেজি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের অনন্য সম্ভার নিয়ে প্রকাশন বিভাগ ছিল মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। প্রকাশন বিভাগের ডিজিট্যাল লাইব্রেরিতে ই-বুকের সংখ্যা ইতোমধ্যেই হাজার ছাড়িয়েছে। আমাদের স্টলে একটি ই-কিয়স্কও ছিল, এই সব ই-বুকের সম্ভার মেলায় আগত মানুষজনের সামনে তুলে ধরার জন্য।

চিত্র-২ : প্রকাশন বিভাগের স্টলে দর্শক-ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়

চিত্র-১ : তেইশতম দিল্লি বইমেলায় প্রকাশন বিভাগের স্টল, প্রগতি ময়দান, নয়াদিল্লি

সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব অজয় মিত্তাল, IGNCA-চেয়ারম্যান রাম বাহাদুর রাই ও সদস্য সচিব সচিদানন্দ জোশী-সহ সরকারের বিভিন্ন শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকরা, সাহিত্যিক ও প্রকাশকরা প্রকাশন বিভাগের স্টল পরিদর্শন করেন।

বইপত্রের এই বিকিকিনির মেলায় প্রকাশন বিভাগ এযাবৎকালীন রেকর্ড পরিমাণ বিক্রিবাটা করে। মোট বিক্রির ২২ শতাংশেরও বেশি হয় নগদবিহীন আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে।

আগস্টের ২৬ এবং ৩১ তারিখ, এই দু'দিন গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় আমাদের স্টলে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভাগের মোট সতেরোটি প্রকাশনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় ওই দু'দিন। এর মধ্যে গায়ক মান্না দে-র জীবনী, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তারাচাঁদের লেখা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতীয় পোশাক, চার খণ্ডের "সংস্কৃত সাহিত্য রত্নাবলী" ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখের দাবিদার।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও অনুপ্রেরণাদায়ী তথ্য জানানোর জন্য "Saluting the Patriots" নামে একটি মোবাইল অ্যাপও আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। এই অ্যাপটি দ্বিভাষিক।

দিল্লি বইমেলায় "Federation of Indian Publishers" প্রতি বছর বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের নিদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এ বছর হিন্দি, ইংরেজি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিবিধ ক্যাটেগরিতে উৎকর্ষের নিদর্শন রাখার স্বীকৃতি হিসাবে প্রকাশন বিভাগের ঝুলিতে মোট চারটি পুরস্কার ও দু'টি শংসাপত্র এসেছে। সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা ৩১ আগস্ট এই পুরস্কার তুলে দেন আমাদের হাতে।

চিত্র-৩ : সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা প্রকাশন বিভাগের আধিকারিকদের হাতে "Excellence in Book Production" পুরস্কার তুলে দেন

চিত্র-৪ : প্রকাশন বিভাগের আধিকারিকরা ITPO প্রদত্ত গোল্ড ট্রোফি গ্রহণ করছেন

তেইশতম দিল্লি বইমেলায় আঞ্চলিক ভাষার বইপত্রের ডিসপ্লে-র ক্ষেত্রে অসাধরণত্ব দেখানোর জন্য প্রকাশন বিভাগ গোল্ড ট্রোফিও জিতে নেয়। এই কৃতিত্বলাভ সম্ভব হয়েছে আমাদের বিভাগের শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুন। গত ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ITPO-এর এগজিকিউটিভ ডাইরেক্টর এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার তুলে দেন আমাদের হাতে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

WBCS কাউকে খালি হাতে ফেরায় না

শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে ডব্লুবিসিএস-২০১৮ এর বিজ্ঞপ্তি। সকল চাকরি গুলির মধ্যে মর্যাদায় এবং কৌলিণ্যে শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে ডব্লুবিসিএস। এ পরীক্ষাটি যে খুব কঠিন তা নয়। কোনো ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যতই খারাপ হোক না কেন, তার খেসারত এই পরীক্ষায় দিতে হয় না। কারন মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কিংবা গ্রাজুয়েশনে প্রাপ্ত নম্বরকে ধর্তব্যেই আনে না পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পি এস সি নিজের মানদন্ডে বিচার করে নেয় একজন প্রার্থীকে। ইংরাজি এবং অংককে একেবারে সাদামাটা হয়েও ডব্লুবিসিএস এ সাফল্য পাওয়া যায় অনায়াসে। সুতরাং সাধারণ মেধার ছেলে মেয়েদের কাছে ডব্লুবিসিএস এক আর্শীবাদ স্বরূপ।

WBCS এর প্রস্তুতি নিলে সাফল্য আসে অন্য সকল পরীক্ষাতেও

WBCS এর বিষয় বিন্যাস এমন যে, WBCS এর জন্য প্রস্তুতি নিলে শিক্ষকতা ছাড়া আর সব পরীক্ষাতেই সাফল্য পাওয়া যায়। WBCS এর জন্য পড়তে হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সংবিধান, অর্থনীতি, ইংরাজি, বাংলা, জিকে, পরিবেশ, জি আই, অংক, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইত্যাদি। সি.জি.এল., রেল, এস.আই, (ফুড এবং পুলিশ), ক্লার্ক, গ্রুপ-ডি প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হল ইংরাজী, অংক, জিকে এবং জি. আই। সুতরাং WBCS এর প্রস্তুতি কাজ দেয় আর সকল পরীক্ষাতেই। কিন্তু ডব্লুবিসিএস এর নাম শুনে গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েদের মনে এক অহেতুক ভীতির সঞ্চার হয়। এরূপ ভীতি বা শঙ্কা একেবারেই অনর্থক। ডব্লুবিসিএসের সাফল্যের তালিকায় নজর রাখলে দেখা যায় সাধারণ মেধার ছাত্র ছাত্রীদের জয় জয়াকার। সাধারণ থেকে ঘষে মেজে অসাধারণ হয়ে ওঠার সোপান হল ডব্লুবিসিএস। ডব্লুবিসিএস হল এক রূপকথা — যে রূপকথাকে শুধুমাত্র পরিশ্রম এবং প্ল্যানিং এর দ্বারা বাস্তবায়িত করা যায়। এই পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য স্বপ্ন দেখতে শিখতে হবে। এমন স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখার জন্য নয়, এ স্বপ্ন তোমার ঘুম কেড়ে নেবে। সাফল্যের জন্য দরকার পরিশ্রম যাকে ইংরাজিতে বলা হয় Hard Work। কিন্তু বর্তমান প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ের যুগে শুধুমাত্র Hard Work সাফল্য এনে দিতে পারবে না, তার জন্য দরকার Smart Work। অর্থাৎ তোমার বইপত্র চয়ন, গেমপ্ল্যান, স্ট্র্যাটেজি থেকে শুরু করে প্রস্তুতি এবং পরীক্ষা দেওয়া —প্রতিটি পর্যায়ই করতে হবে অত্যন্ত কুশলীভাবে, স্মার্টলি । হার্ডওয়ার্ক নিজে নিজে করে নেওয়া যায়, কিন্তু কোয়ালিটি ওয়ার্ক এবং স্মার্ট ওয়ার্কের জন্য একজন সুদক্ষ গাইডের প্রয়োজন — যিনি নিজে হবেন স্মার্ট এবং যার থাকবে যথেষ্ট কোয়ালিটি। এরকম স্মার্ট গাইডের সাহায্য এবং সহচর্য পাওয়া সম্ভব একমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনেই। ডব্লুবিসিএস প্রস্তুতির প্রতিটি স্তরের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে উৎকৃষ্টতম গাইডেন্স প্রদান করছে এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই তার প্রমাণ মিলছে। **এই প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র ব্রাঞ্চ থেকে WBCS-2014-এর চূড়ান্ত তালিকায় সফল হয়েছে ১২০ জন ও WBCS-2013-তে সফল হয়েছে ১১০ জন এবং মিসলেনিয়াস ২০১১-তে ৬৫ জন সফল। সাফল্যের শতকরা হারে এটি পশ্চিমবঙ্গের এক নম্বর সংস্থা। WBCS-2015-তে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এই প্রতিষ্ঠানের এবং A,B,C ও D গ্রুপে মোট সফল ১২০ জনের ও অধিক। এছাড়াও অডিট এ্যান্ড অ্যাকাউন্টস্, রাজ্যসরকারের সিজিএল এ অ্যাকডেমিকের বহু ছাত্রছাত্রী চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছে। সাফল্যের শতকরা হারে এই প্রতিষ্ঠান এখন সবার সেরা। তাই লক্ষ্য যদি হয় সিভিল সার্ভিস, তবে একমাত্র গন্তব্য হোক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

WBCS - 2018 ব্যাচে ভর্তি চলছে

MOCK TEST FOR PRELIM-2018

- ১৫টি মকটেস্ট ● ৫০টি ক্লাসটেস্ট
- সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নোটস্

(8599955633 / 9038786000

সাফল্যের একমাত্র শর্ত হল দৃঢ়চেতা মানসিকতা

শুধুমাত্র পরিশ্রম সাফল্য এনে দিতে পারে না, সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সময় মাফিক রূপায়নই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটা যতটা সহজ ততটা কঠিন। এক্সিকিউটিভে যাওয়ার জন্য প্রথম থেকেই মানসিক প্রস্তুতি দরকার। ধৈয্য হারালে চলবে না। গ্রুপ স্টাডি করা যেতে পারে তবে সেটা যেন সর্বনাশ ডেকে না আনে।

Krishanu Roy, WBCS (Executive) -2016

WBCS SCANNER

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে

নতুন সংযোজনঃ

WBCS-2017 মেনস্ প্রশ্নপত্রের সম্পূর্ণ সমাধান

প্রকাশঃ নভেম্বর,২০১৭

অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স ইয়ারবুক

প্রথম প্রকাশঃ ২৯শে ডিসেম্বর, ২০১৭

সামিম সরকারের বহু প্রতীক্ষিত ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার

প্রকাশিত হতে চলেছে

প্রকাশঃ ২৭শে অক্টোবর, ২০১৭

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

October, 2017
R.N.I. No. 19740/69

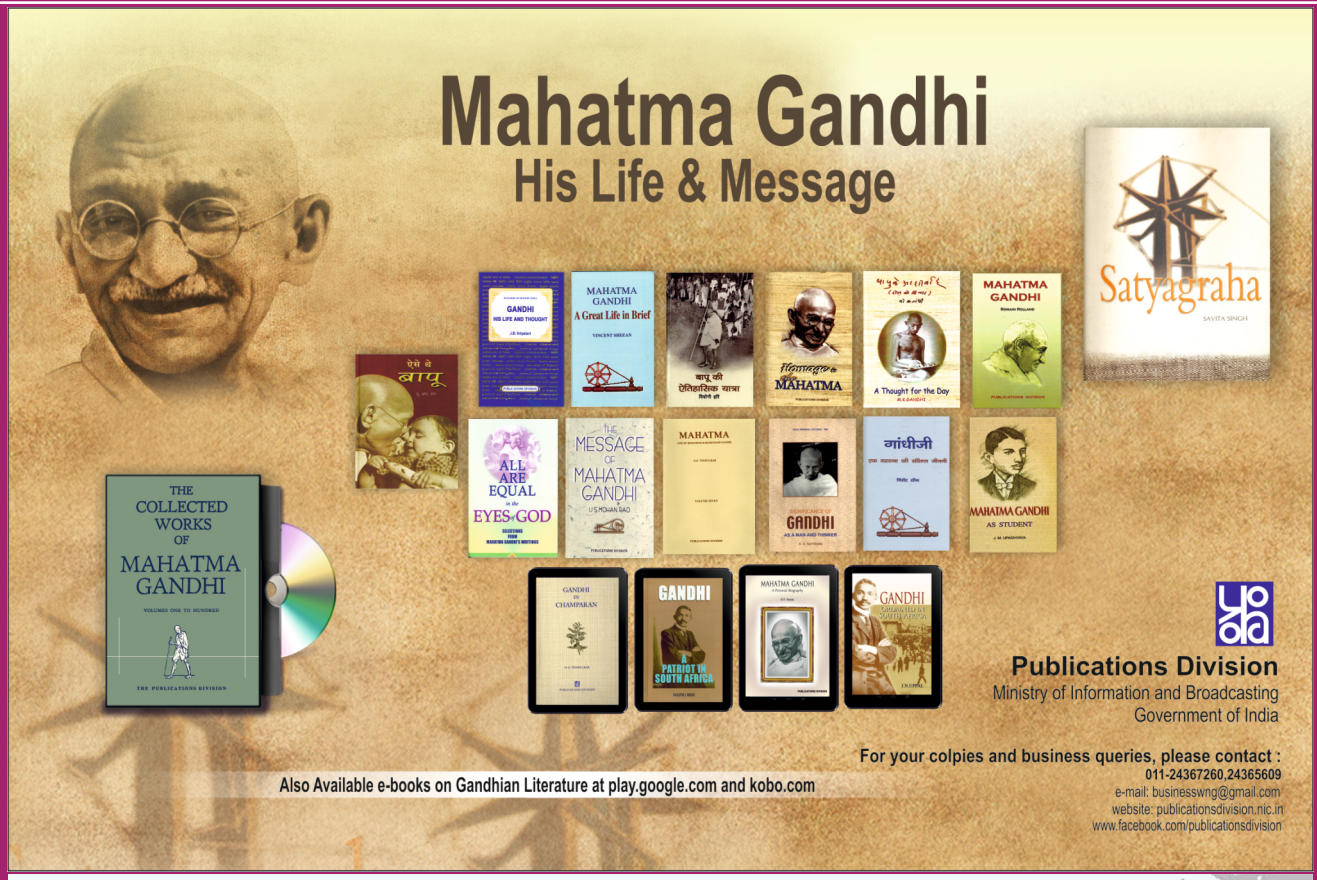

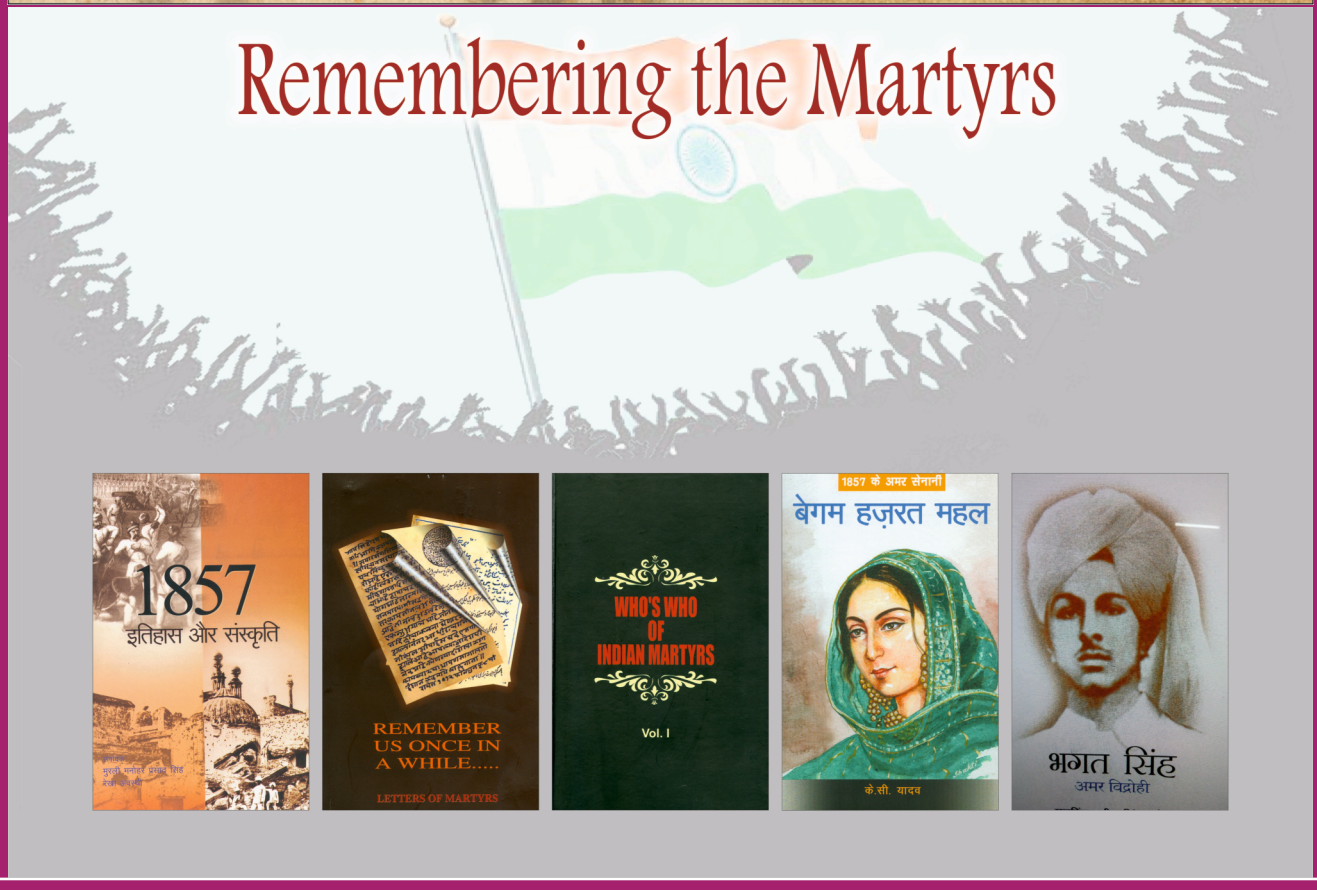

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।